ক'নে বউ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস—বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে সূর্য্যের কিরণ বড়ই প্রখর। মনুষ্য মাত্রেই আর গৃহের বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করে না। পশুপক্ষী সকলও ক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঠের গরু, বাছুর, ছাগ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। পক্ষিগণ আহারান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া তরুবরের ঘনপল্লব মধ্যে লুকাইল। গ্রামে জীবন্তভাবও যেন তাহার সঙ্গে কোথায় গিয়া লুক্কায়িত হইল। গ্রামের প্রান্তস্থিত মাঠ এখন নীরব। গ্রামের যে সকল সুচ্ছায় বড় বড় বৃক্ষ ইতঃপূর্বে পক্ষিগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, সে সকলও এখন নীরব। পথে এখন আর লোকজন চলে না—গ্রামের পথগুলিও এখন নীরব। কিন্তু এখনও পুকুরের ঘাট নীরব হয় নাই। কাপড়পুর গ্রামের রাইপুকুরের বাঁধাঘাটে এখনও কেহ স্নান করিতেছিল, কেহ আচমন করিতেছিল, কেহ বাসন মাজিতেছিল, কেহ কাপড় কাচিতেছিল; সুতরাং এখনও এ ঘাট নীরব হয় নাই। যাহারা ঘাটে ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীলোক। ইহার মধ্যে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা, সকল শ্রেণীই আছে। ঈদৃশ নানা শ্রেণীর রমণীসম্মিলনে সে স্থান নীরব থাকা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। দুই জন স্ত্রীলোককে একত্র কখন নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ কি?

এই সকল নবীনা ও প্রবীণায় মিলিয়া একটী প্রকাণ্ড সমালোচনা

হইতেছিল। বালিকারা এই বিষয়ে বড়ই অমনোযোগী, তাহারা জলক্রীড়াতেই ব্যস্ত। সমালোচ্য বিষয় পাড়ার মুখুর্য্যে পরিবার। সমালোচনা এইরূপ চলিতেছিল:—

গণেশের মা (বৃদ্ধা) বলিল—"এমন অহংকার দেখি নাই মা, এমন অহংকার দেখি নাই। সহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে ব'লেই কি এত অহংকার ক'রতে হয়?"

নিস্তারিণী (প্রৌঢ়া) বাসন মাজিতেছিল, তাড়াতাড়ি বাসনগুলি জলে ডুবাইয়া দিয়া বলিল—"তা এখন আর কিসের অহংকার গা? তখন স্বামীর চাকুরি ছিল, গায়ে দশখানা গহনা ছিল, তখন অহংকার ক'রলেও সাজ্‌তো। এখন গায়ে গহনাও নাই, পেটে ভাতও সব দিন যোটে না, তবে আর কিসের অহংকার গা?"

কমলা (নবীনা) বলিল—"ঠিক্ ব'লেছিস্ দিদি, সে দিন বড় বউয়ের ছেলে দুটী ক্ষীধেয় অস্থির হ'যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিলো, আমি তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে দিয়েছিলাম বলে, বড় বউ আমায় এমনি মুখনাড়া দিলে আর ছেলে দুটীকে এম্‌নি মারলে যে সেই অব্‌ধি আমি আর ওদিক্ মাড়াইনে।"

তখন শ্যামের মা কপড় কাচা স্থগিত রাখিয়া কমলার গা ঠেলিয়া বলিল—"হ্যাঁ কমল, বলি এই নেকাপড়া জান্‌লেই কি এমন অহংকার হয় নাকি? আমার যে বড় ভয় করে মা, আমার বউমাও নাকি নেকাপড়া জানা মেয়ে।"

কমল একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিল—"তোমার সে ভয় নাই মাসি, তোমার বউ কেবল পেব্‌থম্ ভাগ প'ড়েছে বইত নয়।"

সুহাসিনী বলিল—"স্ত্রীলোকে যথার্থ লেখাপড়া শিখ্‌লে ভাল বই মন্দ হয় না, তার সাক্ষী দেখ না, ঐ মুখুর্য্যেদেরই ক'নে বউ। সেই একবার শ্বশুরের শ্রাদ্ধের সময় এসেছিল। সকলের সঙ্গে কেমন হেসে হেসে কথা কয়, যে যেমন তার তেম্‌নি মান রাখ্‌তে জানে। সেও বড় মানুষের মেয়ে তবু যেন মাটীর মানুষ।"

চারুবালা বলিল—"আচ্ছা ভাই, ক'নে বউ আর আসে না কেন?"

তখন গণেশের মা তাড়াতাড়ি পূজা আহ্নিক বন্ধ করিয়া সুমুখাঁ

বলিল—"আস্‌বে কি ক'রে? খাওয়াবে কি? বড় ভাই রামকুমারের ত আজ্ দু'তিন বৎসর চাক্‌রী নাই। আর ছোট শ্যামকুমার—ক'নে বউয়ের সোয়ামীত মুখ্যু—নেশাখোর—এক পয়সা রোজগার কখন করে নাই। আর ভাই কথা—(এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চুপি চুপি বলিল) ক'নে বউকে শ্রাদ্ধের সময় এনে, তার সমস্ত গহনা বন্ধক দিয়েছে ব'লে, তার বাপ আর পাঠায় না।"

তখন সুহাসিনী বলিল—"শ্যাম দাদা, গুলিখোর আর নেশাখোর হ'ক্, কিন্তু এমন পরোপকারী লোক ভাই দেখি নাই। লোকের কোন বিপদ আপদ হ'লে শ্যামদাদাকে ডাক্‌তেও হয় না।"

তখন অন্ধ শ্যামের মা বলিল—"আমার শ্যাম গুলি টুলি খায় না। তবে নাকি শুনেছি, কখন কখন একটু আধটু মদ খায়, তা' মদ খাওয়া এখন চলন হয়ে গেছে, তাতে কোন দোষ নাই। শুনেছি নাকি, ইংরিজী জান্‌লেই মদ খাওয়া শিখ্‌তে হয়, তা নইলে সাহেব নাকি ভাল চাক্‌রী দেয় না।"

গণেশের মা বলিল—"তা হ'বে মা। আমার এক বন্‌পোর নাকি ভারি বিদ্যে হয়েছে, কিন্তু ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তার একটা চাক্‌রী হ'লো না। আরো দেখ না কেন, রামকুমারও ছেলে ভাল, বিদ্যেও আছে, আর স্বভাব চরিত্র ভাল, তা এমন ছেলেকে সাহেব চাক্‌রী থেকে ছাড়িয়ে দিলে কেন?"

নিস্তারিণী বলিল—"চাক্‌রী হ'বে কি? অমন স্ত্রী যার ঘরে থাকে, তার হাড়ে লক্ষ্মী থাকে না।"

এমন সময়ে ঠং ঠং ঠং বাসনের শব্দ করিতে করিতে রামকুমারের মাতা ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া নামিল। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের চোখে চোখে টেলিগ্রাফ্ হইয়া গেল। সকলে চুপ করিল। তখন যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত হইল। যে বৃদ্ধা পূজা আহ্নিক করিতেছিল, মাথায় একটি ফুল দিয়া মুদ্রিত-নেত্রে ধ্যানে নিমগ্না হইল। যে প্রৌঢ়া বাসন মাজিতেছিল, সে মাজা বাসন পুনরায় মাজিতে বসিল। যে নবীনা কাপড় কাচিতে আসিয়া কাপড় কাচিতে ভুলিয়া গিয়া হাঁ করিয়া এই সকল সমালোচনা শুনিতেছিল, সে এখন তাড়া-তাড়ি একবারে জলে গিয়া দাড়াইল। কেহ বা অন্য কোন কাজ না থাকায় কন্যাকে জলে নামিয়া খেলা করিতে দেখিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল। বালিকা কাতরভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতা তাহাকে যমের বাড়ী যাইবার

ব্যবস্থা দিল। তাহার পর কিছুক্ষণ সকলেই নীরব হইয়া রহিল, কারণ রামকুমারের মাতার মুখখানি দেখিয়া তখন কাহারও আর কথা কহিতে সাহস হইল না। সে মুখ তখন বড় গম্ভীর, বড় বিরক্তিপূর্ণ। তাহাতে অন্তর্নিগূঢ় ক্রোধের লক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ, পাইতেছিল। অনেকেই মুখের সে ভাব দেখিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে তখনি গৃহে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রামকুমারের জননীই প্রথম বক্তা হইল; কাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপন মনেই বকিতে আরম্ভ করিল—"একটুও গতর নাই—আমি ম’লে এদের দশা কি হবে। আমারও পোড়া কপাল। বিধাতা মরণ লিখ্‌তে ভুলে গেছে। এতখানি বেলা হ’লো, এখনও স্নান পর্য্যন্ত করি নাই, গতরখাগীর এঁটো বাসন মাজ্‌তে এসেছি।"

তখন গণেশের মা পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাম হস্তের ভিজা কাপড়খানি কাঁধে রাখিয়া বলিল—"দিদি, বউকে একটু শাসন ক’রো।"

রামকুমারের জননী তখন একটু করুণস্বরে বলিল—"দিদি, তুমি আমার পর নও, তবে তোমার কাছেই বলি।" এই বলিয়া রামকুমারের জননী গণেশের মার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বধূর গুণেরও অনেক পরিচয় দেওয়া হইল। কিন্তু সকল কথা বলা হইল না, কারণ সে সকল কথা বলিতে বলিতে রামকুমারের জননী কাঁদিয়াই আকুল হইল।

গণেশের মা মিষ্ট কথায় অনেক সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"দিদি, বড় বউকে না হয়, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কেননা—এখন তোমাদের সময় বড় ভাল নয়। আর না হয় ক’নে বউকে নিয়ে এস। সে মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী?"

তখন রামকুমারের জননী চক্ষু মুছিয়া বলিল—"তা’কে কি করে আনি দিদি? একেত সেও বড় বউয়ের মতন বিদ্বান্ মেয়ে, কাজেই ভয় হয়। আর আমার ছোট ছেলেটিও মানুষ নয়, সংসারের কিছুতে থাকে না, কেবল পরের কাজে [illegible]। আজ কি না কার মড়া ম’রেছে, অমনি পোড়াতে চল্লেন। কাল্ কিনা কাকে গঙ্গা যাত্রা কর্‌তে হবে, অমনি দৌড়িলেন, কারো ব্যামো হয়েছে, সমস্ত রাত্রি জেগে আগুলে বসে রইলেন। এমন নির্ব্বোধ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।"

তখন গণেশের মা চুপি চুপি বলিল—"বউ ঘরে নিয়ে এলে দিদি, ছেলে ঘরে মন ব'স্‌বে।"

এই কথা বলিয়া গণেশের মা চলিয়া গেল। কথাটি রামকুমার-জননী মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া তোলাপাড়া হইতে লাগিল। সকল কথ ভুলিয়া গিয়া তখন এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন এই কথাটি মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে রামকুমারের জননী মাজা বাসন লইয়া রাইপুকুরের ঘাট হইতে গৃহে ফিরিয়া চলিল। এখন রামকুমারের অবস্থার কিছু পরিচয় দিতেছি।

রামকুমারের বহির্বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত, কিন্তু অনেক স্থলে তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। সদর দরজার দুই ধারে যে দুইটি বৈঠকখানা আছে, তাহা এখন আর মনুষ্যের আবাস যোগ্য নহে। ইঁদুর, আরসুলা প্রভৃতি জীবকুল এখন দিবারাত্রি তথায় নির্ব্বিঘ্নে বিহার করিতেছে। চারি ধারে যে চকৃমিলান ছিল, তাহার অধিকাংশ খিলানই প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখেই পূজার দালান। এখন এই দালান চড়ুই ও পায়রার লীলাভূমি হইয়াছে। দেয়ালে অশ্বথ, বট প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সকল জন্মিয়াছে। উঠান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ভিতর বাটীতে তিন খানি মাত্র মেটে শয়ন ঘর, ঘরগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। চালে খড় নাই, দেয়াল গুলিও অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চারিদিকেই অপরিষ্কার। ঘরের মধ্যে যে দিকে চাও, সেই দিকেই যেন মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা বিরাজ করিতেছে।

রামকুমারের জননী একখানি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাজা বাসন গুলি রাখিল। তাহার পর ভিজা কাপড়খানি ছাড়িয়া ডাকিল—"বউ, বউ—ও বউ।"

বধূমাতা তখন অন্য গৃহের মেজের উপর এক খানি মাদুরে শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল, সুতরাং শাশুড়ীর কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন বৃদ্ধা মনে করিল বউমা বুঝি ঘরে নাই, কার্য্যান্তরে কোথায়

গিয়াছে, কিন্তু তাহারই পর কি মনে করিয়া একবার বড় ঘরের জানালা ঠেলিয়া দেখিল যে, সেই গৃহের মেজের উপর তাঁহার বড় সাধের বধূমাতা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রামকুমারের জননীর কেমন একটা বকা রোগ ছিল মনে, কোনরূপ কোরকাপ ছিল না, এখনি যাহার সহিত বকাবকি হইল, পরমুহূর্ত্তেই তাহার সহিত আবার হাসিয়া কথা কহিত। বৃদ্ধা পরিশ্রমে কাতর ছিল না, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে পারিত, কিন্তু পরিশ্রম করিতে করিতে কাহাকেও দুই একবার না বকিলে বৃদ্ধার পরিশ্রমে উৎসাহ থাকিত না—বৃদ্ধা যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত। যখন কাহাকেও না পাইত, তখন হয় আপনার অদৃষ্টকে তিরস্কার করিত, না হয় বাক্‌শক্তিহীন পশুপক্ষীর উপর মনের সাধ মিটাইত। কিন্তু ইদানীং এই বধূমাতার সম্মুখে তাহাকে কোন কথা বলিতে আর সাহস হইত না। এখন তাহাকে নিদ্রিতা দেখিয়া বৃদ্ধা এ সুযোগ ছাড়িল না। আরম্ভ করিল—"কি আক্কেল্ দেখ। খে'য়ে দে'য়ে ঘুম হ'চ্ছে। আর আমি এখনো মুখে জল দিই নাই। লোকে যে ব্যাটার বিয়ে দিয়ে বউ আনে, সেকি ঘরে বসিয়ে রেখে পুজো কর্‌বার জন্যে? এমন ছোট লোকের মেয়েও ঘরে এ'নে ছিলুম। বড—"

বৃদ্ধার মুখের কথা মুখেই রহিল, বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখে যে, তাহার নিদ্রিতা পুত্রবধূ ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। বৃদ্ধা পুত্রবধূকে দেখিয়া কিছু থতমত খাইল। তখন বড় বউ গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল—"আমার বাপের আঁস্তাকুড় ঝাট দিলে যার দিন সুখে যায়, সে আবার আমার বাপ্‌কে ছোট লোক বলে?"

বৃদ্ধা সকল কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহাকে যে, বউমার বাপের বাড়ীর আঁস্তাকুড় ঝাট দিতে বলা হইয়াছে, একথা বেশ বুঝিতে পারিল। এই আঁস্তাকুড় কথাটা বৃদ্ধার অন্তরে বড়ই আঘাত করিল। বৃদ্ধা কাঁদিল—অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তখন বড় বউয়ের সে কান্নাও বড় অসহ্য হইল। দুই প্রহরের সময় বুড়োমাগীর ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া কান্না ভাল লাগিবে কেন? বড়বউ মুখ নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"অমন করে রাত্রি দিন কেঁদ না বলছি। এমন ঘরেও যে হয়েছিল, যে একদিনের জন্যে ও সুখী হতে পেলেম না। একবার আসুক ঘরে, এর বিহিত না করে আর এ বাটীতে থাকবো না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধা। বিবিতে আর কি করবে মা? আবার তাড়িয়ে দেবে—তাই দাও। তোমরাও সুখী হও, আর আমারও হাড় জুড়ুক। আমি আর তোমার মুখঝামটা সহ্য করতে পারি না।

বড় বউ এবার রাগিয়া বলিল—"আমলো! মাগীর কথার শ্রী দেখ! আমি কি বলেছি, যে আমায় যা মুখে আসে, তাই বলতে আরম্ভ কল্লে!"

এবার বৃদ্ধাও রাগিল, তাহার পর হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কোন্দল আরম্ভ হইল। এমন সময় রামকুমার ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দূর হইতে রামকুমার কোন্দলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সেই শব্দ শুনিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর একটা ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতেছিল। বাড়ী আসিতে তাহার পা যেন উঠিতে চাহে না, কিন্তু না আসিলে এ আগুন নিবিবে না জানিয়া, ভীতমনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জননী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পুত্রবধূর বিপক্ষে অনেক কথা বলিল। পুত্রবধূও শাশুড়ীর অনেক গুণের কথা স্বামীকে জানাইল। সে সকল কথা এরূপ অলঙ্কারের সহিত বলা হইল যে, শাশুড়ী পর্য্যন্ত তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইল। রামকুমার বড়ই বিপদে পড়িলেন—এক দিকে জননী, অন্য দিকে প্রখরা স্ত্রী। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে আর কথা নাই। তাহার পর স্ত্রীকেই অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। তখন বড় বউ কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রিত দুই পুত্রকে জাগাইয়া তুলিয়া দুই পুত্রের হাত ধরিয়া লইয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় স্বামীকে দশ কথা শুনাইয়া দিল। তখন কেহই তাহাকে নিবারণ করিল না। রামকুমার নিজে ভর্ৎসনা করিয়াছে, সুতরাং রামকুমার নিবারণ করিতে পারে না। তাহার জননীর রাগ এখনও পড়ে নাই, সুতরাং তিনিও কোন বাধা দিলেন না। আর বড় বউ যে রাগ করিয়া সেদিন পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, তাহা কেহই মনে করে নাই। এদিকে বড় বউ মনে করিয়াছিল যে, পিত্রালয়ে যাইব বলিয়া বাড়ীর বাহির হইলেই উভয়েই তাহার খোসামোদ করিয়া তাহাকে থামাইবে, কিন্তু যখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, কেহই তাহাকে ফিরাইতে আসিতেছে না, তখন তাহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। বস্তুতঃই বড় বউ ক্রোধের আবেগে অধীরা হইয়া

সেই গ্রামের গদারমা বলিয়া পরিচিতা একটি নীচ বংশীয়া স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

রামকুমার তাহার পর কি ভাবিয়া জননীকে মৃদুভর্ৎসনা আরম্ভ করিল। বলিল—"দেখ মা, আমাদের ত অবস্থা এই, কাল কি খাব আজ তার ঠিক্ নাই। আমার মনের অবস্থা সেই জন্য সর্ব্বদাই ভাল থাকে না; তার উপর তোমাদের এই সকল কোন্দল ঝগড়া কি ভাল লাগে? এতে যে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।"

মাতা তখন পুনরায় কান্না আরম্ভ করিল, কিন্তু রামকুমারের মনের অবস্থা এখন ভাল ছিল না, সুতরাং রামকুমার জননীকে এখন আর কোনরূপ সান্ত্বনা করিল না। তখন জননীরও পুত্রের উপর বড় অভিমান হইল। এতদিনের পর বৃদ্ধার পিতৃশোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে "বাবাগো, একবার এসোগো" বলিয়া চীৎকার ছাড়িতে লাগিল। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, বৃদ্ধার পিতৃবিয়োগ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা দুঃসহ দুঃখে গভীর বিরাগে এখন পরলোকগত জনকের উদ্দেশ্যে কাতরস্বরে মনোবেদনা জানাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই কাতর রোদনে কোন ফল হইল না। বৃদ্ধার লোকান্তরগত জনক তনয়ার হৃদয়ের জ্বালা নিবারণে সমাগত হইলেন না—বৃদ্ধার পুত্রও সে সময়ে জননীর শোকশান্তি করিতে উপস্থিত হইল না। কান্না প্রথমে সপ্তমে উঠিয়াছিল, ক্রমে পঞ্চমে নামিল। কিন্তু পঞ্চমেই বা কতক্ষণ থাকিবে? ক্রমে ক্রমে আরো খাদে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর সে সুর বন্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণ রামকুমার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। অদৃষ্টক্রমে রামকুমার আজ কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা একটার সময় শ্যামকুমার বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মা, মা, ওমা।"

তখন জননীর রোদন থামিয়া গিয়াছিল। তিনি লেপে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। রামকুমার বিষণ্ণ মনে আপনার শয়নগৃহের মধ্যে বসিয়াছিলেন। শ্যামকুমার কোন উত্তর পাইল না—সকলেই নিরুত্তর। পুনরায় শ্যামকুমার ডাকিল—"বউ, বউ—কেউ কি বাড়ীতে নাই!"

এইবার ধীরে ধীরে রামকুমার ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল—"শ্যাম, এই দিকে আয়।"

শ্যামকুমার রামকুমারের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া আগ্রহের সহিত বলিল—"দাদা, কাহাকেও দেখ্‌তে পাই না যে?"

রাম। মা ঘরের মধ্যেই আছেন, আর বড়বউ রাগ করে নগেন্ খগেন্‌কে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

শ্যাম। মার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে বুঝি?

রাম। তায় বিলক্ষণ।

শ্যাম। বউ গেল কোথায়?

রাম। চুলোয় গিয়েছে।

শ্যামকুমার আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে সদর বাড়ীর দিকে চলিল। শ্যামকুমারকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া, রামকুমার বলিল—"কোথায় যাও?"

শ্যাম। একবার খোঁজ নিতে হবে তো।

রাম। এখন সে আবশ্যক নাই। অনেক বেলা হ'য়েছে, আগে তুমি আহার কর, মারও আহার হয় নাই—তাঁহাকে খাওয়াও, তারপর খোঁজ নিও।

শ্যাম। ছেলে দুটো সঙ্গে আছে। একবার—

রামকুমার সে কথায় বাধা দিয়া বলিল—"সেই জন্যইত ব'লছি, কতদূর যাবে? বড়জোর এই গোপালে ছুতরের বাড়ী।"

দিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং এখন দলে দলে গ্রামের প্রতিবেশীনিরা রাম-কুমারের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। রামকুমারের জননীর চক্ষের [illegible] সহিত কেহ অনেক কষ্টে আপনার দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল [illegible], কেহ বা কেবল দুই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই বসিয়া পড়িল, কেহ [illegible] বউয়ের আস্পর্দ্ধার কথা [illegible], কেহ তাহাকে জব্দ করিবার [illegible] দিল, কেহ ছেলের দোষ দিল, কেহ বা বধূর পিতৃকুলের নানারূপ দোষ দেখাইয়া গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু কেহই রামকুমারের জননীকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। তিনি পুত্রদ্বয়ের ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন, ক্রমে পুত্রবধূ [illegible] জন্য অধীরা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা মুখে যাহাকে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে তাঁহার কাহারও প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষভাব ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর ঝিমাইতে ঝিমাইতে শ্যামকুমার বলিল—"দাদা, এখন উপায় কি?" রামকুমার একটু বিরক্তভাবে বলিল—"উপায় আর কি? গেছে ভালই হ'য়েছে। এজন্মে আর সে স্ত্রীর মুখ দেখ্‌বো না।"

শ্যাম। কিন্তু মাকে স্থির ক'র্‌বো কিরূপে?

রাম। কোন্দল কর্‌বার জন্য কাহাকেও আবশ্যক হইলে, পাড়ার অনেক লোকই আছে।

এই সময় শ্যামকুমার অহিফেনের প্রসাদে দাদার প্রথম কথা ভালরূপ শুনিতে পাইল না, শেষের দুই তিনটী কথা শুনিয়া বলিল—"পাড়ায় অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু মার মন তা'তে স্থির হবে কেন?"

রামকুমার এইবার একটু চিন্তিত হইল, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখ শ্যাম, আমাদের এখন যেরূপ অবস্থা, তা'তে এ ঘটনা ভালই হ'য়েছে।"

এই সময় তাঁহাদের জননী কাঁদিতে [illegible] গৃহের বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি ভাল হ'য়েছে [illegible] আমার মুখ উজ্জ্বল হবে—না কুটুমের ঘরে আমার মাথা হেঁট হবে? বাবা, গরীব ব'লে কি আর মান

অপমানের ভয় নাই? তোমার এখন দেখ্‌ছি, শ্বশুর বাড়ীর দিকেই টান, তা, বেশত বাবা, তোমরা দু'জনে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাও। আমার ত আর কোলের ছেলে কি আইবুড়ো মেয়ে নাই?—একটা পেট বই ত নয়, আমি ভিক্ষে মেগে খা'ব।"

পুনরায় জননীর চক্ষে জল দেখা দিল। সে চক্ষের জল দেখিয়া পুত্রদ্বয়ও বিশেষ দুঃখিত হইল। শ্যামকুমার কিছুক্ষণ বিষণ্ণমনে বসিয়া থাকিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিল। রামকুমার মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"মা, এখন কি ক'রলে ভাল হয় বল।"

জননী চক্ষের জল মুছিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন—"বাবা, কালই আমার বউ আর ছেলেদিগকে আন। তা'দের একদণ্ড না দেখ্‌তে পেলে, আমি সমস্ত অন্ধকার দেখি। আমি বাবা, আর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌বো না। এবার বউ ধ'রে মার্‌লেও আমি কথা কব না। লক্ষ্মী বাবা আমার, কালই বসন্তপুরে যাও।"

বসন্তপুরে রামকুমারের শ্বশুর বাড়ী। রামকুমার কিন্তু শ্বশুরালয়ে যাইতে প্রথমে কোনক্রমেই রাজি হইল না। শ্যামকুমার বলিল—"দাদা, মা যখন এতদূর জেদ ক'র্‌ছেন তখন তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

রাম। শ্যাম, তবে তুই যা।

শ্যাম। আমায় ভাই ক্ষমা কর। যে কয় দিন তোমার বিলম্ব হবে, আমি বরং কোথাও না গিয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বসন্তপুরের চক্রবর্ত্তীর বাড়ী মাথা গলাতে পা'রবো না।

শ্যামকুমার আজীবন পরের কর্ম্ম করিয়াই বেড়াইত, নিজের সংসারের কর্ম্ম কখনই দেখে নাই। আজ তাহার মুখে এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া রামকুমার বিস্মিত হইল, এবং কি মনে করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ভাই, যদি তুমি সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ, তবে বসন্তপুর কেন, আমি যমের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি।"

পরদিন অতি প্রত্যূষে রামকুমার বসন্তপুরে যাত্রা করিল। জননী সজলনয়নে বিনীতভাবে বধূমাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পাঠাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামকুমার গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পর গদার মা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে দাড়া-ইয়া ডাকিল—"দিই-ঠাক্‌রোণ, ও দিই-ঠাক্‌রোন বলি এহনো ওঠোনিকি ?"

গৃহের মধ্য হইতে রামকুমারের জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"কেলা—বাগ্‌দি বউ। তা তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা—তুই আমার ঘরের বউ চুরী করে নিয়ে যাস্। আমি তোকে ভাল মানুষ ব'লে জানতুম, তোর পেটে এতদূর বুদ্ধি !"

গদার মা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"না দিই-ঠাক্‌রোণ, বউ মা ঠাক্‌রোণ যে লুকিয়ে ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন, তা আমি জানতেম না। আমায় ব'ল্লেন কি—"বাবার বড় ব্যামো লেগেছে, তাই যাচ্ছি, আয় গদার মা সঙ্গে আয়।" তা দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার কাছে আর বল্‌বো কি—দোক্‌তার কৌটাও সঙ্গে নিতে পারিনি—অমনি চলে গেলুম। ভদ্দর ঘর মেয়ে এমন মিথ্যে কথা যে ব'ল্‌তে পারে, তা আমি জান্‌তুম না।"

রামকুমারের জননী পুনবায় ক্রোধের সহিত বলিলেন—"হাঁলা—তোর তিনকাল গেছে, এককাল ঠেকেছে। বুড়ো হয়ে মর্‌তে যাস্, আজও বুঝিস্ না যে, বউয়ের বাপের ব্যামো হয়েছে বলেই, আমার বউ ছেলে ছুটে হাত ধরে হেঁটে বাপের বাড়ী চলে যাবে! মাগি, তুই কি আমায় বোকা বুঝুতে এয়েছিস্ না কি ?"

গদার মার চক্ষে এইবার জল দেখা দিল, গদার মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি—(ক্রন্দন) গদার মাথায় হাত দিয়েও দিব্যি কর্‌তে পারি, আমি এর ভালমন্দ কিছুই জানিনে। তোমাদের পাতের ভাত খাইয়ে গদারে মানুষ করেছি। মিন্সে যৎদিন ছিলো, মুখুয্যে বাড়ী বই, আর কারু বাড়ী পাত পাড়েনি। আহা! দাদাঠাকুর 'কালাচাঁদ' বল্‌তে অজ্ঞান হতেন্। তা দিই-ঠাক্‌রোণ, আমি কি তোমাদের দুস্‌মোন হ'তে পা'রি গা ? ধর্ম্ম কি পিরথিবীতে নাই গা ? আজো যে সুয্যি আকাশে উঠচে গো।"

গদার মা পুনরায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সে কান্না দেখিয়া এবার রামকুমারের জননীর মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি একটু শান্তভাবে

বলিলেন—"গদার মা, তোর যদি বুদ্ধি থাকবে, তবে তুই আমার কাছে একবার এসে জেনে যেতে পার্‌তিস্। দুক্রোশ পাঁচক্রোশ পথ নয় ত?"

গদার মার মুখে আর জল নাই! গদার মা তখন একটু প্রফুল্লচিত্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হাঁ দিই-ঠাক্‌রোণ, তখন আমার এ বুদ্ধিটা আসেনি—এইবার কিন্তু আর আমায় কেউ আঁট্‌তে পারবে না। এইবার আমি বেশ বুঝেছি, দিই-ঠাক্‌রোণ বেশ বুঝেছি।"

রামকুমার-জননী বলিলেন—"আচ্ছা গদার মা, তোদের দেশে সেখানকার সকলে কি বল্লে?"

গদার মা। কি আর বল্‌বে দিই-ঠাক্‌রোণ? সেখানকার লোকে একবারে আশ্চয্যি হয়ে গেল। বাকুলময় পাড়ায় লোকজড় হয়ে পড়্‌লো। তার পর দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার বউ বল্লে কি জান, "আমি আর শ্বশুর-ঘর কর্‌বো না, জন্মে আর কাপড়পুড়ে মুখ দেখাব না, আমার শাশুড়ী পেটে খেতে দেয় না, তার ওপর কেবল মুখনাড়া আর যন্ত্রণা দেয়।" এমন ধারা আরো কত কথা বেনিয়ে বেনিয়ে বল্লে দিই-ঠাক্‌রোণ, তা, আমার ছাই মনে পড়্‌চে না।

গদার মার কথা থামিল, কিন্তু সে কথা শুনিয়া রামকুমারের জননী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"ব—টে, ব—টে, এতবড় আস্পর্দ্ধা! তাকে কি আর এঘর কর্‌তে আস্‌তে হবে না? আচ্ছা, তখন এ কথার বোঝাপড়া!"

গদার মা। তা দিই-ঠাক্‌রোণ, তোমার বেয়ান ঠাক্‌রোণ ব'লেছেন, যে তেনার মেয়েকে—এই আমাদের বউঠাক্‌রোণকে—তিনি আর শ্বশুর ঘর ক'র্‌তে দেবেন না। আর আমাদের ক'নে বউ ঠাক্‌রোণকেও যে তেনার বাপেরা আর পাঠাবে না, এ কথাও বউঠাক্‌রোণ সেখানে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। কুটুমের ঘরের সকল লোকই ছি ছি ক'র্‌তে লাগ্‌লো, দিই-ঠাক্‌রোণ।

গদার মার এই কথা শুনিয়া রামকুমারের জননীর ক্রোধ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চক্ষের জলের সহিত অনেক আবোল তাবোল বকিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"তা এমন জান্‌লে আমি রামকে বসন্তপুরে পাঠাতেম না।

দ্যাখ্‌, গদার মা, তুই যেন এ কথা কাকেও বলিস্‌নে, দেখিস্‌ গ্রামের কেউ যেন এ কথা শোনে না।"

গদার মা তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"হুঁ। দিদি-ঠাকুরোণ, এ কথা কি কাকেও বল্‌বার কথা গা?"

এই বলিয়া গদার মা রামকুমারের জননীকে দুই চারি কথা ... করিয়া বিদায় হইল। বাড়ীর বাহির হইয়াই তাহার মনের মধ্যে ... বড়ই তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহাকে যে, এই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করা হইয়াছে, সেই কারণ গদার মা যতক্ষণ না কাহারও নিকট কথাটা প্রকাশ করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ তাহার মন কোন মতে স্থির হইতেছিল না। রাস্তায় বাহির হইয়াই গদার মা কাহাকে এই কথা বলিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না; তখন গদার মার আর বিলম্ব সহ্য হইল না, রাস্তার ধারে কর্ম্মকারদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"বলি ও কামার বউ একটা কথা শোন্‌।"

কামার বউ তখন রন্ধনশালার গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নথ নাড়িয়া বলিল—"কি কথা দিদি?"

গদার মা ইতস্ততঃ দেখিয়া চুপি চুপি মুখুয্যেদের বড়বউ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিল—"দিইঠাক্‌রোণ আমায় এ কথা পের্‌কাশ কর্‌তে মানা করেছেন, তা বোন্‌, আমার পের্‌কাশ কর্‌বার দরকার কি আম্‌রা হলুম্‌ গরীব নোক্‌, ওনাদের খেয়েই মানুষ—আমরা কি ওনাদের নিন্দের কথা পের্‌কাশ কর্‌তে পারি? তুমি কি বল দিদি?"

কর্ম্মকার পত্নী তখন ঈষৎ মুচকিয়া হাসিয়া পুনরায় নথ নাড়িয়া উত্তর করিল—"তা বই কি বোন্‌!"

এইরূপে গদার মা সম্মুখে গ্রামের যাহাকে পাইল, সকলকেই এই কথা এইরূপেই শুনাইল। তাহার পর যাহার সহিত গদার মার একটু প্রণয় ছিল সে নিদ্রিত থাকিলেও তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়াও তাহাকে এইরূপে এই কথা শুনাইয়া দিল। তখন দুই প্রহরের মধ্যেই বিভিন্নশ্রেণীর সমস্ত লোকের মুখে এই অপূর্ব্ব কাহিনী গ্রামের সমস্ত স্থলে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা আটটার সময় শ্যামকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিতেই নয়টা বাজিয়া গেল। এখনও কিন্তু শ্যামকুমারের প্রাতঃকালীন মৌতাত শেষ হয় নাই, এমন সময় জননী শ্যামকুমারকে সাংসারিক কার্য্যের জন্য ডাকিলেন। শ্যামকুমার তাড়াতাড়ি মৌতাত শেষ করিয়া জননীর আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হইল। যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিতে হইবে, তাহাও বুঝিয়া লইল, কিন্তু শ্যামকুমারের হাতেত পয়সা নাই! শ্যামকুমার যেখানে যাহা কিছু পায়, সকলই মৌতাতে খরচ করিয়া ফেলে, যখন হাতে পয়সা না থাকে, তখন সমমৌতাতী কোন বন্ধুর শরণাগত হয়। শ্যামকুমার দেখিল, পয়সা না হইলে মৌতাত চলিতে পারে, কিন্তু সংসার এক দিনের জন্যও চলে না। অগত্যা জননী অনেক মুখনাড়া দিয়া নিজের পুঁজি ভাঙ্গিয়া চক্ষের জলের সহিত একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। তখন শ্যামকুমার প্রফুল্ল মনে বাজারে চলিল।

শ্যামকুমার বাজারে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ বাজারেরই একজন দোকানদার রামধন মোদক শ্যামকে ডাকিয়া বলিল,—"দাদা ঠাকুর, তামাক খেয়ে যাও গো।"

তামাক খাওয়ার কথায় শ্যামকুমারও প্রফুল্ল মনে তাহার দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইল। রামধন তাড়াতাড়ি একখানি আসন আনিয়া দিল। তাহার পর ব্রাহ্মণের হুকায় এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল—"দাদা ঠাকুর, তামাক ইচ্ছে করুন।" শ্যামকুমার রামধনের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া হুকা লইল।

এই তামাক খাইতে খাইতে নানা প্রকার গল্প চলিতে লাগিল, ক্রমে এক ছিলিম দুই ছিলিম করিয়া পাঁচ ছয় ছিলিম তামাক পোড়ান হইল। শ্যামকুমারের আর বাজার করিবার কথা মনে নাই। গল্প তখন বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল। দুই একজন করিয়া অনেক গুলি লোকও সেইখানে জমা হইয়াছিল। যখন তাহাদের মধ্যে একজন স্নানাহারের কথা উত্থাপন করিল, তখন শ্যামকুমারের চমক ভাঙ্গিল, তিনি বাজার করিয়া লইয়া গেলে যে জননী

রন্ধন করিবেন, এতক্ষণের পর এইবার সে কথা শ্যামকুমারের মনে উদিত হইল। শ্যামকুমার তখন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিল।

শ্যামকুমার বাজার করিতে যাইবে, এমন সময় একটা "বল হরি—হরিবোল" শব্দ চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সকলের দৃষ্টি তখন রাস্তার দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলে দেখিল—অতি কষ্টে তিন জনে একটি শব বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাদের মুখ হইতেই সেই "বল হরি—হরিবোল" ধ্বনি বাহির হইতেছে। শববাহকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি শ্যামকুমারকে দেখিয়াই বলিল—"বেশ লোক যা হ'ক তুমি, সৃষ্টি সংসার খুঁজে এলুম, কোথাও দেখা পেলুম না। বাজারে কি কত্তে মত্তে এসেছ? আমরা তিনজনে এ মড়া কি আন্‌তে পারি? শেমো, শিশ্‌গীর আয়।"

শ্যামকুমার অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শবের যেদিকে একজন মাত্র ছিল, সেই দিকে গিয়া কাঁধ দিল। বাজারের লোক শ্যামকুমারের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল!

শ্যামকুমারের আর কোন কথাই মনে নাই, গৃহে জননী যে তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন, তিনি বাজার করিয়া লইয়া গেলে তবে যে হাঁড়ি চড়িবে—এ সকল কথা পর্য্যন্ত তাহার স্মরণ নাই! শ্যামকুমার সঙ্গীগণের সহিত যথাস্থানে শব আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর সেখানে আর কাহাকেও বড় কিছু করিতে হইল না, শ্যামকুমার একাকী সমস্ত কার্য্য শেষ করিল। শবদাহ শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া সকলে গৃহে চলিল। এই সময় শ্যামকুমারের বাজার করার কথা মনে হইল। তাহার জন্য যে সিকিটী জননী দিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত শ্যামকুমার হারাইয়া ফেলিয়াছে! এখন শ্যামকুমারের মনে একটু ভয় হইল। যাহার শব দাহ করিতে আনা হইয়াছিল, সে একজন অনাথা বিধবা স্ত্রীলোক, তাহার আর কেহ নাই, সুতরাং অদ্য গৃহে গিয়াই তাহাকে আহার করিতে হইবে। শ্যামকুমার পথে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে আসিয়া দেখিল—জননীর কোন সাড়াশব্দ নাই, গৃহে আলো পর্য্যন্ত নাই। শ্যামকুমার ধীরে ধীরে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে ডাকিল—"মা, মা, ও মা!"

কোন উত্তর নাই। আবার একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"মা!" তখন অকস্মাৎ জননী গৃহমধ্য হইতেই তর্জ্জনগর্জ্জনের সহিত বলিয়া উঠিলেন—

"পোড়ার মুখো, এতক্ষণের পর তোমার ঘরে আসা হ'লো? এই তোমার বাজার করা! তুই মর্ মর্ মর্।"

জননীর এই সাদর সম্ভাষণে শ্যামকুমারের দেহে প্রাণ আসিল। শ্যামকুমার মনে মনে বুঝিল, যখন জননী তাহাকে গালি দিয়াছেন,তখন এ ক্রোধাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। এই জন্য সাহস করিয়া বলিল—"মা, ও পাড়ার কামিনী মাসী মরে গিয়েছে, তাই তাকে পোড়াতে গিয়েছিলাম, গরীব ব'লে তার অসময়ে কেউ আসে না; তিন জনেই নিয়ে যাচ্ছিলো, বাজারে হরকালি দাদা আমায় দেখ্‌তে পেয়ে ডেকে নিয়ে গেলো। তা হাঁ মা, লোকের এমন বিপদের সময় কি চুপ করে থাকা যায়?"

তৎক্ষণাৎ জননী আরম্ভ করিলেন—"পোড়া লোকের জ্বালায় এ দেশে থাকা ভার, মড়া পোড়াবার আর লোক পায় না, আমার দুধের ছেলে—একে দিয়েই মড়া পোড়ান! আর তোর্ কি আক্কেল্। বাজারটি করে দিয়ে যা হয় যে চুলোয় যেতে ইচ্ছা হয়, সেই চুলোয় যা। তা, নয়, শুন্‌লে মড়া পোড়াতে যেতে হবে—অমনি ছুট্‌লো। তুই কি মড়ুইপোড়া বামুন, যে মড়া মরেছে শুন্‌লেই অমনি দৌড়িবি। এতখানি বয়েস হলো, আজও ঘর সংসার কি করে কর্‌তে হয় জান্‌লি নে? পোড়া লোকের মড়া মরে, কেবল আমায় জ্বালাতন কর্‌বার জন্ত।"

গৃহিণী এইবার স্বভাবসুলভ কান্না আরম্ভ করিলেন। গৃহিণীর রাগ থামিলেই কান্না আসিত। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বলিলেন—"তোর্ খাওয়া দাওয়া হয়েছে?" শ্যামকুমার বলিলেন—"না। এখনও মুখে জল দিই নাই।" তখন পুনরায় গৃহিণীর রাগের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণ ও কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী একবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"লোকের আক্কেল্ দেখেছো? আমার দুধের ছেলেকে দিয়ে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মড়া পুড়িয়ে নিয়ে একটু জলও খেতে দেয় নি!" শ্যামকুমার বলিল—"খেতে দেবে কে? কামিনীমাসীর আর কে আছে?"

গৃহিণীর রাগ তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল। মৃতা কামিনীর জন্য এখন অনেক শোক করিতে লাগিলেন, তাহার উদ্দেশেও দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন। তাহার পর শ্যামের যে সমস্ত দিন আহার হয় নাই, সেই

কথা মনে হইল। তখন তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া তিনি শ্যামকে বলি-লেন—"বাবা, সেই সিকিটে দাও।"

শ্যামকুমারের মুখে আর কথা নাই। কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে বলিল—"মা, আমি সেই সিকিটে নাইতে গিয়ে নদীতে হারিয়ে ফেলিছি।"

"বেশ করেছ বাবা। এখন শুকিয়ে থাক।" এই কথা বলিয়া গৃহিণী পুনরায় কান্না আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্না থামিয়া বলিলেন—"তোর জ্বালায় আমার হাড় মাস জ্বলে গেল, তুই কি এমনি করে সংসার করবি?"

শ্যামকুমার তখন একটু করুণস্বরে বলিল—"খিদে পেয়েছে মা, এখন কিছু খেতে দিয়ে যত পার বক।"

হাজার হউক মার প্রাণ—গৃহিণীর ক্রোধ অমনি জল হইয়া গেল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি ছটি মুড়ি আনিয়া বলিল—"এখন আর আমি কোথায় কি পাব? এই ছটি মুড়ি আছে খাও।"

শ্যামকুমার মহা আনন্দের সহিত মুড়ি চর্ব্বণে নিযুক্ত হইল। নিকটে জননী পা ছড়াইয়া বসিয়া পুনরায় নাকি সুরে আরম্ভ করিলেন—"আহা! বাছা আমার সমস্ত দিন উপোস করে রইলো গা। ছটো ভাত ও আজ জুটলো না? আমার মুখে আগুন, আমি বাছাকে কত গালই দিয়েছি। হে মা মঙ্গলচণ্ডি আমার বাছার মঙ্গল করো মা। হে মা কালিঘাটের কালি! আমি বুক চিরে তোমায় রক্ত দেবো মা, আমার গাল যেন আশীর্ব্বাদ হয়। আমার ছেলে ছটি, বউ ছটি, আর নাতি ছটি রেখে আমি যেন শীগগীর মরি। কেন বাছাকে আমার গাল দিলুম!"

গৃহিণীর কান্নার সুর ক্রমে সপ্তমে উঠিতে লাগিল। শ্যামকুমার জলযোগ করিয়া একটু সুস্থির হইয়া বলিল—"মা, তুমি কেন কাঁদচ, তোমার গাল্ সেত আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদই, তার জন্য এত ভাবচ্ কেন?"

"না বাবা আমি আর কখন তোমায় গাল্ দেবো না, তোমার কল্যাণে আমি ঠাকুরের পূজা দেবো।" বলিয়া জননী তাড়াতাড়ি পুনরায় গৃহেরমধ্যে গেলেন, এবং বহু কালের একটি সন্দেশ তোলা ছিল, তাহা আনিয়া শ্যামকুমা-রকে জল খাইতে দিলেন। তাহাতেই শ্যামকুমারের মহা আনন্দ, এই জল

যোগের পর দৈনিক মৌতাত শেষ করিয়া প্রফুল্ল মনে শয়ন করিল, এবং অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিন্তু জননী সে রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার শ্যাম আজ অনাহারে রহিল, এই ক্ষোভে তিনি সমস্ত রাত্রি বি'ানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন গৃহিণী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গৃহকার্য্য শেষ করিলেন। তাহার পর পুনরায় আপনার পুঁজি হইতে কিছু বাহির করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য একজন প্রতিবাসীর উপর ভার দিলেন। সেই দিন হইতে শ্যামকুমারের উপর সাংসারিক কোন কার্য্যের ভার আর অর্পণ করা হইল না। এই পরিবার দরিদ্র হইলেও ইহারা ব্রাহ্মণবংশীয়, সুতরাং শূদ্র-জাতির পূজনীয়। সেই কারণ, বেতনভোগী না হইলেও গৃহিণী যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে বলিতেন, সে ব্রাহ্মণকন্যার অনুরোধ আহ্লাদের সহিত রক্ষা করিত। সহরের লোকে এ কথায় বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি, পল্লীগ্রামে এখনও এ রীতি আছে। ব্রাহ্মণের এ সম্মান আরো কতদিন যে থাকিবে, তাহা বলিতে পারি না। হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি তোমার এ সম্মান বজায় রাখিবে না?

বেলা দশটার সময় গৃহিণী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্যামকে আহার করিতে ডাকিলেন। শ্যামকুমার পরিতোষের সহিত আহার করিলেন বটে, কিন্তু অদ্য আহার করিতে বসিতে তাঁহার মনে একটু লজ্জা হইয়াছিল। আহারান্তে শ্যামকুমার বাহিরে চলিয়া গেল। গৃহিণী নিজের অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় গণেশের মা ধীরে ধীরে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—"বলি হাঁ রামের মা, কথাটা কি সত্যি?"

রামের মার মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কি কথা দিদি?"

গণেশের মা পুনরায় বলিল—"বড় বউমা নাকি এখানকার সব কথা পেরকাশ করে দিয়েছে?"

গৃহিণী একটু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"তা দিলে থাকে দিয়েছে, বড়

বউয়ের বাবা বড় মানুষ বলেত আর আমার মাথাটা কেটে কেলতে পারবে না?"

গণেশজননী বলিলেন—"তার সাধ্য কি? তুই ব্যাটার মা। তবে নাকি শুন্‌ছি—সত্যিমিথ্যে ভগবান জানেন—তোমার বড় বউকে আর তারা পাঠাবে না।"

রামকুমারের জননী এবারও সেই স্বরে উত্তর করিলেন—"না পাঠায়, আমি ফের ব্যাটার বিয়ে দেবো—আমার কুলীনের ছেলে।"

গণেশজননী যে উদ্দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন সুবিধা না দেখিয়া মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। হায়! হায়! এত বড় একটা ঘটনা চুপি চুপি চলিয়া যাইবে, ইহা লইয়া একটা হুলস্থূল না বাধাইলে কি ভাল দেখায়? পুনঃ-রায় একবার চেষ্টা করিবার উদ্দেশে বলিলেন—"বলি, তোমার বউয়ের কি আক্কেল!"

রামকুমারের জননী বলিলেন—"বউয়ের আক্কেল্ আমি অনেকদিন থেকেই জানি; সেত আর নূতন কথা কিছু নয়?"

হরি! হরি! গণেশজননীর এ কথাটা ও ভাসিয়া গেল। তখন আর কি করিবেন, ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিতে না করিতেই নিস্তারিণী ঠাকুরঝীর শুভাগমন হইল। এবারেও রামকুমারজননীর আহারের বাধা পড়িল। ঠাকুরঝী একটু ব্যস্তভাবে বলিল—"বলি হাঁ বউ, তুই নাকি বড় বউকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্?"

রামকুমারজননী রাগিয়া বলিলেন—"কে তোকে এ কথা বল্লে লা?"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী তখন সুবিধা বুঝিয়া আরো একটু উচ্চস্বরে বলিলেন—"কে আবার বল্‌বে? গ্রামে যে টি টি হয়ে গেছে। এ কথা কি আবার ছাপা থাকে?"

রামকুমারজননী এবার একটু নরম সুরে বলিলেন—"তা দিদি, আমার বউকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, এতে গ্রামের লোকের এত মাথা ব্যথা কেন?"

ঐ যা! একি হইল! ঠাকুরঝীরও বড় আশায় ছাই পড়িল। ঠাকুরঝী এত নরম সুর গরম করিবার উপায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া "তাই বল্‌ছি—তাই বল্‌ছি" বলিতে বলিতে পাট পাট করিয়া সেখান হইতে

আসিয়া তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইল। রামমণি একজন প্রসিদ্ধ কুচুটে, গ্রাম শুদ্ধ লোকে তাহার গলার অথবা গালের ভয় করিত। রামমণি আসিয়াই আরম্ভ করিল—"ওমা। কি ঘেণ্যা, লজ্জায় বাঁচিনি। তুই নাকি বড় বউ আর ব্যাটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস্?"

রামকুমারের জননীর এইবার বড় রাগ হইল। এরূপ অন্যায় কথায় কার না রাগ হয়? তিনি রাগিয়া বলিলেন—"কোন্ ভালখাগি একথা বলে লা?"

তখন ধূলাপায়েই রামমণির অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। আর তাহাকে পায় কে? রামমণি একবারে সপ্তমে উঠিয়া বলিল—"আমায় তুই ভালখাগি বল্‌লি? আমি ভাল খাগি, না তুই ভাল খাগি। তুই ভালর মাথা খা—তুই জোড়া ব্যাটার মাথা খা, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

রামকুমারের জননীও রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখের গ্রাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাষায়, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায়, কায়দা-দুরস্তমতে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। হে কোন্দলসর্ব্বজয়কারিণি—মুহূর্ত্তে পৃথিবীরসাতলদায়িনি! বঙ্গের প্রৌঢ়াকামিনি! তোমাদের সে অপূর্ব্ব ভাষা ও ভঙ্গিমা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং দূর হইতে নমস্কার করিয়াই আমি সে বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

সংগ্রামের শেষ ফল হইল—রামকুমারের জননীর সম্পূর্ণ পরাজয়। রাম-মণির মুখের তোড়ে কে দাঁড়াইতে পারে? রামমণি রণে জয়ী হইয়া চীৎ-কারে দিগদিগন্তর কম্পিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। রামকুমারের জননী ও এইবার সদর খিড়কী বন্ধ করিয়া দিয়া গায়ের জ্বালায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। দাদার মা অতি গোপনে গোপনে যে অগ্নি চারিদিকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহা এতক্ষণে এইরূপে জ্বলিয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বসন্তপুর একখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। গ্রামে মিউনিসিপালিটী, পুলিষ ষ্টেশন, দাতব্যচিকিৎসালয়, স্কুল, প্রভৃতি সমস্তই আছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র নহে—দৈর্ঘে প্রায় দেড় ক্রোশ, আর প্রস্থেও প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্গোপ, জেলে, কৈবর্ত্ত, নাপিত, ধোপা, হাড়ি, কেওরা প্রভৃতি সকল জাতিই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এই গ্রামে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্রামে ঘর কতক মুসলমানেরও বাস আছে, কিন্তু সে গ্রামের এক প্রান্তভাগে। গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে লম্বা; হাট, বাজার, দোকান, পসার দেখিলেই বোধ হইবে যে, ইহা একখানি সামান্য পল্লীগ্রাম নহে। গ্রামবাসী লোকে যে সভ্যপদবাচ্য তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামে দুই তিন খানি ইংরাজী বাঙ্গালা মদের দোকান আর একটা কুপল্লী পর্য্যন্ত আছে।

এই গ্রামের নবকুমার চক্রবর্ত্তী একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। ইনি পূর্ব্বে একজন কমিসরিএটের গোমস্তা ছিলেন, বিগত আফগানযুদ্ধে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। এখন সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া যোগাভ্যাসে মনোযোগী হইয়াছেন। ইঁহার প্রথমে এক কন্যা জন্মে। কন্যার নাম রাখেন কামিনী, কামিনী বালবিধবা—পিতার সংসারে সর্ব্বময়ী গৃহিণী। তাহার পর রমণীমোহন ও রসিকমোহন নামে দুই পুত্র জন্মে। আজ তিন বৎসর হইল, রমণীমোহনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার বিধবা পত্নী তারাসুন্দরী শিশু পুত্রটিকে লইয়া পিত্রালয়েই বাস করেন। রসিকমোহনের প্রথম সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, পত্নির নাম শরৎকুমারী। নবকুমারের শেষ সন্ততি একটি কন্যা, কন্যার নাম যামিনী। এই যামিনীর সহিত বাপড়পুর গ্রামের রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইনিই আমাদের সেই বড় বধূ ঠাকুরাণী। তাহার পর আর কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। আজ সাত আট বৎসর হইল, নবকুমারের গৃহিণীরও মৃত্যু হইয়াছে, তিনি পুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই

নবকুমারের বয়স এখন প্রায় ষাট বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে এত বয়স অনুমান হয় না। গ্রামে তাঁহার মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি বিলক্ষণ আছে। এখন তিনি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন পরম যোগী হইয়া বসিয়াছেন। তন্ত্র, মন্ত্র তাঁহার অনেক জানা আছে, অষ্টাঙ্গযোগও তাঁহার অভ্যস্থ। যখন পশ্চিমে কর্ম্ম করিতেন, তখন একজন পরম যোগী সাধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তাঁহারই নিকট তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন। গুরু দেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা, মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, গুরুর কৃপায় তাঁহার সকলই হইয়াছে। এখনও সেই গুরু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। নবকুমারের মুখে সর্ব্বদাই 'গুরু আছেন—চিন্তা কি' 'গুরুর কৃপায় সকলই হইতে পারে' ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়। নবকুমার এখন বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সকল তাঁহার যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। আর যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল না, তাহারা সকলেই তাহাকে একজন সাধু পুরুষ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু যাঁহারা কোন রকমে তাঁহার সম্পর্কে একবার আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে গোপনে নানা কথার আন্দোলন করিতেন। এরূপ জনরব যে গ্রামের প্রান্তভাগে তাঁহার এক ভৈরবী আছে, তিনি কেবল অন্ধকার রাত্রে অতি গোপনে তাঁহাকে দর্শন দিতেন। তাঁহার বাহ্য আকৃতি দেখিলে অনেকেরই ভক্তির উদ্রেক হইত, কারণ দেহ স্থূলাকার, বর্ণ তপ্তকাঞ্চণের ন্যায়, পরিধানে গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ভক্তির উচ্ছ্বাসময় এই সকল হৃদবাকর্ষক বাহ্যদৃশ্যের সহিত আবার প্রভূত ধন সম্পত্তির সংযোগ ছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সোণায় সোহাগা বা মণি-কাঞ্চণযোগ হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে, গ্রামে বসিয়া অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আর আমাদের প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না।

পিতার এইরূপ ধর্ম্মাচরণে কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহন বড়ই বিরক্ত হইতেন, ইহার জন্য সর্ব্বদাই পিতা পুত্রে কলহ হইত। নবকুমার রমণীমোহনের উপরও বিশেষ বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু রমণীমোহন কণ্ট্রাক্টারের কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সেই কারণ তিনি উপায়ক্ষম উপযুক্ত

পুত্রকে কোনরূপ শাসন করিতে সাহসী হইতেন না। যেহেতু রমণীমোহনের মৃত্যুতে তিনি নিষ্কণ্টক হইলেন, সে সময় পুত্রবিয়োগজনিত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার এই অমানুষিক ব্যবহারে যাহারা ভিতরের সংবাদ জানিত, তাহারা তাঁহাকে মনে মনে গালি দিয়াছিল, আর যাহারা সে সংবাদ জানিত না, তাহারা তাঁহাকে একজন মায়ামোহবিবর্জ্জিত সাধুপুরুষ বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল।

কনিষ্ঠ পুত্র রসিকমোহন আজন্ম পিতার নিতান্ত প্রিয় ছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার কণ্ট্রাক্টারের ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। রসিকমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুশিক্ষিত যুবা। ইতিপূর্ব্বেই বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং আইন পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু রমণীমোহনের মৃত্যুর পর পিতার অনুমতিক্রমে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া এই লাভজনক ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলেন। রমণীমোহনের মৃত্যুর পর নবকুমার দুইটি কার্য্য করেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য রমণীমোহনের ব্যবসা রসিকমোহনের নামে পরিবর্ত্তনকরা, আর তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য বড় পুত্রবধূ তারাসুন্দরীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা। তিনি সেই পর্য্যন্ত তারাসুন্দরী কিম্বা তাহার শিশু পুত্রের আর কোন সংবাদ লইতেন না।

রসিকমোহন গোপনে যাহা করুন না কেন, প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ পিতার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি একজন ইয়ংবেঙ্গল প্রকৃতির লোক, কোন ধর্ম্মেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, অথচ আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিতেন, আর অনেকগুলি হিন্দু আচার ব্যবহারও তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু পিতার সম্মুখে কোনরূপ স্বাধীনমত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার মতেরই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন। এই সকল কারণেই রসিকমোহন পিতার বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এখন এই স্থানে নবকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনীর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কামিনী বাল-বিধবা। এজন্য কামিনীও পিতার বড়ই আদরের কন্যা। সে আদরের মাত্রা এতদূর উঠিয়াছিল যে, কামিনীর দর্পে পৃথিবী কাঁপিত এবং কামিনীর গর্ব্বে সমস্ত রসাতলে যাইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কামিনীচরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব কামিনী কাহারো ভাল দেখিতে পারিত না। কামিনী বাল-বিধবা বলিয়া

মনে মনে ঠাকুর দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত যেন, অচিরাৎ পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোক বিধবা হয়। কাহারো বৈধব্য সংবাদ পাইলে কামিনী বড়ই আহ্লাদিত হইত। যদি কেহ হিংসা, দ্বেষ, দর্প, অহঙ্কার ও অনুচিত অভিমানের জীবন্ত প্রতিমা দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাকে কেবল কামিনীকে দেখাইব, তাহা হইলেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

আর নবকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা যামিনীর নূতন পরিচয় আমরা কি দিব? তবে একটা কথা আমরা এইখানে বলিয়া রাখি যে যামিনী কামিনীরই কনিষ্ঠা ভগিনী, সুতরাং রূপে, গুণে সকল বিষয়েই যামিনী কামিনীর কনিষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ।

রামকুমার সেই দিন বৈকালে আসিয়া শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। বাটীর সম্মুখেই শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্বশুর মহাশয় বিশেষ আদর অভ্যর্থনা কিছুই করিলেন না। রামকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তিনি মাত্র কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। রামকুমার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, একজন চাকর আসিয়া এক ছিলিম তামাক দিয়া গেল, তিনি তামাক খাইতেছেন, এমন সময় রসিকবাবু বৈকালিক বায়ু সেবনে বাহির হইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আরে কেও রামকুমার বাবু যে, কি মনে করে?"

রামকুমার উত্তর করিলেন—"একবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

রসিক। এত অনুগ্রহ! ভাল—ভাল। এখন আসল কথাটি কি বল দেখি।

রাম। তোমার ভগিনী রাগ করে এসেছে, তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রসিক। নিয়ে গিয়ে কি মেরে ফ্যাল্‌বার মতলব না কি?

রাম। মেরে ফ্যাল্‌বার মতলব কি রকম?

রসিক। গলাটিপে না হউক, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারা!

রামকুমার একটু রাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে রাগ সামলাইয়া বলিলেন—“আমরা গরীব বলেই একথা বল্‌তে সাহস কর্‌লেন।”

রসিক। গরীব হলেই এরূপ ব্যবহার হয় না। তোমরা পেটে খেতে দেবে না, তার উপর বাক্য যন্ত্রণা দেবে, এতে মানুষ টিক্‌বে কেমন করে? বেশী অত্যাচার না হলে সেখান থেকে পালিয়ে আস্‌বে কেন?

রাম। আপনার ভগিনীকে আপনি যেরূপ মনে করেন, তারো স্বভাব সেরূপ নয়।

রসি। তার স্বভাব মন্দ বলে যদি তোমরা তাড়িয়ে দিয়ে থাক, ভগিনীকে প্রতিপালন কর্‌বার ক্ষমতা আমার আছে। তাকে আবার তবে তোমাদের নিয়ে যাবার দরকার কি? তুমি এসেছ, তোমাকেও প্রতিপালন কর্‌তে আমরা রাজী আছি।

রাম। আমি সে প্রত্যাশায় আসিনি।

রসিক। আচ্ছা, সে সকল কথা পরে হবে, এখন আমি একবার বেড়িয়ে আসি।

এই বলিয়া রসিক বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন, রামকুমার বিষণ্ণমনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার দুই পুত্র নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র আসিয়া মহাহ্লাদে একজন তাঁহার ক্রোড়ে আর একজন কাঁধে উঠিয়া বসিল। পুত্রদ্বয়ের মুখ দেখিয়া রামকুমার সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে অন্দরে যাইতে বলিল। রামকুমার অন্দরে প্রবেশ করিলেন, পুত্রদ্বয় ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আহারাদি শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেই গৃহে তাঁহার কামিনী ঠাকুরঝীও ছিল, রামকুমার গৃহে প্রবেশ করিলেই কামিনী আরম্ভ করিল—“বলি ও মুখুয্যে মহাশয়, তোমার আর দুদিন দেরি সইলো না? সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হলে! দেখ, এই দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ বুঝ্‌তে পারে না। এখন কি মনে করে এসেছ, তা বল।”

রাম। যামিনীকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কামিনী তখন যামিনীর প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া বলিল—“কি লো, কি বলিস্‌? তোর পিঠের বেদনা এখন আরাম হয়েছে কি?”

যামিনী তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরাইয়া নাক সিট্‌কাইয়া বলিল—"আমায় আবার কি? নিয়ে যাবার কথা বলতে লজ্জা করে না? কোন্ মুখ নিয়ে এখানে এলো আমি তাই ভাব্‌ছি।"

রামকুমার রাগিয়া বলিলেন—"তোমার মতন বজ্জাৎ স্ত্রীলোক আমি কখনও দেখিনি।"

যামিনী ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"ও গো, তুমি লক্ষ্মী, তোমার মা লক্ষ্মী, তোমরা সকলই লক্ষ্মী, আর আমি বজ্জাৎ, আমরা সাতগুষ্টি বজ্জাৎ। তবে লক্ষ্মী বজ্জাতের কাছে কালামুখ নিয়ে আসে কেন?"

তাহার পর কামিনীর প্রতি চাহিয়া আরক্তমুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—"দিদি, তোমাদের জামাই এসেছে, তোমরা নিয়ে আমোদ কর গিয়ে। আমার সুমুখে খবরদার যেন আসে না।"

কামিনী তখন হাত মুখ নাড়িয়া আরম্ভ করিল—"আমিত দেখে শুনে ভাই, অবাক্ হয়েছি। স্ত্রী রাগ করে এসেছে, কোথায় দুটো মিষ্টি কথা বলে ভুলোবে, না এসেই ঝগড়া আরম্ভ হলো। মুখুয্যে কি নেশাটেশা করে এসেছ না কি?"

রামকুমার একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হাঁ, নেশা করেই এসেছি, এরূপ অবস্থায় আসা অকর্ত্তব্য ছিল। আমি এখনি যাচ্ছি।"

রামকুমার অমনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন যামিনী একটু করুণস্বরে বলিল—"শুন্‌লি দিদি শুন্‌লি—তোরা যে বলিস্ ভালবাসে—তা ভালবাসাটা একবার দেখ্‌লি!"

দিদি কাজে কাজেই রামকুমারের হাত ধরিয়া বলিল—"ছি মুখুয্যে, রাগ করতে আছে, এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এ সময় কোথায় যাবে বলো? আজকের রাতটা থাকো, কাল্ সকালে তখন যেও।"

দিদির এরূপ আত্মীয়তায় ভগিনীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু স্বামীকে তৎক্ষণাৎ বসিতে দেখিয়া সে ব্যথার পরিচয় তখন আর কিছুই দিল না, কেবল দিদিকে মনে মনে গালি দিয়া ভাবিল—"আজকের রাতত থাকুক, তার পর কাল সকালে কিরূপে যায়, তখন দেখা যাবে।"

এই সময় এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা রূপের ছটায় ও বৈদ্যুতিক হাসির ঘটায় চারিদিক প্লাবিত করিয়া দ্রুতপদে রামকুমারের পার্শ্বে

আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা—মা—আমাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছেত ?"

বালিকার মধুমাখা কথা কয়েকটী শেষ হইতে না হইতেই কামিনী তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে অতি ভীষণ কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আ ম'লো যা ! আহ্লাদে আটখানা হয়ে একবারে নন্দাইয়ের গায়ে ঢলে পড়া হলো যে ! যে বাপ্‌মা সাত জন্মে খোঁজ নেয়না, তারা আবার কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ! আমি হলে অমন বাপ্‌মার মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি। বর্ত্তমানের কতদূর আস্পর্দ্ধা দেখ !"

শরবিদ্ধকুরঙ্গীর ন্যায় বালিকা ভয়বিহ্বলচিত্তে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ধীরে সেই গৃহের মেজের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার ননদিনীরূপিনী ডাকিনী যে তখন সেই গৃহে ছিল, বালিকা তাহা জানিত না। প্রজ্বলিত অগ্নিতে জল সেচন করিলে অগ্নি যেরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বালিকাও সেইরূপ নিস্তেজ হইয়া বসিয়া পড়িল। বালিকার আর সেই অনিন্দিত লাবণ্যের অপূর্ব্বপ্রভা নাই, আর সেই কোমল অধরে মধুর হাসির বিকাশ নাই ! অপরিস্ফুট পরিম্লান কুসুমের ন্যায় বালিকার সেই সৌন্দর্য্য-রাশিতে সহসা কালিমার সঞ্চার হইল। বালিকা এখন নীরব, নিস্পন্দ, নির্জ্জীব। রামকুমারও—অবাক্। এতক্ষণ তাঁহারও মুখে কথা নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেরূপ অবাক্ হয়, রামকুমার সেইরূপ অবাক্। কিছুক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"হাঁ শরৎ, তোমাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছেন।" কিন্তু সে কথা শরৎকুমারীর কর্ণে গিয়া তখন পৌঁছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কারণ তখন শরৎ মৃতবৎ। বালিকা অন্য কেহ নহে, রামকুমারের জ্ঞাতি কন্যা, আর রসিকবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—শরৎকুমারী।

পুনরায় কামিনী আরম্ভ করিল—"ছি ! ছি ! ছি ! আজ ছ বৎসর এসেছে গা, তা এর মধ্যে একবার তত্ত্ব করলে না ? অমন কালামুখো বাপের আবার খোঁজ নিতে আছে ? হাঁ এক জানতুম, সব মরে গেছে, তিনকুলে কেউ নেই, তা হলে বুঝতে পারতুম।"

এই সময় বাহিরে কাহার জুতার শব্দ হইল, কামিনী বলিল—"ঐ ছোট বউ—উঠলি, দাদা এসেছেন, তাঁকে খাবার দাবার দিগে যা।" বালিকা ধীরে

ধীরে উঠিয়া যাইতেছিল, অমনি [illegible] কামিনী [illegible] শুনিল—বজ্রগম্ভীরস্বরে যামিনী বলিতেছে—"তোমার আর যাবার [illegible] হবে না। ডাক্তারে বারণ করেছে কিনা, তাই আর দেরী সয় না। শোন্ ক্ষেমা তোর্, তুই নীচে গিয়ে অন্য কাজ দেখ্‌গে। সকলে খেয়ে দেয়ে না শুলে, যদি উপরে উঠ্‌বি, তবে ঝুড়ি খ্যাংরা তোর্ পিঠে ভাঙ্‌বো।"

বালিকা নীরবে ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গেল, যাইবার সময় একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে ধীরে ধীরে ফেলিল, আর দুই বিন্দু অশ্রুজল অতি ভয়ে ভয়ে গোপনে মুছিয়া লইল। অল্পক্ষণ পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কামিনী যাইবার সময় যামিনীকে বলিল—"ও যামিনি, কেন দুজনে সমস্ত রাত ঝগড়া করে মর্‌বি? আয় তুই—আমার কাছে শুবি আয়, আর মুখুয্যে এই ঘরেই থাক্।"

যামিনী মুখ ঘুরাইয়া "তোমার আর গিন্নেপোনায় কায নেই" এই কথা কয়েকটি বলিয়াই কামিনীকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধের পর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে তখনও রামকুমার গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। যামিনী তখন গাল হইতে হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—"ভাব্‌ছ কি?"

রাম। এই ভাব্‌ছি, যে তোমার ভগিনীর মতন আমার যদি একজন ভগিনী থাক্‌তো, তাহলে বড়ই ভাল হতো।

যামি। কি ভাল হতো?

রাম। তোমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হতো।

যামিনী এ বিদ্রূপের অর্থ বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু সে তখন অন্য উপায়ে স্বামীর মনোহরণ করিয়া বসিল। এইরূপে দম্পতীর কলহ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কামিনী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি রসিক বাবুর গৃহে প্রবেশ করিল; এবং ভ্রাতার আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। রসিকমোহন

বলিল—"দিদি, তুমি খাবার এনে দিলে ? আমায় খাবার এনে দেবার কি আর কেউ নেই ?"

রসিকবাবুর বড় ইচ্ছা তাঁহার বড় সাধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিকটে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়। কিন্তু কামিনী সে কথার উত্তরে বলিল—"আর কে এনে দেবে ? তুমি যাকে বে করেছ ভাই, সে কি মানুষ ? সে একটি জন্তু। কেবল আমার হাড়মাস্ জ্বালাতন করছে বইতো নয়।"

রসিকমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণমনে আহার করিতে বসিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন—"আমি এই বালিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে কি অন্যায় কাযই করেছি। এ গলগ্রহ কেন করলাম!" তাহার পর আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ সেই বালিকার প্রত্যাশায় শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; এবং তাহার আসিতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, তিনিও ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন। শেষে যখন সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ হইল, তখন সেই বালিকা চুপি চুপি চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে আস্তে আস্তে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর গৃহের আলোটি নিবাইয়া দিয়া আপনার বস্ত্রাঞ্চলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া স্বামীর এক পার্শ্বে ধীরে ধীরে শয়ন করিল।

তখনও রসিকমোহন জাগ্রত। রসিকমোহন ভার্য্যার এরূপ ব্যবহারে মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। রসিকমোহনের বড় সাধ, তাঁহার ভার্য্যা আধুনিক সুশিক্ষিতা রমণীর ন্যায় সকল কার্য্যের সহায়তা করিবে, জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী হইবে, উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যাইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে রসিক-মোহনের এ সাধ মিটে নাই। রসিকমোহনের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল, যে শরৎকুমারী তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসে না। সুতরাং শরৎকুমারীকে লইয়া তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র বালিকার সেই হৃদয়নিহিত গভীর প্রণয় অনুভব করিবার ক্ষমতা রসিকমোহনের ছিল না। কিছুক্ষণ পরে রসিকমোহন বলিল—"শরৎ, তুমি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর কেন ? আমি তোমায় কত ভাল বাসি। কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমার জন্য একটুও ভালবাসাও কি নাই ?"

বালিকা ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিল—"চুপি চুপি কথা কও, নইলে কেউ শুনতে পাবে যে।"

রসিকমোহনের শরীর এই উত্তরে মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় নীরবে পড়িয়া থাকাও তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য বোধ হইল। তিনি শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে রাগে ও অভিমানে অস্থির হইয়া তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এই সময় শরৎকুমারী যদি তাঁহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিত, এবং দুই একটী ভাল কথা বলিত, তবে সমস্ত গোলযোগই মিটিয়া যাইত। কিন্তু বালিকার সে সাহস ছিল না, এইরূপ অবস্থায় কি করিতে হয়, বালিকা তাহা জানিত না, পাছে তাহার বাঘিনী ননদিনী তাহার কোনরূপ অস্পষ্ট কথাও শুনিতে পায়, বালিকা প্রাণপণে কেবল সেই বিষয়েই সাবধান হইতে জানিত। এদিকে তাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, বালিকা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে বিষয় অনুভব করিতে পারিত না।

রসিকমোহন বাহিরে আসিলেন, বাড়ীর সকলেই তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সকল গৃহই নীরব ও নিস্তব্ধ। এখন লোকালয়ের সে কলরব নাই, গগনতলে উড্ডীয়মান বিহগকুলের কলকণ্ঠ নিঃসৃত স্বরতরঙ্গের সে উচ্ছ্বাস নাই। সকলেই গভীর নিশীথে নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছে—সজীব প্রকৃতি যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রসিকমোহন এ সময়েও সচেতন। তাঁহার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছিল। নিদারুণ তাপে হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। রসিকমোহন স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সেই অন্ধকারময় গভীর নিশীথে একাকী অনেকক্ষণ ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। গভীর চিন্তা তখন তাঁহার মনকে বড়ই অস্থির করিতেছিল। রসিকমোহন অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চিন্তার গতি নিরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। ক্রমে বড়ই অস্থির হইলেন—আর থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে পুনরায় আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আলো জ্বালিলেন, কিন্তু আলো জ্বালিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি একবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ভার্য্যা শরৎকুমারী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত! তিনি যে শরৎকুমারীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার সেই শরৎকুমারীর হৃদয়ে কি না একটুও চিন্তা নাই, একটুও যন্ত্রণা নাই—সে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন! এতক্ষণ তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন, এইবার বুঝি

তাহার একরূপ চরম সিদ্ধান্ত হইল, কিন্তু সে অসম্পূর্ণ মীমাংসাটাও তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল, তাঁহার যন্ত্রণাও শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই নিদ্রাভিভূত বালিকার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া সজোরে তুলিলেন। এই সময় বালিকাও স্বপ্ন দেখিতেছিল—যেন সে স্বামীর সহিত ক। বসিয়াছে বলিয়া তাহা। ননদিনী চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে। আর বালিকা সেই ননদিনীর ভয়ে চীৎকার করিতেও পারিতেছে না। এমন সময় বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দেখিল—সম্মুখে ননদিনীর পরিবর্ত্তে তাহার স্বামী। এই মুহূর্ত্তে একবার চখে চখে মিলন হইবামাত্র বালিকার ভয় দূরে গেল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লজ্জা আসিয়া বালিকার মস্তক অবনত করিয়া দিল।

এইবার রসিকমোহন আরম্ভ করিলেন—"তুই আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কেন করিস্ আজ তোকে সেই কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে। তার পর আমার মনে যা আছে, আমি তাই করবো—আমি কিসে তোর অনুপযুক্ত তাই আমায় স্পষ্ট করে বল্?"

বালিকা যখন এ প্রশ্নের অর্থই বুঝিতে পারিল না, তখন উত্তর কিরূপে দিবে? বালিকা নীরব ও লজ্জাবনতমুখী। কিন্তু এদিকে রসিকমোহন তাহার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে প্রশ্নের কোন উত্তর না পাওয়াতে যখন তাহার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল, তখন—"এখিতে লজ্জা করে—রসিকমোহন সেই বালিকাকে সজোরে এক পদাঘাত করিয়া পুনরায় গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। এবার কিন্তু তিনি আর বাড়ীর মধ্যে থাকিলেন না, অন্ধকারে ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া একবারে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর আমরা পূর্ব্বে যে কুপল্লীটার কথা উল্লেখ করিয়াছি রসিকমোহন ধীরে ধীরে সেই কুপল্লীর দিকে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতেই সেই কুপল্লীতে তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা হইতে লাগিল, এবং সেই দিন হইতেই একে একে শরৎকুমারীর ইহ জীবনের সকল সুখ—সকল সাধ ফুরাইতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে শরৎকুমারী সেই রাত্রিতে কি অপরাধে স্বামী কর্ত্তৃক এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দনে আপনার মাথার বালিস ভিজাইয়া ফেলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন রামকুমার ও যামিনীর কথা কিছু বলিব। রামকুমার যামিনীকে গৃহে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া ২।৩ দিন থাকিয়া আর সে বিষয়ে কোন চেষ্টাই করিলেন না। জননীর অনুমতি ও ভ্রাতার অনুনয় রামকুমার দুই একদিনের মধ্যে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তবে কি রামকুমারের মাতৃভক্তি বা ভ্রাতৃস্নেহ কিছুই ছিল না? আমরা সহজে একথা এখন স্বীকার করিতে পারিব না। তবে কেন যে এইরূপ ঘটিল, সেটা অবশ্যই একটা গোলের কথা। আমরা এ বিষয়ে যে মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সংসারে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটে যে আমাদের বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যক্ষম থাকিলেও আমরা সেই বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া অন্য কোন আকস্মিক ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাই। তখন আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান বিলক্ষণ থাকে, কিন্তু আমরা সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হই না। এরূপ অবস্থায় আমরা যেন এক প্রকার 'জড়ভরত' হইয়া যাই। রামকুমারের ও এখন ঠিক এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। রামকুমার মনে মনে বুঝিতে ছিলেন যে তাঁহার কার্য্যটা ভাল হইতেছে না, এবং কি করা কর্ত্তব্য তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু জানিলে কি হইবে, ইহাতে তাঁহার হাত নাই। তিনি এখন ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এখন এই ঘটনাস্রোতটা যে কি তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

রামকুমার বড়ই কোমল প্রকৃতির লোক, মনের দৃঢ়তা তাঁহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা যামিনীর প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যামিনী যাহা একবার মনে করে, যতক্ষণ না তাহাতে কৃতকার্য্য হয়, ততক্ষণ যামিনী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। যামিনীর একান্ত ইচ্ছা যে তাহার স্বামী তাহার সম্পূর্ণ বশীভূত থাকে, যামিনী 'উঠ' বলিলে তাহার স্বামীকে উঠিতে হইবে, যামিনী 'বস' বলিলে তাহার স্বামীকে বসিতে হইবে। এইরূপ আনুগত্য ও এইরূপ ছন্দানুবর্ত্তিতাই যামিনী দাম্পত্যপ্রণয়ের চরমোৎকর্ষ মনে করিত।

আর সেই জন্যই যামিনী প্রাণপণে এইরূপ ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিত। এখন রামকুমার তাহার পিতৃগৃহে আসিলে যামিনীর একান্ত চেষ্টা হইল, যে যাহাতে রামকুমার তাহাকে গৃহে লইয়া না গিয়া তাহারই পিতৃগৃহে অবস্থিতি করে। কেবল এই চেষ্টাতেই রামকুমারের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। রামকুমার কিরূপে এই ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন, তাহা বলিতেছি।

সেইদিন সেইরূপে রাত্রি প্রভাত হইল, পরদিন প্রভাতে রামকুমার যামিনীকে বলিলেন "তোমাকে নিয়ে যেতে মা আমায় পাঠিয়েছেন, এখন সে বিষয়ের কি তা বল।"

যামিনী। আমি যাব না।

রাম। কেন?

যামি। আমার ইচ্ছা।

রাম। কেবল তোমার ইচ্ছেতে কাজ হবে না। আমি তোমার স্বামী, আমি যদি নিয়ে যেতে ইচ্ছে করি, তবে কে তোমায় ধরে রাখ্‌তে পারে?

যামি। জোর করে নিয়ে গেলে, আমি সেখানে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।

এই কথাটা রামকুমারের মনে বড় ভাল লাগিল না। রামকুমার আর কোন কথা না বলিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া কি ভাবিলেন। তাহার পর একটু নরম সুরে বলিলেন—"তবে একান্তই কি তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?"

যামিনীও তখন একটু সুর চড়াইয়া দিয়া বলিল—"না।"

রামকুমার আর কি করিবেন? স্ত্রী-হত্যা পাতকের ভয়ও তখন তাঁহার হইয়াছিল। সুতরাং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তবে তুমি থাক, আমি যাই।"

যামি। তা হবে না, তোমাকেও এখানে থাক্‌তে হবে।

রাম। আমি এখানে থাক্‌বো কেন?

যামি। না থাক, এখনি যাও, তুমি গেলেই আমি এখানে গলায় দড়ি দিয়া মর্‌বো।

আবার—আবার সেই কথা! যামিনী তুমি ধন্য! তুমি এক গলায় দড়ির ভয় দেখাইয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলে? আর রামকুমার তোমাকে ধিক্! তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক হইয়াও আপনার বুদ্ধির মস্তকে

পদাঘাত করিতেন; সেই অবধি আর কোন কিছু না করিয়া রামকুমার শ্বশুর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামকুমারের গৃহে ফিরিয়া আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, রামকুমারজননী ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। আজ আসিবে, কাল আসিবে করিয়া প্রায় এক পক্ষ অতীত হইয়া গেল, তথাপি রামকুমার গৃহে ফিরিল না। তখন গৃহিণীর দুর্ভাবনার আর সীমা রহিল না, তিনি নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। শেষে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে বসিলেন, আর শ্যামকুমারকে সংবাদ লইয়া আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। জননীর ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে শ্যামকুমার বড়বধূর পিত্রালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইল। পরদিন অতি প্রত্যুষে শ্যামকুমার বসন্তপুর যাত্রা করিল।

বসন্তপুরে পৌঁছিয়া কিন্তু শ্যামকুমার এক বিভ্রাটে পড়িল। কেমন করিয়া, সে একজন বড়লোকের বাড়ী প্রবেশ করিবে—সেখানে যে লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিরূপেই বা তাহাদের সহিত আলাপ করিবে—হয়ত তাহারা সকলই তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা করিবে—হয়ত কেহই তাহার সহিত ভাল করিয়া বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবে না—এইরূপ নানা চিন্তায় শ্যামকুমার কিছু ব্যতিব্যস্ত হইল। অবশেষে দাদা ও বড়বধূ সেখানে আছেন, এই কথা যখন তাহার মনে পড়িল, তখন একটু সুস্থির হইয়া ধীরে ধীরে শ্যামকুমার নবকুমারের বাড়ী প্রবেশ করিতে সাহসী হইল। শ্যামকুমারের সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীর সম্মুখেই দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামকুমার ভ্রাতার নিকট জননীর অবস্থার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, এবং মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিলেন। শ্যামকুমার দাদার ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কুশলসংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইল, এবং তাহার কার্য্যভার এইখানেই শেষ হইল, এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। রামকুমার ভ্রাতাকে লইয়া

বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া তাহার আহারাদির চেষ্টায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

শ্যামকুমারের কিন্তু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, সেরূপ সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিতে শ্যামকুমারের মনে কেমন ভয় হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া শ্যামকুমার দেখিল, নিকটেই একটী ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে, সেই গৃহে একখানা তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর একখানি মাজুরি। আর বিশেষতঃ গৃহে প্রবেশ করিতে দরজার বামদিকে আগুন, তামাক, হুকা, কলিকা ইত্যাদি সরঞ্জাম সকল দেখিতে পাইল। তখন মহা আনন্দে শ্যামকুমার সেই গৃহে প্রবেশ করিল, এবং নিজে এক ছিলিম তামাক সাজিতে বসিল। এমন সময় সেই গৃহের মালিক খোদ রূপচাঁদ খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহের মধ্যে দেখিয়া প্রথমেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

প্রথমেই রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল—"কে তুই?"

শ্যামকুমার উত্তর করিল—"আমি শ্যামকুমার।"

রূপ। কি চাস্?

শ্যাম। ব্রাহ্মণের হুকা।

রূপ। তা দিচ্চি—বলি কা'কে খুঁজ্‌চ?

শ্যাম। কা'কেও খুঁজি না।

রূপ। তবে এখানে এলে কেন?

শ্যাম। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে।

রূপ। ভাল আপদ! এমন বোকা বামুন ত কখন দেখি নাই। তোমার মা পাঠিয়ে দিয়েছেন—কার কাছে?

শ্যাম। কেন আমার দাদার কাছে।

রূপ। তোমার দাদা কে?

শ্যাম। আমার দাদা রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

রূপ। তুমি কি তবে আমাদের জামাই বাবুর ভাই?

শ্যাম। হাঁ।

রূপ। তাই এতক্ষণ বলেন নাই কেন? এই ন্যান্ হুকা, খ্যান্ তামাক খ্যান্।

তখন রামকুমার হুকা লইয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিল, এবং মনে মনে ভাবিল—"বাবা! বড়লোকের বাড়ী হ'লে এত পরিচয় নিয়ে তবে এক ছিলিম তামাক খেতে দেয়!"

শ্যামকুমার তামাক খাইতেছে, এমন সময় অন্য একজন চাকর তথায় উপস্থিত হইল। সে আসিয়া রূপচাঁদকে বলিল—"দ্যাখ্ রূপো, জামাইবাবুর একজন ভাই এসেছেন, তাঁকে আমিত কোথাও খুঁজে পেলেম্ না।"

তখন রূপচাঁদ ইঙ্গিতের দ্বারা শ্যামকুমারকে দেখাইয়া দিল। সেই নবাগত চাকরের কিন্তু তাহা বিশ্বাস হইল না। সে বলিল—"কেন মিছে ঠাট্টা করিস্? কোথায় তিনি আছেন জানিস্?"

রূপচাঁদ এইবার স্পষ্ট কথায় বলিল—"ঠাট্টা করবো কেন? ইনিই জামাই বাবুর ভাই, শ্যামকুমার বাবু।" চাকর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, এমন সময়ে শ্রীমান্ নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং "কাকা বাবু এসেছ!" বলিয়া শ্যামকুমারের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন সেই চাকরের আর কোন সন্দেহ রহিল না। সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"মহাশয়, কিছু জল খাবেন, আসুন।" শ্যামকুমার কিন্তু যাইতে রাজি হইল না, সেইখানে জলখাবার আনিয়া দিতে চাকরকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। অগত্যা চাকর সেইখানেই জলখাবার আনিয়া দিল। তখন শ্যামকুমার মহা আহ্লাদে নগু খগুকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিল। জলযোগের দুই ঘণ্টা পরে আহার হইল। আহার ও বাহিরেই হইল, কারণ নিকটকুটুম্ব হইলেও বড়লোকের বাড়ীর ভিতর প্রবেশাধিকার থাকে না। ইহাতে শ্যামকুমার অসন্তুষ্ট হইল না। বহির্বাটীতে ভোজন তাহার পক্ষে সুবিধাজনকই হইয়াছিল। আহারান্তে শ্যামকুমার সেই রূপচাঁদ খানসামার ঘরে আসিয়া আড্ডা লইল।

সন্ধ্যার সময় রামকুমার শ্যামকুমারকে ডাকিয়া বলিল—"শ্যাম, তুমি ওখানে বসে থাকলে কি হবে? যে জন্য এসেছ, সে বিষয়ের চেষ্টা করবে না?"

শ্যাম দাদার কথা শুনিয়াইত অবাক্! দাদাকে আর বড় বধূ ঠাকুরাণীকে যে লইয়া যাইতে সে আসিয়াছে, সে কথা বুঝিতে পারিল, কিন্তু ইহার জন্য আবার তাহাকে কি চেষ্টা করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিল

না। রামকুমার ভ্রাতাকে চিনিতেন, তিনি [illegible] বুঝাইয়া দিলেন—"তুমি আমার শ্বশুরকে গিয়া বল, যে মা বড় বউকে নিয়ে যাবার জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন, আর তিনি নগেন খগেনের জন্য রাতদিন কাঁদ্‌ছেন, কাল তাদের সকলকে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

শ্যাম কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"দাদা, অত কথা আমি বলতে পারবো না।"

অগত্যা রামকুমার তখন শ্যামকে সঙ্গে লইয়া নিজেই সেই সকল কথা বলিতে শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবকুমারের বসিবার এক স্বতন্ত্র গৃহ ছিল, সেই গৃহে তখন তিনি বসিয়া "শিবসংহিতা" পাঠ করিতেছিলেন, সম্মুখে জামাতাকে দেখিয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন। জামাতা এক পার্শ্বে বসিলেন। শ্যাম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। নবকুমারের তাহার প্রতিও দৃষ্টি পড়িল, তিনি জামাতার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইটি কে?"

রাম। ইটি আমারই কনিষ্ঠ ভাই। মা নগেন খগেনের জন্য বড় অস্থির হয়েছেন, তাই তাদের নিয়ে যাবার জন্য একে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনার অনুমতি হলেই আমি তাদের নিয়ে যাই।"

নবকুমার একবার মাত্র সুদীর্ঘ এক "হুঁ" দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"দেখ বাবা, আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি তোমাদের সংসারের কোন কথাতেই থাকি না। আমি আমার নিজের কাজেই এত ব্যস্ত থাকি, যে সাংসারিক কোন বিষয়ের মীমাংসা কর্‌বার আমার সময় থাকে না। আমাকে এরূপ একটী গুরুতর সাংসারিক বিষয়ের প্রশ্ন করে, বিরক্ত করা তোমার উচিত হয় না। তোমার এরূপ কোন কথা জিজ্ঞাস্য থাকে, আমার উপযুক্ত পুত্র রসিকের কাছে যাও, আমি তারই উপর সমস্ত সাংসারিক বিষয়ের [illegible] করেছি, আর [illegible] সেও একজন বুদ্ধিমান লোক, সে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে।"

রামকুমার আর দ্বিরুক্তি করিল না। ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া এইবার বৈঠকখানার রসিকমোহনের উদ্দেশে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রামকুমার বৈঠকখানায় আসিয়া রসিকমোহনকে দেখিতে পাইলেন। রসিকমোহন তখন আপনার বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ রামকুমারের সঙ্গে শ্যামকুমারকে দেখিয়া যেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কিহে, তুমি কখন এলে ?"

শ্যামকুমার বিনীতভাবে উত্তর করিল—"আজ বৈকালে এসেছি ?"

রসিক। তা বেশ করেছ, তোমাদের মাতাঠাকুরাণীকেও সঙ্গে করে এনেছ নাকি ?"

শ্যাম। আজ্ঞে না,—তিনি বাড়ীতে আছেন।

রসিক। তিনি আব বাড়ীতে থেকে কষ্ট পাচ্ছেন কেন ? তাঁকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লেই ভাল হত।

শ্যামকুমার রসিকমোহনেব এরূপ আত্মীয়তায় মনে মনে বিশেষ আহ্লাদিত হইল বটে, কিন্তু রামকুমাবের প্রাণে এই সকল কথায বড় আঘাত লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"শ্যাম তোমাদের বাড়ী থাক্‌তে আসে নাই, তোমার ভগিনীকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে।"

রসিকমোহন বুঝিলেন, তাঁহার কথায় রামকুমার বিরক্ত হইয়াছে, সুতরাং তখন একটু নরম হইয়া বলিলেন—"আমি সে ভাবে বল্‌ছি না ; তোমাদের ভালর জন্যই বল্‌ছি।"

রাম। যাক্ সে কথা—এখন আপনার ভগিনীকে পাঠাবার বিষয় কি মত তা বলুন।

রসিকমোহন তখন একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তোমার স্ত্রীকে তুমি নিয়ে যাবে, তাতে আর আমাদের অমত কিসে ? তবে কি না, এখন তোমাদের চাক্‌রি বাক্‌রি নাই, সংসারে খরচ পত্র যত কম হয়, ততই ভাল। কেন ক্রমে দেনাপত্রে জড়িয়ে পড়্‌বে ?"

রাম। কিন্তু মার বড় কষ্ট হবে, তিনি নগেন খগেনের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। তাঁর কষ্ট আমরা কি ক'রে দেখ্‌বো ?

রসিক। তিনি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের সকল কথা শুনতে গেলে চলে না। আর তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেই তিনি বুঝ্তে পারবেন।

রামকুমার কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিলেন। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞাও করিলেন। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার পরামর্শই ভাল। আমি কালই চাকরীর জন্ত কলকেতায় যাব, যেরূপে পারি একটি চাক্‌রী যোগাড় করে, তবে সকলের কাছে মুখ দেখাব।"

রসিকমোহন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"চাকুরীর জন্য আর তোমার কলকেতায় যেতে হবে না। আমি তোমার চাকুরী এক প্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি। আজ কাল আমার কাজ কর্ম্ম বড় বেশী হয়েছে, একলা সকল দিক দেখিয়া উঠিতে পারি না। কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে কাজ কর্ম্ম শিখ্‌তে আরম্ভ কর, কণ্ট্রাক্টের কাজে দশ টাকা লাভও আছে। তুমি এ কাজ শিখ্‌তে পার্‌লেই আমি তোমায় একজন অংশীদার কর্‌বো।"

কথাটা বড়ই প্রলোভনজনক। রামকুমারও সেই প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারিলেন না। অর্থের মোহিনীশক্তিতে কে না বশীভূত হয়? রসিকমোহনের উপর রামকুমারের যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। রামকুমার বুঝিলেন যে, রসিকমোহনের মতন হিতৈষী আত্মীয় এ জগতে আর কেহই নাই। এখানে বলা আবশ্যক, যে, এই সময় গৃহিণীর গলায় দড়ি দেবার কথাটাও রামকুমারের মনে উদিত হইয়াছিল, সুতরাং ভ্রাতার প্রলোভন আর গৃহিণীর ভীতিপ্রদর্শন যে ব্যর্থ হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। রামকুমার ভাবিল যে, এত দিনের পর বুঝি তাহার অদৃষ্টের কুগ্রহ কাটিল—এইবার তাহার দুঃসময়ের নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন হইবে। তখন রসিকমোহনের মতেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

শ্যামকুমার প্রথমে সকল কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিল না, কতক কতক যে বুঝিয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দাদার চাকুরী হইল শুনিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হইল, বড়ঠাকুরাণীর যাওয়া হইবে না বুঝিতে পারিয়া সেইরূপ দুঃখিত হইল। কিন্তু এইরূপ হর্ষবিষাদময় দুইটি বিভিন্ন ঘটনার পরস্পরের যে কি সম্বন্ধ, তাহাই কেবল শ্যামকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই সময় রামকুমার ভ্রাতাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিল—"শ্যাম, এক

দিনের পর আমাদের সকল কষ্ট দূর হবার উপায় হলো। তুমি নিজেই শুন্‌লে কাল থেকে আমি রসিক বাবুর সঙ্গে কাজে বেরুবো। তুমি এই কথা মাকে বুঝিয়ে ব'লো, সেই জন্যই আমাদের এখন যাওয়া হলো না।"

শ্যামকুমার কিন্তু আশানুরূপ আহ্লাদিত না হইয়া বলিল—"তা বেশ হয়েছে দাদা। তোমার চাকরী হলো তুমি থাক, কিন্তু বউঠাকুরণের ত চাকরী হয় নাই, তবে তাঁর যাওয়া হবে না কেন?"

দাদা। শ্যাম্‌ শ্যাম্‌, আমাদের এখন সংসার চলা ভার। খরচ পত্রের বড়ই টানাটানি, এরা এখানে থাকলে, সংসারের খরচ বেশী লাগ্‌বে না। সেই জন্যই বৌঠাকুরুণ এদের এখন এখানে থাকাই ভাল।

শ্যামকুমার তখন দাদার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"তবে তাই ভাল, আমি আজ্‌কের ভোরে বাড়ী গিয়ে এই সকল কথা মাকে বল্‌বো।"

সেইদিন অতি প্রত্যুষেই শ্যামকুমার স্বগ্রামে ফিরিয়া গেল। আ-কুরী দিন হইতেই রামকুমার রসিকমোহনের কন্‌ট্রাক্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তাহার অদৃষ্টে শেষ ফল কি হইল, তাহা পরে বলিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে সুখদুঃখের মূল নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কিসে সুখের উৎপত্তি অথবা কিসে দুঃখের উৎপত্তি হয়, অনেক সময় তাহার নিরূপণ করা মানুষের অসাধ্য। আমরা যে বিষয় সুখের মূল ভাবিয়া মুহুর্মুহুঃ উল্লাসের তরঙ্গে আন্দোলিত হই, হয়ত তাহাই আমাদের অপার দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। আবার যাহাকে অসীম দুঃখের আকর ভাবিয়া আমরা বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হই, ঘটনাক্রমে তাহাই আবার আমাদিগকে অনন্তসুখের সাগরে ভাসাইয়া হৃদয়কে নিরন্তর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে সুখদুঃখের আকর নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহা ঈশ্বরাধীন কার্য্য। ঈশ্বরাধীন কার্য্য না হইলে সুখ হইতে দুঃখ, এবং দুঃখ হইতে সুখ কোথা হইতে আসিবে? হইতে পারে, মানুষ ভ্রমবশে, সুখের আকরকে দুঃখের আকর, এবং দুঃখের আকরকে সুখের আকর ভাবিয়া ভ্রমে পতিত হয়; কিন্তু তথাচ মনুষ্য

জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহাতে সুখদুঃখের আকস্মিক পরিবর্তন ঈশ্বরাধীন কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের এই উপন্যাসের রামকুমার ও শ্যামকুমারের জীবনে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখাইতে পারিব।

আজ শ্যামকুমার ভ্রাতার নিকট হইতে শুভসংবাদ লইয়া স্বগ্রামে প্রবেশ করিতেছে। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই শুভসংবাদ শুনিয়া জননী বড়ই আনন্দিতা হইবেন। দাদা বলিয়াছেন “এত দিনের পর আমাদের সকল কষ্ট দূর হবার উপায় হলো।” শ্যামকুমারের মনে এখন সেই কথাই আন্দোলিত হইতে লাগিল। এইখানে বলা আবশ্যক যে, পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের শ্যামকুমারকে এখন আনন্দিত মনে করিতেছেন, তাঁহারাও আবার দিক ভুলিয়াছেন। এই সময় শ্যামকুমারের মনে প্রফুল্লতা ছিল বটে, কিন্তু শিখ্‌নে মহানন্দে অধীর হয় নাই। এ কথা যিনি না বুঝিয়াছেন, তিনি শিখ্‌কুমারের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই। বাস্তবিক শ্যামকুমারের প্রকৃতি বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে, আমরা এইস্থলে সে কথা উত্থাপিত করিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছি। এসংসারে এমন অনেক নির্ব্বোধ আছে, যে সামান্য সুখে কিম্বা কেবল সুখের আশায় একবারে আহ্লাদে অধীর হয়; আবার সেইরূপ সামান্য দুঃখে কিম্বা ভবিষ্যৎ দুঃখাশঙ্কায় একবারে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। শ্যামকুমারও নির্ব্বোধ বটে, কিন্তু সে এখন সুখদুঃখের ক্রীড়াপুত্তলি নহে। তবে কি শ্যামকুমারের হৃদয়বল এত অধিক যে, সে হৃদয় সুখদুঃখের ক্ষমতাধীন নহে? না—তা নয়, তবে হৃদয়বলের মধ্যে শ্যামকুমারের হৃদয় কঠিন—পাষাণের ন্যায় কঠিন। এই সূত্রে কঠিন বলিলাম যে, পাষাণেও ঘাতপ্রতিঘাত সম্ভব, কিন্তু শ্যামকুমারের হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত একপ্রকার অসম্ভব। সে হৃদয়ে জোয়ার ভাটা থাকিতে পারে, কিন্তু সে জোয়ার ভাটা কেহ কখনও দেখে নাই। তাহাকে একপ্রকার জড়ভরত বলিলেও বলা যায়; কিন্তু সেই নির্ব্বোধ, কঠিনহৃদয়, জড়ভরত শ্যামকুমারকে যখন আমরা পরোপকারব্রতে ব্রতী হইতে দেখি, তখন তাহার প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য আমরা এইখানে যে সকল কথা বলিলাম, তৎসমুদয় অলীক হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, এরূপ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন শ্যামকুমারের প্রকৃতি বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে, আমরা তাহা বুঝাইতে গিয়া বিষম গোলে পড়িয়াছি।

ক্রমে শ্যামকুমার নিশ্চিন্তমনে বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই খানেই জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। জননী তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদে তাঁহার বড় বধূ কতদূরে আসিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামকুমার সে প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"এখন তাহাদের আসা হলো না।"

জননী অমনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন আসা হলো না?—তারা সবাই ভাল আছেতো?"

শ্যাম। তারা সবাই ভাল আছে—সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই। দাদার সেখানে কর্ম্ম হয়েছে, রসিক বাবুর সঙ্গে তিনি এক সঙ্গে কাজ করবেন, সেই জন্য বউঠাকরুণকে তারা এখন পাঠালে না।

জননী। এই রে সর্ব্বনাশ হলো! তোর দাদা বুঝি এইবার ঘরজামায়ে হলো!

শ্যাম। না মা, দাদা ঘরজামায়ে হয় নাই, তাঁর সত্যি সত্যি চাকরী হয়েছে।

জননী। রামের চাকরী হয়ে থাকে, হয়েছে। বড়বউ এলোনা কেন?

শ্যাম। দাদা বল্লেন যে, এখন আমাদের সংসারের খরচ পত্রের বড় টানা-টানি এদের নিয়ে গেলে খরচ বেশী হবে।

শ্যামকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া জননী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন; সংসারের টানাটানির কথা আপন পুত্রের মুখে শুনিলেও তাঁহার বড় ক্রোধ হইত, তিনি ক্রোধব্যঞ্জক স্বরেই বলিলেন—"তোর যেমন বুদ্ধি, তুই সেইরূপই বুঝে এসেছিস্। যদি তোর দাদার চাকরীই হয়ে থাকে, তবে সংসারের টানাটা[নি] হবে কেন? আমি কি ন্যাকা যে আমায় ন্যাকা বুঝুতে এসেছিস্। আ[র] তোদের কারো ভরসা আর করি না, আমি এইবার কাশীবাসী হবো। ক[ার] জন্যে এত ক'রে মরবো রে?"

জননীর শেষ কয়েকটি কথা শেষ হইতে না হইতেই ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ হই[য়া] গেল, তখন বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল; তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে মুছি[তে] বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। শ্যামকুমার অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহি[ল] তখন এ কথাটা তাহার কেন মনে হয় নাই, তাহা বুঝিতে না পারাই এই বিস্ম[]য়ের কারণ! আর বিস্ময়ের কারণ—সুখদুঃখের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন তিনি যে সংবাদকে অতি শুভ সংবাদ মনে করিয়া জননীকে শুনাইলেন, জ[]

নীর পক্ষে তাহাই ঘোরতর অশুভসংবাদ হইয়া [illegible]ইল। শ্যামকুমার কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া একটি ঘটনায় অধিকতর বিস্মিত হইল। জননী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই "দাদারে! তুই এতদিন কোথায় আছিসরে! একবার এসে আমার দশা দেখে যারে!" ইত্যাদি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। জননীর এইরূপ কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্যামকুমারের বিস্ময় শত-গুণে বর্দ্ধিত হইল। শ্যামকুমার শুনিয়াছিল যে, প্রায় বিশ বৎসরের অধিক হইল, তাহার একমাত্র মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এতদিনের পর অকস্মাৎ অদ্যকার এই ঘটনায় জননীর সেই ভ্রাতৃশোক কি রূপে উথলিয়া উঠিল, তাহা কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন হইতে এরূপ চীৎকার প্রায়ই মুখুর্য্যেদের গৃহ প্রতিধ্বনিত হইত। সকাল নাই, বিকাল নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, গৃহিণীর চীৎকারের বিরাম ছিল না। বাস্তবিক জ্যেষ্ঠপুত্র ও জ্যেষ্ঠ বধূমাতার ব্যবহারে গৃহিণী বড়ই মর্ম্মা-হত হইয়াছিলেন। গৃহিণীই অনেক কৌশলে সংসার চালাইতেন, কিন্তু এখন আর তাঁহার সংসারে কিছুই মমতা ছিল না; তিনি যেন পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া কাটিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং সংসারে বড়ই বিভ্রাট বাধিয়া গেল। প্রথমে এক বেলাই রন্ধনাদি হইত, রাত্রে কেবল শ্যামকুমারের জন্য গৃহিণী আর রন্ধন করিতে পারিলেন না। ক্রমে সকল দিন এক বেলাও যুটিত না। গৃহিণী মনে করিলে কোনক্রমে যোটাইতে পারিতেন, কিন্তু এখন আর তাঁহার সে মন নাই।

এ সংসারে সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা সহ্য হয়, কিন্তু উদরের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এ যন্ত্রণার নিকট রোগ শোক প্রভৃতি এবং অন্যান্য বিপদাদিও কোন ক্রমে দাঁড়াইতে পারে না। পুত্রশোকাতুরা জননীকেও আপন উদরান্নের যোগাড় করিয়া লইতে হয়। দরিদ্রতা অনন্ত যন্ত্রণার মূল। দরিদ্র ব্যক্তি মানী হইলেও কেহ সে মানের গৌরব বুঝে না; জ্ঞানী হইলেও কেহ [illegible] আদর করে না; বিদ্বান হইলেও কেহ সে বিদ্যার মর্য্যাদা রক্ষায় উদ্যত হয় না।

আধার মান বল, সম্ভ্রম বল, জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল—এ সকলই লক্ষ্মীর অনুগত ভৃত্য, সুতরাং দরিদ্রতা বা অলক্ষ্মীর আগমনে ইহারা সকলেই একবারেই অন্তর্হিত হয়। এ সংসারে ধনের প্রাধান্য ও গৌরব অখণ্ডনীয়।

কাপড়পুরের মুখুর্য্যে পরিবারের দরিদ্রতা এখন হইতে শতগুণ বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং গ্রামে তাহাদের তখনও যে মানসম্ভ্রম ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল। এখন আর যথাসময়ে গৃহে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত দেওয়া হয় না, উঠানে ঝাঁট পড়ে না, গৃহাদিও পরিষ্কার করা হয় না। সাংসারিক কোন মঙ্গল কার্য্যেরই এখন আর অনুষ্ঠান নাই। যে দিকে চাও, সেই দিকেই যেন অমঙ্গলের চিহ্ন ও অলক্ষ্মীর আবাসভূমি বলিয়া মনে কেমন ভয় হয়। শ্মশানের দৃশ্য যেমন ভয়ানক, ক্রমে এ সংসারের দৃশ্যও সেইরূপ ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল! এখন গৃহিণীর ক্রোধের যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার পুত্রস্নেহও যেন সেইরূপ পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে; কেন না এখন শ্যামকুমার জননী কর্তৃক অধিকতর ভর্ৎসিত হয়; কিন্তু সেই ভর্ৎসনার পরেই তাঁহার সেই পূর্ব্বস্নেহ এখন আর সেরূপ দেখিতে পায় না। ক্রমে এই অসহনীয় দারিদ্র্যযন্ত্রণা ও জননীর অভাবনীয় কঠোরতা শ্যামকুমারের ন্যায় জড়ভরতকেও অস্থির করিয়া তুলিল। একদিন শ্যামকুমার নানারূপে তিরস্কৃত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ইহার পূর্ব্বে জননী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তাহাকে কেহ কখনও কাঁদিতে দেখে নাই। শ্যামকুমারের এই ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ জননীর হৃদয়ে আঘাত করিল, তখন তাঁহার হৃদয়নিহিত পুত্রস্নেহ পুনরায় উথলিয়া উঠিল। জননী আর থাকিতে পারিলেন না, মূর্খপুত্রের প্রতি আপনার দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দিন অতি শুভক্ষণে মাতা পুত্রে নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। সেদিন উভয়েরই সেই কান্নায় কি জানি কেন সুখবোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর মাতাপুত্রের সে কান্না থামিল, উভয়ে উভয়ের চক্ষু মুছাইয়া দিল, এবং উভয়েই দেখিল যে, সে কান্নার পর উভয়েরই হৃদয় কি জানি কেন প্রফুল্ল হইয়াছে। জননী পুত্রের অপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইল। কারণ, কান্না তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইলেও তিনি কাঁদিয়া এত সুখ জীবনে কখন উপভোগ করেন নাই। আর অদ্যকার এই ঘটনায় শ্যামকুমারের নীরস হৃদয় যেন একটু সরস হইল।

শ্যামকুমার আবার প্রফুল্ল মুখে বলিল—"মা!" আহা! সে 'মা' শব্দ কি

মধুর! যেন কোন স্বর্গীয় বীণাধ্বনি জননীর কর্ণে তখন প্রবেশ করিল। জননী পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

শ্যাম। মা, কি কর্‌লে তুই সুখী হস বল্ দেখি।

জননীর হৃদয় তখন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। জননী শ্যামের মুখে যে এরূপ কথা শুনিবেন, তাহা জীবনে কখন প্রত্যাশা করেন নাই। জননী আনন্দে এত অধীরা হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ পুত্রের সে প্রশ্নের প্রকাশ্যে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে বলিয়াছিলেন—"আমার সুখের আর বাকি কি বাবা?"

শ্যামকুমার পুনরায় বলিল—"মা, কিসে তুই সুখী হস বল্ না?"

এইবার জননীর চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, জননী তাহার ২।৩ ফোঁটা মুছিয়া বলিলেন—"বাবা, আমার ক'নে বউকে এনে দিতে পারিস? আমি সংসারী হ'লেই সুখী হই।"

শ্যামকুমার কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া একবার গৃহের মধ্যে গেল। অল্পক্ষণ পরেই উত্তরীয় বস্ত্রাদি লইয়া বাহিরে আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল। জননী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা যাবে বাবা?"

শ্যামকুমার প্রফুল্লমনে বলিল—"মা, তোমার ক'নে বউকে আন্‌তে যাব।"

জননী অবাক্! এই কি তাঁহার সেই শ্যামকুমার? না ইহা স্বপ্ন মাত্র?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে শ্যামকুমারের শ্বশুরালয়, কাপড়পুর হইতে সে গ্রাম প্রায় চারি ক্রোশ দূর। ২।৩ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের ভিতর দিয়া অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত করিলে পর বড়রাস্তায় পৌঁছান যায়। এই বড় রাস্তা ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা, অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রামের মধ্য দিয়া ইহা কলিকাতার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এ অঞ্চলে এখনও রেলওয়ে হয় নাই। গ্রামবাসী ভদ্রলোক এখান হইতে কলিকাতা কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন

স্থানে যাইতে হইলে প্রায়ই ঘোড়ার গাড়ীতেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। কাপড়পুর প্রভৃতি গ্রামের রাস্তা যে স্থানে বডরাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে, সেই-খানে একটি ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা আছে। আড্ডায় বিস্তর গাড়ি, ইচ্ছা না করিলে কাহাকেই একখানি সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া করিতে হয় না, আংশিক ভাড়া দিলেই চলিতে পারে। গাড়োয়ানেরা ক্রমাগত আংশিক ভাড়ারই দর হাঁকিতেছে, তাহাদের কাহার মুখে 'হাওড়া আট আনা বাবু', কাহার মুখে 'একজন চলে এস বাবু' কাহার মুখে 'চলতি গাড়ি, কে উপরে যাবে এস' ইত্যাদি কথা নিয়ত শুনা যাইতেছে। শ্যামকুমার যখন এই সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌঁছিল, তখন কতকগুলি গাড়োয়ান তাহাকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, এ বলে 'আমার গাড়ি এস'—ও বলে 'আমার গাড়ি এস'—এইরূপে শ্যাম-কুমার একবারে ব্যতিব্যস্ত হইল। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল যে তাহার হাতে একটিও পয়সা নাই, তখন সকলই বিরক্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শ্যাম-কুমার তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বরাবর সোজা রাস্তায় পূর্ব্বমুখে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

শ্রাবণমাস, রাস্তার দুই পার্শ্বে শস্যপরিপূর্ণ মাঠ—মাঠের সে অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনা করা যায় না। যে দিকে চাও, সেই দিকেই তুমি কেবল একখানি সবুজ রঙ্গের সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। যেন একখানি অনন্ত সবুজ গালিচা তোমার চারিদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। দূরে—অতিদূরে নানা-বিধ অস্পষ্ট বৃক্ষশ্রেণী আবার যেন সেই অনন্ত গালিচা খানিকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি ব্যতীত এমন প্রাণা-রাম প্রীতিপ্রদ সুন্দর দৃশ্য কোথায় আছে কি? এদৃশ্য কেবল আমাদের চক্ষুকে চরিতার্থ করে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশাও জীবনীশক্তিরও বৃদ্ধি করে। ভারতের আর আছে কি? সে পূর্ব্বসম্পদ, গৌরব, সম্মান, যশ প্রভৃতি এখন আর কিছুই নাই, কেবল আছে এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমি। এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির জন্যই ভারতমাতা বারম্বার নিপীড়িতা হইয়া আজ পথের ভিখারিণী হইয়াছেন! কেন মা, তুমি মরুভূমি হইলে না?

শ্যামকুমার এইরূপ একখানি সবুজ মাঠ পার হইয়া এক চটিতে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে এক ছিলিম তামাকু খাইয়া পুনরায় আর এক সবুজ মাঠে

পড়িল। এইরূপ ৩।৪ খানি সবুজ মাঠ ও চটী পার হইয়া তবে শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন তাহাকে সেই বড়রাস্তা ছাড়িয়া গ্রামের রাস্তা ধরিয়া উত্তরমুখে যাইতে হইল। কিছু দূর গিয়াই শ্যামকুমার একটা ভয়ানক কোলাহল শুনিতে পাইল, সেই কোলাহল শুনিয়া শ্যামকুমারের প্রাণে কেমন ভয় হইল, নিকটেই শ্বশুরালয়, কিন্তু শ্যামকুমারের পা আর চলে না, রাস্তায় অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল, শ্যামকুমার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একব্যক্তিকে কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে ব্যক্তি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—"ঠাকুর! আজ যে হাটবার, হেটো গোল। আপনার কি এ অঞ্চলে, বাড়ী নয়?"

শ্যামকুমার তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিল। এই কোলাহলের কারণ জানিয়া মন অনেকটা সুস্থির হইল বটে, কিন্তু তখনও কি জানি কেন ভয়ের হস্ত হইতে শ্যামকুমার সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইল না। ক্রমে সেই অস্পষ্ট কোলাহল এখন স্পষ্টই শোনা যাইতে লাগিল, শ্যামকুমার হাট-তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হাটে লোকে লোকারণ্য, সকলই খরিদ বিক্রয়ে ব্যস্ত। দূর হইতে সেই জীবন্তভাব দেখিতে বড়ই আনন্দদায়ক। শ্যাম-কুমার এইখানে অনেকক্ষণ একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ তাহার মনে কি উদয় হইল। তখন হাটের সেই অসংখ্য জনতা ভেদ করিয়া শ্যামকুমার ঐ হাটের একখানি মুদিখানার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুদি তখন আপন খরিদ্দার লইয়াই ব্যস্ত ছিল, সুতরাং শ্যামকুমারকে দেখিতে পাইল না। শ্যামকুমার অনেকক্ষণ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় পীতাম্বর মুদির দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল, অমনি পীতাম্বর তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল—"দাদা ঠাকুর যে! কখন এলে?"

শ্যাম। এই আস্‌ছি।

পীতাম্বর। বস—বস। এখনও কি চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাড়ী যাও নাই?

শ্যাম। না।

পীতাম্বরের নিবাস কাপড়পুর গ্রামে, সুতরাং শ্যামকুমারের সে স্বগ্রাম-বাসী। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, পীতাম্বর এই গ্রামের হাটতলায় এই মুদিখানার দোকান খানি করিয়া ব্যবসা করিতেছে। পীতাম্বরের দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক এক ভ্রাতষ্পুত্র তাহার সঙ্গে থাকিত। সেই ভ্রাতষ্পুত্রের নাম নফরচন্দ্র,

[illegible] হইয়া পড়িয়াছিল, এখন একটু নিষ্কৃতি পাইয়া যেন সুস্থ হইল। [illegible]য় কিন্তু অন্দরমহল হইতে আবার ডাকের উপর ডাক আসিতে লাগিল। [illegible]কুমার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া এক দৌড়ে হাটতলায় আসিয়া পুন-[illegible]য় পীতাম্বরের শরণাগত হইল, এবং তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কি [illegible]উদ্দেশে শ্যামকুমার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, তাহাও বলিতে ভুলিল না। বালক নফরচন্দ্র তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"দাদা [illegible]াকুর! আমায় চাকর বলে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আমি পেটভরে [illegible]প্রসাদ খাই, আর সকলের কথার চোটপাট জবাব দি। আপনাকে একটি [illegible] কইতে দি না।"

[illegible]শ্যামকুমার যেন হাতে স্বর্গ পাইল। নফরকে তাহার সঙ্গে দিবার জন্য [illegible]কে অনুরোধ করিল, তখন পীতাম্বরের অনুমতি পাইয়া নফরচন্দ্র একটু [illegible] আপনার মলিন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বহুযত্নে সংরক্ষিত একখানি [illegible] পরিধান করিয়া শ্যামকুমারের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এবার [illegible]ই শ্যামকুমারকে অন্তঃপুরে যাইতে হইল, নফরচন্দ্রও শ্যামের [illegible] পশ্চাতে চলিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই শ্যাম রমণীগণের [illegible] হাস্যসহকৃত রসালাপধ্বনি শ্রবণ করিল। সে ধ্বনিতে শ্যাম-[illegible]মারের শরীরের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। তখন যে গৃহ হইতে সেই ধ্বনি আসিতেছিল, শ্যাম তাহার বিপরীত দিকে চলিল; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বৃথা হইল, তৎক্ষণাৎ একজন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে সেই গৃহেই যাইতে অনুরোধ করিল। অগত্যা বলিদানের ছাগশিশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে শ্যাম কুমার সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অমনি গৃহস্থিত রমণীকুলের বঙ্কিম কটাক্ষে বিদ্যুৎ চমকিল। সে সৌদামিনী তরঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই সকলের মনোগত ভাব বুঝিয়া লইল। কেহ বা সে তাড়িতবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীর গাত্রে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িল, শ্যামকুমার দেখিল সেই বৃহৎ গৃহ-টীর চারিদিক অসংখ্য যুবতী রমণীতে পরিপূর্ণ, আর মধ্যস্থলে নানাবিধ মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ থালায় জলযোগের আয়োজন। শ্যাম হেঁটমস্তকে সেই মধ্যস্থলে জলযোগের আসনেই বসিল। তখন তাহার রকম সকম দেখিয়া রমণী মহলের হাসির ধ্বনি থামিয়া গেল, গৃহ নিস্তব্ধ হইল, রমণীগণের সেই সহাস্যমুখকমল যেন একটু মলিন হইল। কিন্তু এতগুলি সুন্দরী কতক্ষণ নীরবে থাকিবে?

একজন সুন্দরী সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"শ্যামবাবু, এতদিন পরে কি পথ ভুলে এলে নাকি ?"

শ্যাম বাবু ত নীরব, কিন্তু তাঁর পার্শ্বে নফরচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল, নফরচন্দ্র তখন সকলের সম্মুখে আসিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—"মাঠাকৃরুণ, পথ ভুলে গেলে কি আর আস্‌তে পারতুম্, পথ চিন্‌তুম্, তাই এসে পৌঁছেছি।"

তখন সকল সুন্দরীর দৃষ্টি নফরচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই বিস্ময়ের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথম প্রশ্নকারিণী তৎক্ষণাৎ নফরকে প্রশ্ন করিল—"তুই ছোঁড়া কেরে ?"

"আমি তোমাদের জামাই বাবুর চাকরগো মাঠাকৃরুণ" বলিয়া নফরচন্দ্র সেই দরজার নিকট চাপিয়া বসিল। তখন অন্য একজন রমণী তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া আর এক রেকাবী জল খাবার আনিয়া নফরচন্দ্রের সম্মুখে দিল, নফর মহা আহ্লাদে জলযোগে বসিল। এত স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া জলযোগ করিতে শ্যামকুমারের বড় লজ্জা করিতেছিল, তাহার গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ নানা ঠাট্টা আরম্ভ করিল, তখন নফর আপনার রেকাবখানি শূন্য করিয়া বলিল—"দাদাঠাকুরের পাতে যে পেসাদ থাকবে, তা যদি আমি খেয়ে শেষ কর্‌তে না পারি, তখন আপনারা যত পারেন ঠাট্টা কর্‌বেন, এখন কেন ?"

যদি নফর বালক না হইয়া পুরুষ হইত, তাহা হইলে রমণীগণ তাহার এরূপ কথায় বিরক্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহাকে অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়া সকলেই তাহাকে লইয়া আমোদ করিতে বসিল। শ্যামকুমারের ভোজনাবশিষ্ট রেকাবিখানি মিষ্টান্ন সহিত স্থান পরিবর্তন করিয়া নফরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট হাসির ধ্বনিও উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নফরচন্দ্র সে রেকাবিখানিও শূন্য করিয়া ফেলিল। তখন স্ত্রী মহলে নফরের পসার জমিয়া গেল, জামাই বাবুর সঙ্গে নফরও সেই গৃহে স্থান পাইল।

এই সময় একজন সুন্দরী ঈষৎ মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—"ঠাকুরজামাই, আমাদের মনে আছে কি ?"

ঠাকুরজামাই নীরব, কিন্তু নফরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"মনে না থাক্‌লে আস্‌বেন কেন ? এই যে এসেছেন, এতে কি মনে থাকা প্রমাণ হচ্ছে না ?"

এই সময় সেই প্রথম প্রশ্নকারিণী রমণী বলিল—"ওরে ছোঁড়া, তুই চুপ্ কর্, আমরা তোকে কোন কথা জিজ্ঞেস্ কর্ছি না।"

নফর। কেন মাঠাক্রুণ—আমি কি তবে কেবল পেসাদ খেতেই এসেছি—যে অম্‌নি চুপ্‌মেরে বসে থাক্‌বো ?"

রমণী। কেন তোর্ বাবু কি বোবা ! যে তুই সকল কথার জবাব দিবি।

নফর। বোবা হবে কেনগো মাঠাকরুণ ? আমি বাবুর চাকর কি না, তাই আমি যে কথার জবাব দিতে না পার্‌বো, আমার বাবু কেবল সেই কথা-রই জবাব দিবেন।

রমণী। বা'রে রস্‌কে ! বলি ও শ্যাম বাবু এমন রসিক চাকর পেলেন কোথা ?

নফর। (করযোড়ে) রাজারা হাতি ঘোড়া পায় কোথা মাঠাক্রুণ ?

বালক নফরচন্দ্রের এরূপ বাকপটুতা দেখিয়া তখন শ্যামকুমারের ও কথা কহিতে সাহস হইল। কিন্তু কাহার সহিত কি কথা কহিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নফরকেই বলিল—"নফ্‌রা, এক ছিলিম তামাক সেজে আন্‌তো।"

নফরচন্দ্র এক লম্ফে দৌড়িয়া তামাক সাজিতে গেল। এই সময় ধীরে ধীরে একখানি বিষাদময়ী প্রতিমা দ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের দৃষ্টি তখন সেই প্রতিমার দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল—প্রতিমা সজীব। আমাদের এই আখ্যায়িকার সহিত এই প্রতিমার সম্বন্ধ আছে, সুতরাং এই স্থানেই আমরা এই রমণীর পরিচয় দিব। ইনি বসন্তপুরের ব্রজ-মোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺ রমণীমোহনের বিধবা স্ত্রী। বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতুকন্যা। ইনিই আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত তারাসুন্দরী, ইহার বিশেষ পরিচয় আমরা পরে দিব। প্রতিমা একবার মাত্র দেখা দিয়া কি জানি কেন তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। শ্যামকুমার অবাক্ হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিল। তখন এক সুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বিধবা হয়েছে বলে আর কোন আমোদ আহ্লাদে মেশে না। আমরা সকলে তোমায় নিয়ে আমোদ কর্‌ছি দেখে আর এখানে এলো না।"

[illegible]রক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর সেই প্রথম প্রশ্নকারিণী

রমণী বলিল—"শ্যামবাবু, অনেকবার তোমায় আন্‌তে লোক গিয়ে ফিরে এসেছে, এবার আপ্‌নি এসেই উপস্থিত। এত অনুগ্রহ কিসে হলো?"

শ্যাম। মা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রমণী। তা হ'লে আপ্‌নি এসনি—মা পাঠিয়ে দিয়েছে বলেই এসেছ।

নফরচন্দ্র তামাক সাজিয়া দিয়া নিকটেই ছিল, প্রভু পরাজিত হয় দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো তা কেন? এই বউমাকে নিয়ে যাবার জন্যে মাঠাকৃরুণ আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিয়ে যাবার কথা না বল্লে কি আমরা নিয়ে যেতে আস্‌তে পারি?"

রমণী। এ রাখাল ছোঁড়া মন্দ নয়। ওরে তুই কেবল গরু চরাস্ না আর কিছু করিস্।

নফর। আজ্ঞে, গরু ও চরাই, আর কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাঁশিও বাজাই।

তখন নফরের কথায় সুন্দরী মহলে এক হাসিরধ্বনি পড়িয়া গেল। এই সময় এক সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল—"আচ্ছা একটা গান গা দেখি, তবে তুই কেমন বাঁশি বাজাস্ বুঝ্‌বো।"

নফর। কি গান গাইবো বলুন।

সুন্দরী। তুই বাঁশির গানই গা।

নফর চন্দ্র তখন গান ধরিল—

বাঁশি শুনে আকুল পরাণ।
কি করিব বল সখি, যায় বুঝি কুলমান॥
ধৈরয আর ধর্‌তে নারি,
গৃহে কি আর থাক্‌তে পারি?
চল যাই দিয়ে সারি, কালারে সঁপিতে প্রাণ॥

সে গান শুনিয়া সুন্দরীরা সকলেই সন্তুষ্ট হইল। নফর অল্প বয়স্ক বালক হইলেও তাহার কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য ও তাহার বিলক্ষণ সুরবোধ ছিল। সুতরাং সুন্দরী মহলে নফরচন্দ্রের বিশেষ প্রতিপত্তি হইল, সকলেই একবাক্যে নফর-চন্দ্রের প্রশংসা করিল। সুন্দরীগণের নিকট নফর কেবল প্রসাদের [illegible]ার

প্রার্থী ছিল। আমরা সবিশেষ জানি যে সে পক্ষে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, শ্যামকুমার আহারান্তে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার পত্নী সুশীলা শয়নগৃহে প্রবেশ করে নাই। সন্ধ্যার সময় যতক্ষণ শ্যামকুমার রমণীমহলে ছিল, নফরের সাহায্যে তাহার মনের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়াছিল, কিন্তু এখন ত আর নফর নিকটে নাই, সুতরাং তাহার প্রাণের ভিতর আবার আশঙ্কা প্রবেশ করিল। সুশিক্ষিতা সুশীলার নিকট সে একাকী সমস্ত রাত্রি কিরূপে থাকিবে? যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহার কি উত্তর দিবে? হয়ত ঠিক উত্তর দিতে না পারিয়া পত্নীর নিকট হাস্যাস্পদ হইবে—এইরূপ নানা চিন্তায় শ্যামকুমার এখন ব্যতিব্যস্ত হইল। এমন সময় ধীরে ধীরে পত্নী সুশীলা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। শ্যামকুমারের তৎক্ষণাৎ যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। সে যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত এইরূপ ভাণ করিয়া শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিল। সুশীলাও ধীরে ধীরে পতিপার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিল—কেহ একটিও কথা কহিল না। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা সুশীলার বড় অসহ্য বোধ হইল। সে আর নীরবে থাকিতে পারিল না। সুশীলা প্রশ্ন করিল—"বাড়ীর সকলে ভাল আছেন ত?"

শ্যামকুমার সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না, একবার মনে করিল এ প্রশ্নের উত্তর একটা "হাঁ" বইত নয়, তবে আর উত্তর দিতে বাধা কি? কিন্তু আবার ভাবিল যদি এইরূপ আরো অনেক প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে হয়ত কি উত্তর দিতে কি উত্তর দিয়া ফেলিব, সুতরাং নীরবে থাকাই ভাল। শ্যামকুমার নীরবেই রহিল। সুশীলা আর প্রশ্ন করিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু পায়ে হাত পড়িবামাত্র শ্যামকুমার কাতর [illegible] বলিয়া উঠিল—"উঃ বড় বেদনা।"

সুশীলা শিহরিয়া উঠিয়া অমনি হাতখানি সরাইয়া লইল এবং ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"কেন এমন বেদনা হল?"

শ্যামকুমার হঠাৎ একবার কথা কহিয়া ফেলিযাছে, সুতরাং এ প্রশ্নের ও উত্তর দিতে বাধ্য হইল। উত্তর করিল—"কাঁকরের রাস্তা হাঁটিয়া পায়ে বড় বেদ্‌না হয়েছে।"

সুশীলা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল, এবং বাহির হইতে একবাটী তৈল আনিয়া প্রদীপের আলোয় তাহাকে বেশ গরম করিল। তাহার পর আস্তে আস্তে সেই গরম তৈল স্বামীর পায়ে মাখাইতে বসিল। শ্যামকুমারের পায়ে যথার্থই বড় বেদ্‌না ছিল, সেই গরম তৈলে বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। তৈল মাখাইতে মাথাইতে সুশীলা পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বাড়ীর সকলে ভাল আছেন ত?"

শ্যাম। হাঁ।

সুশী। দিদি না কি রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়েছেন?

শ্যাম। হাঁ।

সুশী। তুমি না কি তাঁদের আন্‌তে গিয়েছিলে?

শ্যাম। হাঁ।

সুশী। দিদিকে পাঠালে না কেন?

এই 'কেনর' উত্তর 'হাঁ' কিম্বা 'নার' কর্ম্ম নয়, সুতরাং শ্যামকুমার প্রথমে একটু গোলে পড়িল। তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"দাদার সেখানে কর্ম্ম হয়েছে বলে।"

সুশী। মা কি আমাকে সত্যি নিযে যাবার জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন?

শ্যাম। হাঁ।

সুশী। এত দিন পরে আমায় তাঁর মনে পড়েছে? তাঁর সেবা করতে আমার বড় সাধ, তিনি এতদিন সে সাধে আমায় বঞ্চিত রেখেছেন। অনেক সময় মনে হতো, যে হয়ত তাঁর নিকট আমি কোন গুরুতর অপরাধ করেছি, কিন্তু কি যে অপরাধ করেছি, তা বুঝ্‌তে পার্‌তুম্‌ না। যা হ'ক্‌, এইবার আমার মনের সে কষ্ট গেল। মা আমায় এতদিন নিয়ে যান নাই কেন?

শ্যাম। মা তোমার গহনা খালাস করে দিতে পারে না বলেই নিয়ে যেতে পারে নাই।

সুশী। মা কি আমায় এত নীচ মনে করেন? সে গহনায় আমার প্রয়োজন নাই, আমার বাবা আবার সমস্ত গহনা গড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্যাম। এবার যাবার সময় সে গহনা কি নিয়ে যাবে ?

সুশী। কেন নিয়ে যাব না ? সে গহনাও যে তোমাদের। তোমাদের প্রয়োজন হলে সে গহনাও নিতে পার্‌বে।

শ্যামকুমার পত্নীর কথায় একটু বিস্মিত হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিল। তাহার পর চিন্তার একমাত্র বিরামদায়িনী তামাকু দেবীর শরণাগত হইবার জন্য শ্যামকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। সুশীলা তখন ও পদ সেবায় নিযুক্ত ছিল, শ্যামকুমারের উঠিবার কারণ জানিতে পারিয়া তাহাকে আর উঠিতে দিল না ; তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তামাক সাজিয়া আনিয়া শ্যামকুমারের হস্তে দিল। শ্যামকুমার অবাক্। সে জীবনে কখন এরূপ যত্ন পায় নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কেবল মাত্র পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের এখনও অনেক বিলম্ব। দুই একটি পক্ষীর মধুররব কর্ণগোচর হইতেছে, কিন্তু এখনও তাহারা কুলায় পরিত্যাগ করে নাই। ধীরে ধীরে প্রভাতসমীরণ বহিয়া যাইতেছে, সে সমীরণ বড় ধীর—বড় মধুর। উহার স্পর্শে স্পর্শে সমস্ত দেহ যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইতেছে। প্রকৃতির প্রকৃতি এখন বড়ই মধুর—বড়ই কোমল। সে মধুরতা, সে কোমলতা হৃদয়ে অনুভব করা যায়, বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না।

এইরূপ সময়ে আমাদের বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃস্মরণীয় দেবদেবী-গণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। গাত্রোত্থানের পর তাঁহার দৈনিক প্রথম কার্য্য দেবসেবার জন্য পুষ্পাহরণ। গৃহে অনেক দাস দাসী থাকিলেও এ কার্য্য তিনি নিজেই করিতেন। বাড়ীর সন্নিকটেই তাঁহার এক পুষ্পোদ্যান ছিল, এ উদ্যান দেবসেবার উপযোগী নানা প্রকার পুষ্পে পরিপূর্ণ। অনেক সুসভ্য বাবুদিগের উদ্যানের ন্যায় এ উদ্যানে [illegible]দীয় গন্ধবিহীনপুষ্প-বৃক্ষ বা কেবল পত্রশোভার জন্য ক্রোটন ইত্যাদি [illegible]পায় নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সাজিহস্তে

চারিদিক বেড়াইয়া পুষ্পাহরণ করিতে লাগিলেন। আর সেই সুস্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। সৎসঙ্গের অনেকগুণ, উদ্যানের সমীরণ কেবল শৈত্যগুণ বিশিষ্ট নহে, নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্পের সংসর্গে তাহা এখন অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্টও হইয়াছে। সুতরাং প্রভাতে এই উদ্যানের পুষ্পাহরণ যে কি আনন্দজনক ও স্বাস্থ্যকর, তাহা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। আর দেবসেবায় তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিও ছিল, সুতরাং তিনি এরূপ কার্য্যের ভার দাসদাসীর উপর অর্পণ করিবেন কেন?

পুষ্পাহরণ শেষ হইল—গোলাপ, যুঁই, বেল, মল্লিকা, সেফালিকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্পে সাজি পরিপূর্ণ হইল, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে সাজি রাখিয়া দিলেন। তাহার পর সাংসারিক আবশ্যক কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। এই সময় দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে গ্রামের অন্যান্য লোকও এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারাও এইরূপ নির্দ্ধারিত সময়ে প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। এই সমাগত ভদ্রমণ্ডলী এই খানে বসিয়া যে কেবল বৃথা গল্প ও তামাক পোড়াইতেন তাহা নহে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগেরই সাহায্যে গ্রামের দাওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত সমাজ শাসনের ভারও তাঁহার উপর ছিল। গ্রামে তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল, সে প্রভুত্বের কারণ তাঁহার অসীম জ্ঞান, তাঁহার অমানুষিক দেবভক্তি, তাঁহার অতুলনীয় ন্যায়পরায়ণতা ও তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্র। কেবল [illegible] দ্বারা সেরূপ প্রভুত্ব লাভ করা কখনই সম্ভবপর নহে। এই পঞ্চায়েৎ [illegible] কেহই অমান্য করিত না, কারণ সকলেরই ইহার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি [illegible] অনর্থক বিচারালয়ে গিয়া কাহাকেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না, অ[illegible] প্রতিবাদী উভয়েই এই সভার বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করিত। [illegible] অপরাধের বিচারালয় রাজা এ দেশে স্থাপন করেন নাই, সেই সকল [illegible]জিক অপরাধেরও এই সভায় বিচার হইত। কেহ কোনরূপ স[illegible] নিয়ম লঙ্ঘন করিলে এই সভা তাহার নাপিত, ধোপা, হুকা প্রভৃতি বন্ধ [illegible] তাহাকে শাসন করিত। আর ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় অর্থদণ্ড করিয়া যে সকল অর্থ আদায় হইত, সেই অর্থ হইতে গ্রামের অন্ধ, খঞ্জ ও অনাথা দরিদ্রদের সাহায্য করা হইত। গ্রামে চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি স্থান

ছিল না, আর সকলের যেরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাহাতে তিনি পঞ্চায়েৎ সভা না করিয়া নিজেই সমস্ত বিচাবাদি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি আপনাকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না, সেই কারণ পাঁচ জনের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতেন না।

বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি এই পঞ্চায়েৎ সভার উপস্থিত কার্য্য সকল নিষ্পন্ন করিলেন। তাহার পর স্নানান্তে পূজা আহ্নিকে নিযুক্ত হইলেন। পূজা আহ্নিক শেষ করিতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল, এই সময় তিনি পুনরায় বহির্বাটীতে একবার আসিলেন। তথায় ৩।৪ জন অতিথি উপস্থিত দেখিতে পাইয়া মহাহ্লাদে সর্ব্বাগ্রে তাহাদেব সেবা করিলেন। তাহার পব পুনরায় অন্দরে গিয়া স্বয়ং আহার করিলেন। তাঁহার আহার শেষ হইতে প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। এইরূপ বিলম্বে তাঁহাব আহার প্রতিদিনই হইত, কাবণ অতিথিব আসিবার সময় অতীত না হইলে তিনি আহার করিতেন না।

আহারান্তে একঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম করিয়া চারিটার সময় পুনরায় বাহিবে আসিলেন। এইবার বাহিরে আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে আবম্ভ করিলেন। সেখানে অনেক শ্রোতা সমাগত হইত, কাবণ এই সময় প্রত্যহই শাস্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। তিনি এক একটি শ্লোকেব ব্যাখা করিয়া সকলকে বুঝাইতেন। শ্রোতার ধারণাশক্তি অনুসারে শ্লোকেব ব্যাখ্যাও নানারূপ হইত। কিন্তু যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি থাকুক না কেন সকলেই তাঁহার ব্যাখার সংসারের মায়া ভুলিয়া গিয়া ঐশ্বরিক প্রেমে উন্মত্ত হইত। এই সময় কোন শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত উপস্থিত থাকিলে নানাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা তর্ক বিতর্ক ও চলিত, তর্কের ফল অন্যান্য শ্রোতাদিগকে শেষে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। সময়ে সময়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দূবদেশ হইতে উপযুক্ত বিদায় দিয়া শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত আনাইয়া শাস্ত্রবাখ্যাও কবাইতেন। অদ্য সেরূপ পণ্ডিত উপস্থিত না থাকায় তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর পুনরায় ঠাকুরঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক ও ইষ্টনাম জপে নিযুক্ত হইলেন। এই সকল শেষ হইলে পর নারায়ণের প্রসাদ লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী জলযোগের আয়োজন করিয়া স্বামীর

প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জলযোগে বসিলেন গৃহিণী ধীরে ধীরে স্বামীকে ব্যজন করিতে করিতে বলিলেন—"সুশীলাকে নিয়ে যাবার জন্য জামাই এসেছেন।"

চট্টো। এ ত সুখের কথা। আমি কালই দিনস্থির করে, সমস্ত উদ্যোগ করে দেবো।

কথাটা শুনিয়া গৃহিণীর একটু চক্ষু ছল ছল করিল। ২।৩ ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া গৃহিণী বলিলেন—"মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে সে সুখের কথা বটে, কিন্তু জামাই সে রকম নয়, সংসারেও বড় টানাটানি। আমি মেয়ে পাঠিয়ে দিয়ে কেমন করে ঘরে থাক্‌বো?"

চট্টো। মেয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে না থাক্‌তে পারো, তুমিও না হয় জামাই ঘর করগে। আমি তোমার কষ্ট হবে বলে মেয়ের পরকাল নষ্ট কর্‌তে পারি না। স্বামী সেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর ধর্ম্ম কি?

গৃহিণী আরো ২।৪ ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন, দুই একবার নথ নাড়া দিলেন। কিন্তু সে চক্ষের জল ও নথনাড়ার কোন ফলই হইল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জলযোগ শেষ করিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি পঞ্জিকা লইয়া শুভ দিন দেখিতে বসিলেন, গৃহিণী তখন আর থাকিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। গৃহিণীকে দুই চারি কথায় সান্ত্বনা করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহিরে আসিলেন, গৃহিণী অমনি মেজের উপর শুইয়া পড়িলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহিরে আসিয়া সুশীলা ও তারাসুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুশীলাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"মা, তোমায় শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবার জন্য জামাতা এসেছেন। আগামী বুধবার প্রত্যূষে তোমাকে পাঠাবার দিনস্থির করেছি। সেইদিন তোমার শ্বশুরালয়ে যেতে হবে। দেখ মা, স্বামী মূর্খ, কুৎসিৎ, দরিদ্র যাহাই হউক না কেন স্বামীসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর অন্য গতি নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি সাক্ষাৎ দেবতা, আমি পিতা হ'য়ে তোমায় পতিসেবায় বঞ্চিত রাখ্‌তে পার্‌বো না। আমার বিশেষ অনুরোধ সেখানে গিয়ে কায়মনবাক্যে তুমি তোমার পতি আর অন্যান্য গুরুজনের সেবা কর্‌বে, আশীর্ব্বাদ করি তুমি তাহাতেই সুখী হবে।"

কন্যাকে এই সকল উপদেশ দিয়া হঠাৎ তারা সুন্দরীর প্রতি চাহিলেন, কিন্তু

সেই ক্ষীণদীপালোকে তারাসুন্দরীর অশ্রুপূর্ণ মুখকমল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। বিধবার সম্মুখে পতিসেবার গুণ কীর্ত্তন করা যে তাঁহার ভাল হয় নাই, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুনরায় তারাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা তারা, তোমার মুখ এত মলিন কেন মা? দেখ মা, বাগানে অনেক ফুল ফোটে, কিন্তু সকলগুলিই কি দেবসেবায় লাগে? সৌন্দর্য্য ও গন্ধবিশিষ্ট অধিকাংশ ফুলই ভোগাভিলাষীর বিলাসের বস্তু হয়। কিন্তু যে ফুলের বড় সৌভাগ্য, সেই কেবল দেবসেবায় নিয়োজিত হয়। তখন তার ফুলজন্ম কি সার্থক হয় না? তুমি দুঃখ কর কেন মা, তুমিও ভাগ্যবতী, কারণ তুমি ত ভোগবিলাসের বস্তু নও, তুমি দেবসেবার জন্য নিয়োজিত। তুমি ত আর এ সংসারের নও, তবে এখন সামান্য পার্থিব সুখের জন্য তোমার মনকে আর চঞ্চল হতে দেবে কেন মা?"

সুশীলা ও তারা কেহই কোন কথা বলিল না, উভয়েই হেঁট মস্তকে বসিয়া রহিল, ব্রাহ্মণ আর সেখানে তিলার্দ্ধ না দাঁড়াইয়া একবারে বাহিরে আসিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ মঙ্গলবার, কল্য উষাকালে সুশীলার শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিবার দিনস্থির হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ বড়ই ব্যস্ত, চাউল, ডাউল, ঘৃত, লবণ, নানাবিধ তরিতরকারী, ফল, নানাবিধ মিষ্টান্ন, বেনের মশলা, পরিধেয় বস্ত্র, শয্যা, ইত্যাদি সমস্ত প্রাতঃকাল হইতেই খরিদ করিয়া স্তূপাকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পিতল কাঁসার তৈজস, শিলনোড়া, বঁটি, চুপড়ী প্রভৃতি অন্যান্য সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও পূর্ব্বদিন খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাস্তবিক জামাতার অবস্থা ভাল নয় জানিতে পারিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যা পাঠাইবার সময় অনেকটা ব্যয় বাহুল্য করিলেন। অন্ততঃ ছয়মাস কাল যাহাতে কোন দ্রব্যাদি খরিদ করিতে না হয়, এইরূপ অনুমান করিয়া যে সকল দ্রব্য নষ্ট হইবে না সেই সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন। প্রতিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা সেই সকল দ্রব্যাদি দেখিতে আসিলেন, তাঁহারা সকলেই অবাক্ হইলেন। শ্বশুরালয়ে কন্যা পাঠাইবার সময় কন্যার

সহিত দ্রব্যাদি পাঠাইবার পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে এরূপ বাহুল্য করিয়া কেহ কখনই কন্যা পাঠান নাই। গৃহিণী কয়েকদিন কেবল কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ কন্যা পাঠাইবার দ্রব্যাদির আয়োজন দেখিয়া কতকটা সুস্থির হইলেন।

আজ গ্রামের যুবতীরা দলে দলে সুশীলাকে দেখিতে আসিল, এবং তাহারাও কন্যা পাঠাইবার দ্রব্যাদির আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। সুশীলা যথাযোগ্য সম্মান ও আদব করিয়া সকলকে পিতৃদত্ত বস্ত্রাদি দেখাইতে লাগিল, এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠাগণের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। গ্রামের ভদ্র অভদ্র বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সুশীলাকে ভাল বাসিত। আজ সকলেই তাহার জন্য দুঃখিত। সুশীলা 'আবার আস্‌বো, আবার তোমাদের দেখে সুখী হব' প্রভৃতি প্রবোধবাক্যে সকলকেই সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আজ সুশীলার হৃদয়ে হর্ষ ও বিষাদ একত্র বিরাজমান। স্বামীসঙ্গে স্বামী সেবায় চলিয়াছে, ইহা অপেক্ষা সুশীলার আর আহ্লাদের দিন কি হইতে পারে? কিন্তু যখন পিতামাতা, আত্মীয়, প্রতিবাসী সকলের হৃদয়ই আজ সুশীলাকে শ্বশুরালয়ে বিদায় দিতে ব্যথিত, তখন কি সুশীলা তাঁহাদিগের জন্ত দুঃখিতা না হইয়া থাকিতে পারে?

আজ সুশীলা বড় ব্যস্ত, স্বহস্তে সমস্ত দ্রব্যাদির তালিকা করিতেছে, কোন্ দ্রব্য কিরূপে যাইলে ভাল হয়, তাহার বন্দোবস্তও করিতেছে, চাকর দাসীর দ্বারা সেই সকল দ্রব্য একস্থানে সাজাইয়া রাখিতেছে। নফরচন্দ্রের আজ আর আহ্লাদের সীমা নাই, সে জীবনে কখন এত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য একস্থানে সজ্জিত দেখে নাই, বিশেষতঃ আহারীয় দ্রব্য সকলের বাহুল্য দেখিয়া সে শ্যামকুমারের সহিত দেশে যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার পরই চারিখানি গরুর গাড়ীতে সমস্ত দ্রব্যাদি বোঝাই করিতে আরম্ভ করা হইল, নফরচন্দ্র সেই সকল দ্রব্যাদি বোঝাই করিবার তত্ত্বাবধানে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, যেন সমস্ত দ্রব্য তাহার নিজের গৃহেই চলিয়াছে। রাত্রি এক প্রহরের পর চারিখানি গরুর গাড়ী কাপড়পুর রহনা করা হইল, নফরচন্দ্র সেই গরুর গাড়ির উপরে বসিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত ছিল, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজের একজন ভৃত্যকে গাড়ির সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়ায় নফরের সেই সঙ্গে যাইবার আর প্রয়োজন হইল না। সে রাত্রিতে নফরের

আর নিদ্রা হইল না, কতক্ষণে প্রভাত হয়, সেই প্রত্যাশায় বিছানায় পড়িয়া রহিল। অতি প্রত্যুষেই একখানি ঘোড়ার গাড়ি সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি নফরচন্দ্র এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল।

গৃহিণী চক্ষের জলের সহিত, কর্ত্তা নানা প্রকার হিতোপদেশের সহিত এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত কন্যা ও জামাতাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিল। সুশীলা ছল ছল নেত্রে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের চরণে প্রণাম করিল, শ্যামকুমারও তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে ভুলিল না, কিন্তু নফরচন্দ্র আহ্লাদে সকলকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল, কারণ তাহাকে কোচ্-বাক্সে উঠিতে বলায় সে পূর্ব্বেই এক লম্ফে উঠিয়া যথাস্থানে বসিয়াছিল, এবং আহ্লাদে অশ্বরজ্জু বামহস্তে গ্রহণ করিয়া আর ডানহস্তে চাবুক লইয়া নিজেই গাড়ি চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় গাড়োয়ান উঠিয়া নফরচন্দ্রের হস্ত হইতে অশ্বরজ্জু ও চাবুক কাড়িয়া লইয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। গাড়ি হাঁকাইতে না পাইয়া নফর মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। যতক্ষণ সে গাড়ী দেখা গেল সকলেই সেই স্থানে বিষণ্ণমনে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্তায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু গাড়ি হাঁকাইবার জন্য সমস্ত রাস্তা নফরচন্দ্র গাড়োয়ানের নিকট উমেদারী করিয়াছিল, শেষে যখন গাড়ি গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন নফরের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া গাড়োয়ান নফরকে গাড়ি হাঁকাইতে দিল। নফর এতক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ি হাঁকাইবার কৌশল দেখিয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষে এ কার্য্য বড় সহজ বোধ হইল। নফর মহোল্লাসে অশ্বরজ্জু ও চাবুক স্বহস্তে লইয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। অশ্বচালনে নফরের অন্য কোন দোষ হয় নাই, তবে গাড়োয়ান অপেক্ষা নফর অধিকতর দ্রুতভাবে অশ্বগণকে চালাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বড়রাস্তা ছাড়িয়া কাপড়পুর যাইবার গ্রামের রাস্তায় গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। তখন সেই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় নফরকে আর গাড়ি চালাইতে দেওয়া হইল না, কিন্তু এবার অশ্বরজ্জু গাড়োয়ান লইলেও চাবুকগাছি নফরের নিকটই রহিল, নফর সেই চাবুক হস্তে লইয়া অশ্বদ্বয়ের উপর মধ্যে মধ্যে আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। এইস্থানে সেই চারিখানি গরুর গাড়ির সহিত ঘোড়ার গাড়ি মিলিত হইল, সুতরাং পাঁচখানি গাড়ি একসঙ্গে ধীরে ধীরে কাপড়পুর আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামের বালক বালিকারা তখন

খেলা ফেলিয়া গাড়ির সঙ্গ লইল, আর একখানি ঘোড়ার গাড়ি ও তার পশ্চাতে। চারিখানি গরুর গাড়ি একসঙ্গে এই পাঁচখানি গাড়ি সেই ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করায় কেবল বালকবালিকা কেন সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ক্রমে প্রকাশ হইল যে শ্যামকুমার ক'নে বউকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিতেছে। তখন ঘোড়ার গাড়ি আসিবার কারণ গ্রামের লোকে বুঝিল, কিন্তু সকলেই মনে মনে এই প্রশ্ন করিতে লাগিল যে শ্যামকুমারের ঘোড়ারগাড়ির পশ্চাতে চারিখানি মাল বোঝাই করা গরুর গাড়ি কেন আসিতেছে?

তখন এ প্রশ্নের আর মীমাংসা হইল না, গ্রামের যে কেহ সেই পাঁচখানি গাড়ি দেখিয়াছিল, সকলেই বিস্মিতনেত্রে দেখিতে দেখিতে গাড়ির পশ্চাতে পশ্চাতে শ্যামকুমারের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামকুমারের জননীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রবধূকে গাড়ি হইতে তুলিয়া লইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে আদর করিতে করিতে অতি যত্নের সহিত বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। সম্মুখে যে বোঝাই গরুর গাড়ি কয়খানি আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে দিকে পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। আর শ্যামকুমার ও তাহার শ্বশুরের ভৃত্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদির বাক্স ইত্যাদি লইয়া পশ্চাতে চলিল। তখন একা নফরচন্দ্র গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগের উপর মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দ্রব্যাদি গাড়ি হইতে নামাইতে বলিল। যাহারা সেখানে সেই নানা দ্রব্যেবোঝাই গাড়িগুলির প্রতি অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, এই সময় তাহারা উৎসুক হইয়া নফরকে এই সকল দ্রব্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন নফরচন্দ্র গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল—"কেন—এ সব আমাদের।"

নফর চন্দ্রের উত্তর শুনিয়া একজন প্রতিবাসী, বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোদের কিরে! আর তোদের যদি হ'বা—তবে এখানে কেন? তোদের বাড়ীতে নিয়ে যা না।"

নফর। এখন এ বাড়ীও আমাদের হয়েছে যে।

প্রতি। এ বাড়ী তোদের কি করে হলো?

...কান্না সুখের না দুঃখের? গৃহিণী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—
...এমন ভাল কথা কেউ বলে তবে এমন সাতটা সংসারের কাজ
...র্‌তে পারি। আমি কি কাজে ভয় করি মা?"
...আমি উপস্থিত থাক্‌তে কি তোমার এ সব কাজ করা ভাল
...তুমি বসে বসে হুকুম কর না। তোমার কি সে সাধ যায়

...ক'নে বউ অনেক জেদ করিল, কিন্তু গৃহিণী কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। ...য়া তখন ক'নে বউ গৃহিণীর সেই সকল কার্য্যে সাহায্য করিতে ... করিল, আবশ্যক দৈনিক কার্য্যাদি শেষ হইয়া গেলে ক'নেবউ তখন ...কার্য্যের আবিষ্কার করিল, সে কার্য্য অন্য কিছুই নয়, সমস্ত বাড়ী ঘর ...ার করা। ক'নে বউ নফরচন্দ্র ও পিত্রালয়ের সেই ভৃত্যের সাহায্যে সমস্ত ...র স্বহস্তে পরিকার করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে বহুদিনের ...ন, জঙ্গল, ঘাস, জঞ্জাল সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। এই সকল কার্য্যে বেলা প্রায় দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইল, গৃহিণী পুত্রবধূকে এরূপ অন্যায় পরিশ্রম করিতে দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী-ঘরের এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। বাস্তবিক কোনরূপ ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে পল্লীগ্রামের গৃহস্থলোকে যেরূপ বাড়ী ঘর পরিষ্কার করেন, মুখুর্য্যেদের বাড়ী ঘর আজ সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আহারান্তে ক'নে বউ এক মুহূর্ত্ত ও বিশ্রাম করিল না, তখন শয়নগৃহ সাজাইতে আরম্ভ করিল। যেখানে যে জিনিষ রাখিলে ভাল হয়, সমস্ত ...ঝাঁট দিয়া ক'নে বউ সেই থানে সেই দ্রব্য সাজাইল। শয্যাদিরও নূতন বন্দোবস্ত করা হইল। এইরূপে একে একে তিনখানি শয়ন ঘর পরিষ্কার ও শয্যাদি সাজান হইল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে ঘরগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ক'নে বউ সেই দিনই সেই সকল ঘর মেরামতের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিল। পিতৃদত্ত কিছু অর্থ ছিল, সেই অর্থেই এই সকল বন্দোবস্ত হইল। এই সঙ্গে সদর বাটীর বৈঠকখানা ও দালান যাহাতে ব্যবহারোপযোগী হয়, সেইরূপ মেরামতেরও বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। আমরা কোন

তিনি একদিন মুখুর্য্যেদের সদর ও অন্দরবাড়ী বেড়াইতে গিয়া, একবারে কাহার বাড়ী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।

এদিকে শ্যামকুমার দেখিল ক'নেবউ আসা অবধি ঘরবাড়ী সমস্ত পরিষ্কা[র] হইল, আহারাদিরও কোন অনাটন নাই, দুই চারি আনা পয়সা আবশ্য[ক] হইলেও ক'নে বউ তৎক্ষণাৎ দিয়া থাকে, তাহা ব্যতীত এখন ক'নে ব[উ] দাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা করে, সুতরাং স্ত্রীর নিকট থাকিতে পূর্ব্বে মনে[] একটা ভয়ের সঞ্চার হইত, ক্রমে ক্রমে সে ভয় অন্তর্হিত হইল। এখন শ্যা[ম]কুমার আবশ্যক হইলে স্ত্রীকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হ[ই]ত[না]। এইরূপে ক্রমে শ্যামকুমারের মন হইতে যেমন স্ত্রীভীতি অন্তর্হিত হইবে, [ত]ত ভালবাসাই বল—আর প্রীতিই বল, তাহার স্থান ধীরে ধীরে অধিকতর আসক্ত করিল। যত্ন করিলে—আন্তরিক ভাল বাসিলে বশ হয় না, [এমন কি]ছু পৃথিবীতে নাই। শ্যামকুমার জড়ভরত হইলেও শ্যামকুমারের হৃদয়ে [অহং]কার প্রভৃতি দুই একটি সুবৃত্তি স্বভাবজাত ছিল, সুতরাং সে হৃদয় [ক্রমশঃ] ভালবাসার বশ হইবে না, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির প্রধান জীব মনুষ্যের হৃদয় যতই কঠিন—য[ত] পাষাণ হউক না কেন, ধীরে ধীরে আঘাত করিলে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রতিঘা[ত] হয়। এতদিন এ সুযোগ হয় নাই বলিয়া আমরা শ্যামকুমারের হৃদয়কে ঘা[ত]প্রতিঘাতবিহীন পাষাণ হৃদয় মনে করিয়াছিলাম। এতদিন পরে সে হৃদয়ে[র] পরীক্ষা হইল, আমরা ও পরীক্ষার ফল দেখিলাম।

শ্যামকুমার কেবল নেশা করিয়া বেড়াইত, সংসারের কোন [কাজ] কর্ম দেখিত না। কিন্তু ইহার জন্য একদিনও ক'নে বউ স্বামীকে কোন[রূপ] তিরস্কার কিম্বা মৃদু ভর্ৎসনাও করে নাই। বরং তাহার নেশার দ্রব্য [স্ব]হস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। ক'নে বউ স্বামীকে প্রাণের সহিত যত্ন ও সেবা করিত। ইহাতেই শ্যামকুমারের স্ত্রীভীতি অপহৃত হইয়াছিল। শ্যামকুমার এখন তাহার স্ত্রীর এক প্রকার বশীভূত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে সংসারের কাজ কর্ম্ম শ্যামকুমারের মন আকর্ষণ করিল। শ্যামকুমার এখ[ন] আর পূর্ব্বের ন্যায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত না। ক'নে বউ ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া সাংসারিক কার্য্যের ভার স্বামীকে দিতে আরম্ভ করি[ল]। শ্যামকুমার ক্রমে ক্রমে সাংসারিক কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিল। শ্যা[ম]

ার পূর্ব্বে শীর্ণদেহে ও মলিন বেশে থাকিত। ক'নে বউয়ের যত্নে এখন তাহার
স্থ্যের যেমন উন্নতি হইল, তেমন মলিন বেশও অন্তর্দ্ধান করিল। শ্যাম-
ার এখন সুস্থদেহে পরিষ্কৃত বেশে সাংসারিক কার্য্য করিতে অভিনিবিষ্ট
। পুত্রের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া গৃহিণীর আর আহ্লাদের সীমা ছিল
গৃহিণী পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া আসিত—"আমার ক'নে বউ যেন এক-
পরেশ পাথর, যা আমার যা স্পর্শ করে, তাই যেন সোণা হয়ে যায়।"
বাস্তবিক গ্রামস্থ বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুখুর্য্যে পরিবারের এইরূপ
স্মিক পরিবর্ত্তনে একবাক্যে ক'নে বউয়ের সুখ্যাতি আরম্ভ করিল। গ্রামের
জন লোক একত্র হইলেই কেবল ক'নে বউয়ের কথা উঠিত। এইরূপে
চারি মাস কাটিয়া গেল। এই তিন চারি মাস ক'নে বউই সংসার চালা-
। ইহার মধ্যে অনেকবার বড়বধূ ও বালকগণকে আনাইবার জন্য ক'নে
গৃহিণীকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু গৃহিণী তাহাতে কোন ক্রমেই
হইলেন না। অগত্যা ক'নে বউ তাহাতে নিরস্ত হইল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে
পাঠাইয়া তাহাদের তত্ত্ব লইতে ভুলিত না। রামকুমার রসিকমোহনের
কন্ট্রাক্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন ও সাংসারিক খরচের
বাড়ীতে টাকা কড়ি পাঠায় নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক'নে বউ সংসারের সমস্ত ভার লইয়া আজ প্রায় চারিমাস সংসার চালা-
ইল, পিতৃদত্ত দ্রব্যাদি প্রচুর ছিল, সেই জন্যই সামান্য খরচে এতদিন চলিয়া-
ছিল। কিন্তু ক'নে বউত আর কল্পতরু নয়? বার মাস কিরূপে চালাইবে?
দিন রামকুমার বাবুর টাকা পাঠাইবার আশা ছিল, কিন্তু ৪।৫ মাসে ও
এক পয়সাও পাঠাইল না, তখন আর সে আশা করা বৃথা। ক'নে বউ
এই ভাবনায় বড়ই ব্যস্ত হইল। শেষে অনেক চিন্তার পর, আপনার
দত্ত সমস্ত অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গৃহিণীকেও একথা

জানান হইল, কিন্তু গৃহিণী সে কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি মা! আমার প্রাণ থাকতে আমি তোমায় গহনা বিক্রয় করতে দিব না।"

ক'নে বউ গৃহিণীকে অনেক বুঝাইয়া বলিল—"মা, আমার কাছে আর যা কিছু আছে, বড়জোর কোন প্রকারে আরো ২।৩ মাস চলিতে পারে, কিন্তু তারপর কি হবে?"

গৃহি। এখন যতদিন চলে চলুক, তার পর তখন নয় একখানা গহনা বন্ধক দিলেও কিছুদিন চল্‌বে।

ক'নে। না মা তা করলে এক একখানি করিয়া আমার সমস্ত গহনা যাবে, অথচ আমাদের সংসার চল্‌বার কোন উপায় হবে না। তার চেয়ে আমি বলি, এখন আমার সমস্ত গহনা বিক্রয় করলে হাজার টাকারও বেশী হয়, এ সময়ে ধান বড় সস্তা, আমি বলি সেই টাকায় ধান কিনে রাখি; যখন ধানের দর উঠ্‌বে, সুবিধা বিবেচনা করে বিক্রয় করলে লাভ হবে, তাতে আমাদের সংসার চল্‌তে পারবে। সে সব ধান গোলা করে বাড়ীতেই রাখ্‌বো। গহনা ঘরে রাখার চেয়ে আমি বলি মা, ধান রাখা ভাল।

গৃহিণী। আমরা মেয়েমানুষ, শ্যামের এখন সংসারে একটু মন্ বস্‌লে সে কি অত বুঝে ধানের ব্যবসা করতে পারবে? কেউ ঠকিয়ে নেবে। আর কে খদ্দের করবে, কেই বা তাদের সঙ্গে দরদাম করবে, তখন দেখবে লোকসান হবে।

ক'নে। কেন লোকসান হবে মা? আমরা মেয়ে মানুষ [illegible] ধানের ব্যবসাও বুঝ্‌তে পারবো না? আর তোমার নফর যেরূপ [illegible] তাতে সে যে দরদাম আর খদ্দের করতে পারবে আমার সে [illegible] আছে।

এই সময় "কি মা, কিসের খদ্দের মা?" বলিতে বলিতে নফর [illegible] সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নফর এখন "দাদা ঠাকুর" "মা ঠাকুরুণ" [illegible] ভুলিয়া গিয়া ক'নে বউয়ের অভিপ্রায় অনুসারে "মা" "বাবা" ও "ঠা[illegible]" প্রভৃতি সম্বোধন ব্যবহার করিয়া থাকে। ক'নে বউ তখন হাসিতে [illegible] জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ নফর, আমরা যদি এখন ধানের ব্যবসা ক[illegible] কি সে ব্যবসা চালাতে পারবে না?"

নফরচন্দ্রও হাসিতে হাসিতে বলিল—"সেকি মা? আমি চাষার ঘরের ছেলে, আমি আর ধানের ব্যবসা চালাতে পারবো না?"

ক'নে। হাঁ বাবা, তুমি চাষের কর্ম্মও জান?

দ্বাদশ বৎসরের নফর বলিল—"চাষার ছেলে হ'য়ে চাষের কর্ম্ম জানিনে বল্‌লে যে বাপমাকে গাল দেওয়া হয় মা?"

ক'নে বউ তখন শাশুড়ীকে বুঝাইয়া বলিল—"মা, নফরের কথা শুন্‌লেন। আমি ঐ নফরকে উপলক্ষ করে কৃষিকর্ম্ম আর ধানের ব্যবসা কর্‌বো। তুমি আমার গহনা বিক্রয় কর্‌তে অনুমতি দাও।"

গৃহিণী তখন অগত্যা বলিল—"তুমি যেরূপ বুদ্ধিমতী তাতে তুমি সবই কর্‌তে পারো। তবে তোমার গহনাগুলি আবার নষ্ট কর্‌তে আমার প্রাণ কাঁদে, তোমার দেবার আমাদের ক্ষমতা নাই—কিন্তু নেবার বেলায় আছি। এখন তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর মা।"

ক'নে বউ দুই চারি দিনের মধ্যেই একজন স্বর্ণব্যবসায়ীকে ডাকাইয়া আনিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিল, কিন্তু গৃহিণীর অনেক পীড়াপীড়িতে সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পারিল না, ৪।৫ খানি রাখিয়া বিক্রয় করিতে হইল, তাহাতেই প্রায় ১৭০০৲ টাকা পাওয়া গেল। এখন পৌষ মাস, আর বিশেষতঃ এ বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছিল। ক'নে বউ দেড়হাজার টাকায় প্রায় দেড়হাজার মণ ধান্য ক্রয় করিয়া বড় বড় চারিটা গোলা বোঝাই করিয়া রাখিল। এই পরিবারের কিছু লাখরাজ জমীজমাও আছে, সে সকল জমী অল্প খাজনায় প্রজাবিলি ছিল, এখন ক'নে বউয়ের পরামর্শে সামান্য খাজনায় প্রজা[illegible] [illegible] করিয়া সেই সকল জমা প্রজা ছাড়াইয়া খাসে আবাদ আরম্ভ হইল। [illegible] জমীও কতক ছিল, সেই সকল ডাঙ্গায় আলু, ইক্ষু, পাট, [illegible] আবাদের বন্দোবস্ত হইল। নফর বালক হইলেও তাহার বুদ্ধি [illegible] ভাল ভাল কৃষাণ মজুর লইয়া চাষের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ [illegible] শ্যামকুমারও ক্রমে ক্রমে এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত[illegible] সংসার খরচ কিছুই না পাঠাইলেও এখন [illegible]

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি কি চাও? তুমি যা যাইবে—আমি তাই দিব।"

"আমি ভালবাসা চাই—আমি ভালবাসার ভিখারী। ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই চাই না।"

কোন যুবতী মধুর হাসি ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষের সহিত কোন যুবককে উপরোক্ত প্রশ্ন করিল, আর যুবক আনন্দে বিহ্বল হইয়া ঐ উপরোক্ত উত্তর দিল।

যুবক যুবতী যে গৃহে বসিয়াছিল, সে গৃহটি সুন্দররূপে সুসজ্জিত। গৃহটি সুদীর্ঘ এবং নানা প্রকার ফুল ও লতা পাতায় সুন্দর পেণ্ট করা। তাহার এক দিকে একখানি পালঙ্গ, অতি সুকোমল শ্বেত-শয্যায় সুশোভিত। মেজের উপর ফরাসের বিছানা করা, তাহার দুই দিকে সারি সারি সুন্দর তাকিয়া সকল শোভা পাইতেছিল। গৃহের মধ্যে একটা দেরাজ, দুইখানি সুদীর্ঘ আয়না, একটি ঘড়ি, কয়েকখানি ছবি, একটি আন্‌লা, ২।৩ টা সবৈটক বাঁধা হুকা, এবং গৃহে শোভার উপযোগী অনেক কাঁচের পুতুল ও কৃত্রিম ফুলের গাছ ইত্যাদিও যথাস্থানে সজ্জিত ছিল। গৃহটির চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিলেই উহা বেশ্যা-গৃহ বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান হইবে। দেয়ালের ছবি গুলি দেখিতে অতি সুন্দর বটে, কিন্তু নিতান্ত জঘন্য রুচির প্রবর্ত্তক, আর অন্যান্য দ্রব্যাদিও এরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল যে, সে সকল দ্রব্য সুন্দর হইলেও দেখিবামাত্র যেন কোথা হইতে মনে একটা কুভাবের উদয় হয়।

এখন এ যুবক যুবতী কে? যুবক অন্য কেহই নহে, ইনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই রসিক বাবু। আর যুবতী? হায়! এ যুবতীর পরিচয় কিরূপে দিব? কর্ত্তব্যানুরোধ বাধ্য হইয়া লিখিতেছি—এ যুবতী রসুলপুরেরই একজন প্রসিদ্ধ বেশ্যা—নাম বিনোদিনী। সেই রাত্রে রসিকমোহন পত্নী শরৎকুমারীকে পদাঘাত করিয়া এই বিনোদিনীর গৃহেই আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে একবারমাত্র কোন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে গান শুনিবার জন্য এখানে আসেন। এই সূত্রেই বিনোদিনীর সহিত রসিকমোহনের পরিচয় হয়। রসিকমোহনের পরিচয় পাইয়া বিনোদিনী তাঁহাকে সে দিন বিশেষ যত্ন করে। রসিকমোহনও বিনোদিনীর যত্নে ও সুমধুর সঙ্গীতে সন্তুষ্ট হইয়া

ছিলেন। এজন্য বিনোদিনীকে শীঘ্র ভুলিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় লজ্জাশীলা বালিকা শরৎকুমারী স্বামীবশে অক্ষম, সুতরাং সহজেই রসিক-মোহনের মন বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইল।

প্রথম কোন দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে মনকে কোন রকমে প্রবোধ দেওয়া আবশ্যক হয়। কারণ একটা সাফাই না থাকিলে বিবেকের যন্ত্রণা সহ্য করা বড়ই কঠিন। শরৎকুমারী স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া বিশেষ অপরাধ করিয়াছে, সেই কারণ শরৎকুমারীর উপর রসিকমোহনের ভয়ানক রাগ হইয়াছে, সুতরাং এখন শরৎকুমারীর অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্যই যেন রসিকমোহন এই পাপসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইহাতে তাঁহার নিজের কিছুই দোষ নাই, সকল দোষের মূলই শরৎকুমারী। সুতরাং যদি কোন পাপস্পর্শ করে, তবে সে পাপ শরৎকুমারীকেই স্পর্শ করিবে। পাপী প্রথম পাপক্রিয়ায় রত হইলে এইরূপই একটা না একটা সিদ্ধান্ত করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে।

রসিকমোহন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও বাল্যকাল হইতেই বড় বাবু ছিলেন। আর তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া কোনরূপ মানসিক কি শারিরীক কষ্ট সহ্য করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। যৌবনকালে তাঁহার প্রণয়তৃষ্ণা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল, তখন লজ্জাশীলা ক্ষুদ্র বালিকা শরৎকুমারী হইতে তাঁহার সে পিপাসা মিটিল না। সুতরাং পত্নীপ্রণয়ে নিরাশ হইয়াছেন মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া একবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান তখন কোথায় ভাসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নিরাপরাধা বালিকারও কপাল ভাঙ্গিল।

এতদিন রসিকমোহনের সহিত বিনোদিনীর কোন বন্দোবস্ত হয় নাই, আজ সেই বিষয় একটা স্থির হইবে, সেই কারণ আজ এত মধুর হাসি ও এত তীক্ষ্ণ কটাক্ষের ছড়াছড়ি। বিনোদিনীর যাহা কিছু মোহিনীশক্তি ছিল, রসিকমোহনের উপর আজ সকল শক্তিরই প্রয়োগ হইতে লাগিল। আজ বিনোদিনী রসিকমোহনের হাতে স্বর্গ দিতে প্রস্তুত, সেই জন্যই প্রশ্ন করিল—"তুমি কি [illegible], তুমি যা চাইবে, আমি তাই দিব।"

রসিকমোহন আর কিছুই চায় না, তিনি পত্নীর ভালবাসায় নিরাশ হইয়া [illegible]খন সেই ভালবাসা পাইবার জন্য উন্মত্ত। সেই জন্য উত্তর করিলেন—

"আমি ভালবাসা চাই—আমি ভালবাসার ভিখারী। ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই চাই না।"

উপযুক্ত পাত্রীর নিকট উপযুক্ত প্রার্থনাই হইল! যে হাতে স্বর্গ দিতে পারে, সে কি আর তুচ্ছ ভালবাসা দিতে পারিবে না? বিনোদিনী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমি কি এখনও আমার ভালবাসা পাও নাই? আমি যে তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি, তা কি তুমি এখনও বুঝ্তে পার নাই? তোমায় একদিন না দেখ্লে, আমি যে সব অন্ধকার দেখি, সেদিন যে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে কেবল তোমারই জন্ম কাঁদি, তা কি তুমি জান না?"

মায়াবিনী মায়াজাল বিস্তারে অপূর্ব্ব চাতুরী দেখাইয়া সকলকে মোহিত করে। বিনোদিনী কেবল মুখে ভালবাসি বলিয়াই নিরস্ত হইল না—ভালবাসার কথার সঙ্গে সঙ্গে মায়া বিস্তার করিল। কথা বলিতে বলিতে বিনোদিনীর অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। মায়াবিনীর মায়ায় রসিকমোহন মোহিত হইলেন। বিনোদিনীর সেই ছলছল নয়নে, সেই বাষ্প-নিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কি আর তাহার ভালবাসায় রসিকমোহনের সন্দেহ হইতে পারে? রসিকমোহন আদর করিয়া বিনোদিনীর নেত্র মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"বিনোদ, তুমি যে আমায় যথার্থ ভালবাস তা আমার জান্তে বাকি নাই। তুমি ভাল না বাস্লে আমি তোমায় এত দূর ভালবেসে ফেল্বো কেন? এখন আমাদের এ ভালবাসা চিরস্থায়ী হ'লেই বড় সুখের হয়।"

বিনো। আমারও কেবল সেই চিন্তা। তুমি তারই একটা উপায় কর, আর যেন আমায় পাঁচজনের মনযোগাতে না হয়। এখন তুমি ভিন্ন আর আমি কাহারো নই, আর কেউ যাতে আমার ঘরে আর না আসে, এখন তারই একটা উপায় কর। এ উপায় না করলে নিশ্চয়ই আমি বিষ খেয়ে মর্বো।

রসি। আমারও তাই ইচ্ছা বিনোদ। এখন তোমার মাকে একবার ডাক, আমি তাঁর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি, তোমায় মাসে মাসে কি দিতে হবে, সেটাও আমার জানা চাই।

বিনোদ। না—না—এর জন্ত মাকে ডেক না, সে কি আমার মনের অবস্থা জানে? এখনি হুশো পাঁচশো হেঁকে বসবে। তা হ'লে হয়তো তুমি আর আস্বে না, তাতে আমারই প্রাণ যাবে। তোমার সঙ্গে আবার বন্দোবস্ত করবো কি? যাকে মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন সমস্তই অর্পণ করেছি—

তার সঙ্গে আবার তুচ্ছ টাকার বন্দোবস্ত! তোমার যা ইচ্ছা তাই দেবে, তবে আমার খরচপত্র চলে গেলেই হলো।

রসি। মাসে কতটাকা হ'লে তোমার খরচ চলে বিনোদ।

বিনো। বেশী করে খরচ করলে অনেক পড়ে, কিন্তু এখন একজনের উপর যখন সে খরচের ভার পড়লো, তখন ত আর আমি বেশী খরচ করবো না। তুমি আমায় মাসে মাসে একশ করে টাকা দিও, আমি খুব টানাটানি করে সেই টাকাতেই চালিয়ে নেব।

বিনোদিনীর বলিবার কৌশলে এই মাসিক একশত টাকা রসিকমোহনের পক্ষেও অতি তুচ্ছ টাকা বলিয়া বোধ হইল, এবং বিনোদিনী তাহাকে আন্তরিক ভালবাসে বলিয়াই যে এত অল্প টাকায় এরূপ বন্দোবস্ত হইল, এই কথা একবার মনে ভাবিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদের সহিত সেই মাসিক একশত টাকা বন্দোবস্তেই সম্মত হইলেন। বিনোদিনী তখন আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া অহঙ্কারে পুনরায় এক মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া বেশ্যাসুলভ নানা হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং মনে মনে ভাবিল—"মাসে একশ টাকার এত সহজে রাজি করা কি সেই বুড়ো মাগীর কর্ম্ম? মাগী হয়ত দশ গণ্ডা কি বড় জোর সাড়ে বারগণ্ডা টাকা হাঁকিত। বেশি বলতে তার কখনই সাহস হ'ত না। কিন্তু এ যে রকম পড়েছে দেখ্‌ছি, তাতে আরো কিছু বাড়িয়ে বললেও চলতো; যা হক যেমন করে হউক মাসে দুশো টাকা এর কাছথেকে আদায় করে তবে ছাড়বো।"

বিনোদিনী যখন মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতেছিল, রসিকমোহন তখন একদৃষ্টে তাহার সেই গর্ব্বিত মনোমোহিনী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল—"কি আশ্চর্য্য! এ মুখ যতবার দেখি, ততবারই যেন কোন নূতন সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাই। এ এত নূতন নূতন সৌন্দর্য্য কোথায় পায়?"

লিখিতে লজ্জা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুশিক্ষিত যুবকের পরিণাম শেষে এই হইল! যাহার নিকট সমাজ কত নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারের আশা করিয়াছিল, সে এখন একজন ঘৃণিত বেশ্যার মুখ দেখিয়া নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারে নিযুক্ত হইল! যে বিদ্যার—যে শিক্ষার এরূপ শোচনীয় পরিণাম সে বিদ্যায় ধিক্! সে শিক্ষায় শতধিক্!!!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে রসিকমোহন বিনোদিনীকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এদিকে কাজকর্ম্মের প্রতিও তাঁহার আর বিশেষ লক্ষ্য রহিল না, অনেক কার্য্যের ভার ভগিনীপতি রামকুমারের উপর অর্পিত হইল। রামকুমার প্রাণপণে কাজকর্ম্ম করিত বটে, তবে তিনি এ কার্য্যের এখনও কিছুই জানেন না, স্থতরাং অনেকে তাঁহাকে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। কণ্ট্রাক্টের কাজ করা বড় চালাক লোকের কাজ, কারণ অনেক ছোটলোককে লইয়া এ কার্য্য করিতে হয়, এরূপ স্থলে রামকুমারের ন্যায় একজন ভালমানুষের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত হওয়া কোন ক্রমেই সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। পাছে রামকুমার কোন-রূপ চুরি করে, এই কারণ তাহার কোন বেতন ধার্য্য না করিয়া দুই আনা লভ্যাংশ ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু রসিকমোহনের অমনোযোগের দরুণ এখন ব্যবসায় সেরূপ লাভ হইত না, তাহার উপর এখন তাহার খরচপত্রের চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল, স্থতরাং ব্যবসায় বড়ই টানাটানি পড়িল। এই কারণ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া রামকুমার সংসার খরচের কারণ জননীকে কিছুই পাঠাইতে পারেন নাই, কেবল ভবিষ্যতের আশায় মুগ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পাপকর্ম্ম অধিক দিন গোপন থাকে না। ক্রমে রসিকমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে সমস্ত কথা বৃদ্ধ নবকুমারের কর্ণগোচর হইল। নবকুমার পুত্রকে বেশ্যাসক্ত জানিতে পারিয়া ততদূর দুঃখিত হইলেন না, কিন্তু তাঁহার কাজকর্ম্মে অমনোযোগ দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পুত্রকে শাসন করিতে সাহসী হইলেন না, এখন পুত্রের ব্যবসা নিজে তত্ত্বাবধান করিবেন, এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল ধর্ম্মাচরণ বা বুজরুকী ছিল, হঠাৎ সে সকল ত্যাগ করিয়া কিরূপেই বা প্রকাশ্যরূপে পুনরায় বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইলেন। এতগুলি শিষ্যমণ্ডলী বিশেষতঃ শিষ্যাগণের নিকট তখন কি বলিয়া আত্ম রক্ষা করিবেন, ব্রাহ্মণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে ধর্ম্মানুষ্ঠা

নপেক্ষা বিষয়কর্ম্ম তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন তিনি আজকাল করিয়া পুত্রের নিকট আপনার মনোগতভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। সুতরাং সেই ঘটনাতেই রসিকমোহন নিষ্কণ্টক হইলেন।

যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া হইয়া গেল। এই শ্রাদ্ধতেই রসিকমোহনেরও শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধের ব্যয় অল্প হয় নাই, কারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যেরূপ মানসম্ভ্রম ছিল, পুত্র রসিকমোহন শ্রাদ্ধের তদনুরূপই আয়োজন করিয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে তারাসুন্দরীকে পিত্রালয় হইতে আনা হইয়াছিল। কিন্তু তারা-সুন্দরী অধিকদিন বসন্তপুরে থাকিতে পারিল না, কারণ তাঁহার বৈধব্যব্রত ও নিয়মাদি পালনে এখানে অনেক বিঘ্ন জন্মিতে লাগিল। আর তাঁহার নন-দিনীদ্বয় তাঁহাকে কোনরূপ যত্ন না করিয়া বরং নানারূপ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। বিধবার মানসিক যন্ত্রণার উপর ননদিনীর যন্ত্রণা কি সহ্য হইতে পারে? সুতরাং তারাসুন্দরী শ্রাদ্ধের এক সপ্তাহ পরেই পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে কাপড়পুরেও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেখান হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে শ্যামকুমার আসিয়াছিল। শ্যামকুমার এখন আর সে শ্যাম-কুমার নাই, এখানে আসিয়া ৩।৪ দিন অবস্থিতি করিল, এবং যাইবার সময় ভ্রাতাকে দেশে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল, বড়বধূঠাকুরাণী ও ভ্রাতষ্পুত্রদ্বয়কেও সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনেক জেদ করিল, কিন্তু এক বড়বধূঠাকুরাণীর অমত হইল বলিয়া কাহার যাওয়া হইল না। নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র যাইবার জন্য বড়ই কাঁদাকাটি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জননী কোন ক্রমেই তাহাদিগকে যাইতে দিল না। অগত্যা বিষণ্ণমনে শ্যামকুমার দেশে প্রত্যাগমন করিল।

এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক কুটুম্বকুটুম্বিনীরও সমাগম হইয়াছিল, তাহারা দুইদিনের অধিক কেহই তিষ্ঠিতে পারে নাই। কামিনী এবং যামিনী তাহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিয়াছিল। নবকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা কামিনীরই অধিক কষ্টের কারণ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কামিনী শৈশবকাল হইতে পিতার বড় আদরের পাত্রী, কামিনীর যাহা কিছু গর্ব্ব, যাহা কিছু অহঙ্কার, যাহা কিছু দর্প—এই

সকলের মূলই—তাঁহার পিতার অন্যায় আদর ও ...
বিয়োগজনিত শোক সর্ব্বাপেক্ষা কামিনীরই যে অধিক ...
নহে। কামিনীর যেরূপ প্রবৃত্তি তাহাতে সে তাহার পিতৃবিয়োগের
সহিত শরৎকুমারীর একটা সম্বন্ধ স্থির করিল—তাহার মনে মনে বিশ্বাস—এ
লক্ষ্মীছাড়া ছোটলোকের কন্যাকে গৃহে আনা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের
এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিল। সুতরাং এখন এই লক্ষ্মীছাড়া ছোটলো-
কের কন্যার উপর অত্যাচারটাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল।

শ্রাদ্ধের দুই সপ্তাহের পর হইতেই রসিকমোহন নিজমূর্ত্তি ধরিল। রাত্রে গৃহে আসা একবারে বন্ধ হইল। দিবাভাগের অনেক সময় বিনোদিনীর গৃহেই কাটিয়া যাইত। বিনোদিনী সুরাসক্ত ছিল, রসিকমোহনও সুরাসক্ত হইল। ২।৩ মাসের মধ্যেই রসিকমোহন এক জন প্রকৃত মাতাল হইয়া দাঁড়াইল। এত দিন এ সকল বিষয় গ্রামের অন্যান্য লোকের নিকট গোপন ছিল, কিন্তু ক্রমে সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধু তাঁহাকে এই সকল ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিল, কিন্তু রসিকমোহন তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই, সকল দোষের দোষী সেই লজ্জাশীলা, সতত ভয়বিহ্বলা, অন্তর্নিহিত-প্রণয়জ্ঞাপনেঅসমর্থা বালিকা শরৎকুমারী! একজন সুশিক্ষিত যুবকের ইহা অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আর কি হইতে পারে?

ভ্রাতার এইরূপ চরিত্রদোষের জন্য কামিনী ও যামিনী, উভয় ভগিনীই শরৎকুমারীকে দিবারাত্রি যন্ত্রণা দিত, তবে কামিনী ভ্রাতার এইরূপ ... বিশেষ আনন্দিতা, কিন্তু যামিনী সেরূপ আনন্দিতা না হইয়া ... কামিনীর আনন্দের কারণ এই যে ইহাতে শরৎকুমারীর জীবনের ... আশা ভরসা ফুরাইতেছে। ভ্রাতার বারস্ত্রীগমন কামিনী ... করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে ভ্রাতাকে শরৎকুমারীর ... তাহার সুখের সহায় হইতে দিতে পারে না। কামিনীর ... কোন অপরাধই করে নাই, তবে তাহার অপরাধের মধ্যে ... ভ্রাতৃজায়া, এই অপরাধেই কামিনী শরৎকুমারীর চিরশত্রু!

রসিকমোহন যেরূপ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে ... শরৎকুমারীর অবস্থাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ শোচনীয় ...

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবকুমার মৃত্যুকালে অনেক নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই টাকা এখন রসিকমোহনের হস্তগত হইল। সেই কারণ আমরা বলিয়াছিলাম যে নবকুমারের শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে রসিকমোহনেরও শ্রাদ্ধ হইল। এই সময় যদি সেই নগদ টাকা হাতে না পড়িত, তাহা হইলে রসিকমোহন এতদূর অধঃপাতে যাইতে পারিত না। অর্থই সকল অনিষ্টের মূল, রসিকমোহনের জীবননাটক তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন হইতে রসিক বাবু প্রকাশ্যরূপে সকল পাপক্রিয়ায় রত হইত, লোকনিন্দার ভয় আর তাঁহার ছিল না। এই সময় অনেকগুলি ইয়ার ও মোসাহেব তাঁহার সঙ্গে জুটিয়াছিল, তাহারাই তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

আজ রসিকমোহনের এক গার্ডেনপার্টি। আজ ইয়ার ও মোসায়েবে তাঁহার বাগান বাড়ী পরিপূর্ণ। পূর্ব্বদিন হইতেই আয়োজন চলিয়াছে। কে[illegible] গণের বন্দোবস্তে ব্যস্ত, কেহ নানা প্রকার সুরার আয়োজনে নিযুক্ত[illegible] দোষ আহারাদির আয়োজনে ক্লান্ত। বেলা নয়টার সময় হরিচরণ, প্য[illegible]হিত- নদের চাঁদ প্রভৃতি ইয়ারগণ একত্র হইয়াছে। আজ স্নান পর্য্যন্ত এ[illegible] ইহা পুষ্করণীতেই হইবে। সকলেই আগ্রহচিত্তে শ্যামা, বামা, বসন্ত, [illegible] ও গোলাপ প্রভৃতির অপেক্ষা করিতেছে। বেলা সাড়ে নয়টার [illegible]নীই খানি গাড়ি বাগানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেই গাড়ির শব্দে স[illegible]র্জ্জনে প্রফুল্ল হইল। নদেরচাঁদ দৌড়িয়া গিয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থ[illegible]তা। তাহারা অন্য কেহ নয় সম্প্রদায় সহিত দ্বাদশটি বারবিলাসিনী! [illegible]খের

যখন তাহারা হেলিয়া দুলিয়া আর ঝমর্ ঝমর্ শব্দে চা[illegible] সহ্য করিতে করিতে সেই বাগানের বিলাস গৃহে প্রবেশ করিল, তখন[illegible] হইয়া পড়িয়া গেল। আনন্দে সকলের হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সে বে[illegible]কুমারী না পারিয়া সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন [illegible]মিনীর কোলাহলের সঙ্গে কেবল 'বন্দি কি—বন্দি কি' শব্দ মধুরে আর[illegible] নিনাদিত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে গৃহ নিস্তব্ধ হইল। [illegible]লিকা মোহন একজন ভৃত্যকে স্নানের আয়োজন করিতে অনুমতি ক[illegible]ড়াইতে

অল্পক্ষণ মধ্যে রক্তাক্ত কলেবরে সকলেই ভূমিশয্যায় গড়াগড়ি দিল। এইরূপে বাগানের দ্বিতীয় পালা শেষ হইল। যে সুখের এরূপ শোচনীয় পরিণাম— যাহার ফল এরূপ হাতে হাতে—সে ক্ষণিক সুখের জন্য লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, শরীর, মন সকলই নষ্ট করিতে প্রস্তুত হয় কেন? ধন্য সুরা! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি!!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে রসিকমোহনের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল, কারণ একজন ভৃত্য আসিয়া এক অশুভ সংবাদ দিল—"ছোট মা এক শিশি মালিসের অষুধ খেয়ে চোখ মুখ কপালে তুলে রয়েছে—আপনি শীগ্‌গীর আসুন।"

ছোট মা আর কেহ নয়—সেই হতভাগিনী শরৎকুমারী। তখন রসিকমোহনের শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু এরূপ সংবাদে কি স্থির থাকিতে পারেন? রসিকমোহনকে ইয়ারগণকে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিতে হইল। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একবারে স্তম্ভিত হইলেন! দেখিলেন—শরৎকুমারীর আসন্ন কাল উপস্থিত!! মুখশ্রী বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়া স্থির হইতেছে। এখন আর তাহার কোন সংজ্ঞাই নাই। আবার দেখিলেন কেহ সে মুখে এতটু জলের ছিটাও দিতেছে না; কেহ তাহার কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেছে না। আরো শুনিলেন সেরূপ অবস্থায় তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন—"ন্যাকামো দেখে আর বাঁচি না। কাজ করতে হবে বলে ছল করে শুয়ে থাকা হয়েছে। এখনি মুড়ি খ্যাংরার চোটে ন্যাকামো করা ঘুচিয়ে দেবো। ওলো তোর কি মরণ আছে লা যে তুই মরবি? তুই মলেতো আমাদের হাড় জুড়োয়। মরবার এত সাধ যদি হয়ে থাকে, তবে তুই মললো—মর্। আমি আবার ভেয়ের বিয়ে দিয়ে আনবো।"

এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহার উপর ভগিনীর এ সকল ভর্ৎসনা স্বকর্ণে শুনিয়া হঠাৎ শরৎকুমারীর প্রতি রসিকমোহনের দয়া হইল। এরূপ অবস্থায়

কাহার না দয়া হয়? দয়ার আবেগে তখন ভগিনীর প্রতি রসিকমোহনের ক্রোধেরও সঞ্চার হইল। রসিকমোহন সক্রোধে বলিলেন—"দিদি, তোর কি একটু ধর্ম্মভয়—কি একটু আক্কেল্ নাই? তোর শরীর পাষাণের চেয়ে ও কঠিন! শরীরে একটু দয়া মায়া থাক্‌লে সুমুখে একটা মানুষ মরে স্বচক্ষে দেখে, তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা না করে, সেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেউ কি দিতে পারে? তোরই জ্বালাতেই তো এ বিষ খেয়ে মরছে। তুই তো এর মৃত্যুর কারণ।"

কামিনী রসিকমোহনের নিকট জীবনে কখন এরূপ ভর্ৎসিত হয় নাই, সুতরাং তাহার এ সকল কথা যে কিরূপ অসহ্য হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। কামিনী ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার ছাড়িল—"কি আমায় এত বড় কথা! তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস্—মেগের হয়ে কুঁদুল করতে এসেছিস্! তুই কি লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়েছিস্? বাবা যে তোকে এতটাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছিল, তার ফল কি শেষে এই হলো? ছি! ছি! ছি!"

রসিকমোহন কিন্তু তখন সে সকল কথার আর কোন উত্তর না দিয়া শরৎকুমারীর চক্ষে ও মুখে জল দিতে আরম্ভ করিলেন, এই সময় রামকুমার ডাক্তার বাবুকে লইয়া উপস্থিত করিল। তিনি নাড়ী পরীক্ষা এবং সেই মালিসের শিশির আঘ্রাণ লইয়া একটু চিন্তিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ যে ঔষধ প্র[illegible] করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা অনেক কষ্টে খাওয়াইয়া দিলেন। আর [illegible]র সময় বলিয়া গেলেন—"আমায় অনেক বিলম্বে ডাকা হ'য়েছে, এখন [illegible]ীর জীবনসংশয়। তবে যদি এক কোয়ার্টারের মধ্যে বমি হয়, ত[illegible]হইলেও হইতে পারে। এখন উহাকে উঠাইয়া বসাও, কোনমতে [illegible]র না। যেরূপ থাকে পরে সংবাদ দিও।"

[illegible]রব এরূপ কথা শুনিয়া তখন সকলেই দুঃখিত হইল, কেবল কামিনীর [illegible]দের সীমা নাই। সে শরৎকুমারীর মৃত্যু কামনায় ৺কালীঘাটে [illegible]সক করিল, এবং সে স্থান হইতে অন্যত্রে চলিয়া গেল। যামিনী কিন্তু [illegible] আসিয়া শরৎকুমারীকে উঠাইয়া বসাইল, এবং তখন তাহার চক্ষে [illegible]কাটা জলও দেখা গেল—অবশ্য রামকুমারের এ বিষয়ে একটু উপ-[illegible] রসিকমোহনের হৃদয়ও আজ শরৎকুমারীর জন্য প্রথম ব্যথিত

হইবে। এখন অন্যান্য সকলেই তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে অল্পক্ষণ পরেই একবার বমন হইল, সে বমন যদিও অতি সামান্য, তথাচ তাহাতেই অনেকটা জীবনের আশা জন্মিল।

রামকুমার শরৎকুমারীর জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত। কারণ শরৎ-কুমারী কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিত, তাহা রামকুমার সবিশেষ জানিতেন। কিন্তু তাঁহার কোন কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। তবে আপনার পত্নী যামি-নীকে তিনি ইহার জন্য অনেক সময় তিরস্কার করিতেন। যামিনী সেই জন্য ইদানীং প্রকাশ্যরূপে শরৎকুমারীকে আর বড় যন্ত্রণা দিত না। আজ রামকুমা-রের প্রাণ শরৎকুমারীর জন্য কাঁদিতেছে, তিনিই প্রথমে এই সর্ব্বনাশের বিষয় অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারেন, এবং জানিতে পারিয়াই তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যের দ্বারা রসিকমোহনকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া নিজে ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ না লইলে শরৎকুমারীর আর কোন চিকিৎসাই হইত না।

অল্পক্ষণ পরে পুনরায় অধিক পরিমাণে একবার বমন হইল। সে বমিত পদার্থে মাদকের ও [illegible] পর্য্যন্ত পাওয়া গেল, এইবার রোগীর একটু চৈতন্য হইল। এই সময় পুনর্ব্বার ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইল, ডাক্তার বৈঠক-খানায় বসিয়াছিলেন, এবার আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"আর কোন ভয় নাই, এ যাত্রা রোগী রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু [illegible] একে সাবধানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াতে হবে।"

বাস্তবিক এ যাত্রা রোগীর রক্ষা পাইবার আশা হইয়াছে। [illegible] প্রথমে চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই অনেকক্ষণ চারিদিকে বিস্মিতনেত্রে [illegible] করিতেছিল, এখন যেন আর সে শরৎকুমারী নয়—এখন আর তাহার [illegible] না। এই সময় রামকুমার তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতে [illegible] কিন্তু তখন ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইল। রামকু[illegible] খাও, অসুধ না খেলে আরাম হবে কি করে?"

শরৎ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অনেকক্ষণ রামকুমারের [illegible] রহিল। তাহার সেই শুষ্ক ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা [illegible] দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। সকলে আগ্রহের সহিত [illegible] চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময় পুনরায় সেই ওষ্ঠ নড়িল—[illegible]

রেখা নাই। এইবার বালিকা কথা কহিল—"আমি আরাম হবো না—আমি আরাম হ'তে চাইনে।"

রামকুমার আবার বলিল—"ছি! ও কথা কি বল্‌তে আছে?"

শরৎ। "তবে, আমার যে মরণই ভাল, আমি—"

বালিকা আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর বলিতে পারিল না, চক্ষে অশ্রুধারা বহিল, রামকুমার সে অশ্রু মুছাইয়া দিল, তখন বালিকা রুদ্ধ-কণ্ঠে গদ্গদস্বরে বলিল—"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি গো, আমার মর্‌তে বাধা দিও না—আমার বড় সাধে নিরাশ করো না।"

রামকুমার পুনরায় সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"তুমি এই বয়েসেই কেন মর্‌বে শরৎ? তোমার এমন সংসার—তোমার এমন স্বামী এ সকলের মায়া তুমি কি করে ত্যাগ কর্‌বে শরৎ?"

বালিকার শোকসিন্ধু যেন এককালে উথলিয়া উঠিল। স্মৃতির দুঃসহ যন্ত্রণায় বালিকা অস্থির হইল—মুখে আর কথা নাই! অজস্র অশ্রুধারা গণ্ড-স্থল বহিয়া পড়িতেছে, সে কি তখন এ প্রশ্নের উত্তর কথায় দিতে পারে? আপনার সেই ক্ষুদ্র হস্তখানি ধীরে ধীরে আপনার সেই ক্ষুদ্র ললাটে গিয়া স্পর্শ করিল। ইহাতেই প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল, সে উত্তরে সকলে-রই প্রাণ আকুল হইল। রামকুমার তখন কাঁদিয়া ফেলিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে রসিকমোহনকে বলিল—"ভাই, তুমিই এই সর্ব্বনাশের মূল। শরৎ এতদিন তোমার ভগিনীদের সকল অত্যাচার ও তিরস্কার সহ্য করে আস্‌ছিলো, কখন বিরক্তি কর্‌তে দেখি নাই, কিন্তু তোমার অনাদরই তার অসহ্য হয়েছে। এখন তুমি তাকে আদর না কর্‌লে সে আর কারো কথায় অবুঝ থাবে না। তুমি দুই একটা ভাল কথা না বল্‌লে সম্মুখে স্ত্রীহত্যা হয়।"

রসিকমোহনের হৃদয় ত আর পাষাণনির্ম্মিত নয়, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? রসিকমোহন তখন প্রশ্ন করিলেন—"হাঁ শরৎ, আমার অনাদরে কি তোমার কষ্ট হয়েছে?"

শরৎকুমারী এখন আর সে লজ্জাশীলা বালিকা [illegible] নয়। [illegible] সে সম্মুখেও এখন তাহার আর কোন লজ্জাই নাই! শ[illegible] রকা নাই। তোমার অশ্রু মুছিয়া বলিল—"সে কষ্ট তুমি বুঝ্‌তে পার

মরা হয় নাই। [illegible] যাবার পূর্ব্বে কেবল [illegible]তে আরম্ভ করিল। বালিকার

বার মনে হয়েছিল। স্ত্রীলোকের এর চেয়ে কষ্ট আর কি আছে? যদি আমি এখন তোমায় একথা বুঝাইতে পেরে থাকি, যদি আমার নিদারুণ মনোকষ্টের শতাংশের একাংশও তোমায় জানাতে পেরে থাকি—তবে আর আমি পৃথিবীর অন্য কোন সুখই চাই না। আজকের এ মরণে তাহলে আমার সুখের সীমা নাই।”

এ বালিকা এত কথা শিখিল কোথা হইতে? সকলেই অবাক্—সকলেই বিস্মিত! রসিকমোহন স্বপ্নেও একথা কখন মনেও ভাবে নাই। কিন্তু পত্নীর মুখে একথা শুনিয়া আজ আর তাঁহার সেরূপ আনন্দ হইল না, এখনও রসিকমোহনের বিশ্বাস শরৎকুমারীর দোষেই তিনি তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র নষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি বলিলেন—“যা হবার হয়ে গেছে, এখন তুমি অষুধ খাও।”

এই বলিয়া রসিক বাবু ঔষধের পাত্র পত্নীর মুখের নিকটে আনিলেন। শরৎকুমারী তখন কম্পিত স্বরে বলিল—“তোমায় একবার দেখ্‌লে কি আর মর্‌তে ইচ্ছে করে? আর তুমি যে আমার সাক্ষাৎ দেবতা, তোমার কথা কি আমি অমান্য কর্‌তে পারি?”

এই বলিয়া শরৎকুমারী ঔষধ সেবন করিল। বামকুমার পুনরায় আরম্ভ করিল—“আত্মহত্যা মহা পাপ, যে আত্মহত্যা করে, নিশ্চয়ই তাকে নরকে যেতে হয়।”

শরৎকুমারীর মুখ ফুটিয়াছে, কেহ তাহাকে এত কথা পূর্ব্বে কখনও, কহিতে দেখে নাই। শরৎ অমনি বলিল—“হাঁ দাদা, যে পাপিনী স্বামী সুখে বঞ্চিত, আত্মহত্যা কি তার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না?”

আজ আর কেহই শরৎকুমারীর মুখের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। [illegible] অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া বালিকার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে [illegible] আজ বিন্দুমাত্র বারি পড়িয়াছে। যে হৃদয়ের স্রোত এতদিন [illegible] ছিল, সে স্রোত আজ বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে! যে ফোয়ারার মুখ বহুকাল [illegible] ছিল, আজ [illegible] সে ফোয়ারার মুখ কে খুলিয়া দিয়াছে। শরৎকুমারীর [illegible] এখন এক নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে প্রাণ রহিল। তাহার সেই [illegible]র সম্মুখে অনেক মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল, যে শরৎকুমারীর কোন দোষ নাই, সকল দোষের চাহিয়া রহিয়াছে, [illegible] সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ভগিনী কামিনী!

শরৎকুমারী সে যাত্রা রক্ষা পাইল,কিন্তু এখনও কামিনীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল না। কামিনী এখন শরৎকে গোপনে যন্ত্রণা দিবার নানা নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অসহায়ের সহায় যিনি—দুর্ব্বলের বল যিনি—অনাথের নাথ যিনি—সেই সর্ব্ববিপদভয়ভঞ্জন ভগবানের এখন শরৎকুমারীর প্রতি কৃপা হইয়াছে, সুতরাং এখন সে সকল বিষয় আর গোপন থাকিত না। কারণ এখন যামিনী পর্য্যন্ত সকলেই শরৎকুমারীর পক্ষ। প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা রসিকমোহনের কর্ণগোচর হইত, কিন্তু এই বিষয় লইয়া ভ্রাতা ভগিনীকে আর কোন কথা বলিত না। কামিনী স্বভাবগুণে কিন্তু ভ্রাতাকেও গোপনে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিত। এইরূপে বিরক্ত হইয়া রসিকমোহন ভার্য্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন এবং সে কথা সেই দিনই শরৎকুমারীকে জানাইলেন।

রসিকমোহনের এখনও চরিত্রদোষ যায় নাই, এ দোষ একবার মনুষ্য-চরিত্রে স্পর্শ করিলে কখনও কি এক কথায় যায়? তবে সমস্ত রাত্রি গৃহে না থাকিলেও শরৎকুমারীর সহিত এখন তাঁহার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইত, এবং তিনি সে সময় তাহার সহিত ভাল ব্যবহারই করিতেন। শরৎকুমারীর তাহাতেই আনন্দের সীমা ছিল না। এইরূপে নির্জ্জনে স্বামীমুখে তাঁহার মনের কথা শুনিয়া শরৎ বলিল—"তুমি কেন আমার জন্য বড় ঠাকুরঝীর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বে? তাঁহার কথায় আমার কোন কষ্টই হব না। আমি তোমায় যদি দিনান্তে একবার দেখ্‌তে পাই, তবে এমন একশো ঠাকুরঝীর মুখনাড়া খেয়েও আমি সুখে থাকতে পারি। আমি বাপের বাড়ী যা'ব না।"

রসিকমোহন সে কথা শুনিয়া বলিল—"হায় শরৎ! তোমার এমন গভীর প্রণয়কথা সে সময় কোথায় ছিল? সে সময় একটি ভাল কথার জন্য যে আমি কত মাথা খুঁড়িয়াছি। এখন অসময়ে এ দুর্ব্বল কলঙ্কিত হৃদয়ে তোমার ও প্রণয়বেগ কি আর ধারণা করতে পারি? আমি তোমায় এত ভালবাস্‌তে চেষ্টা করি, ভালও বাসি, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ তোমার হতে পারি নাই। যত চেষ্টা করি, যেন নিষ্ফল হই। আমি তোমায় পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে পরে সেখানে যাব, এ প্রলোভনের নিকটে থাক্‌লে আর আমার রক্ষা নাই। তোমায় সেখানে পাঠাবার এই প্রধান কারণ।"

শরৎকুমারীর গণ্ডস্থল বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে আরম্ভ করিল। বালিকার

অদৃষ্টে কি এত সুখ আছে ?, একটী অনুরোধ বালিকার মনে তখন হঠাৎ উদয় হইল, বালিকা করুণস্বরে ও কম্পিতহৃদয়ে অনুরোধ করিল—"তবে তুমি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চল। তুমি যেখানে স্বর্গ সেখানে।"

রসিকমোহন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি যেখানে স্বর্গ সেখানে।—মিথ্যা কথা। বরং আমি যেখানে ভয়ানক নরক সেখানে। আমি ত নরকের কীট—আমার মতন নারকী আর কে আছে ?"

শরৎ। আমার বিশ্বাস তুমি ছাড়া আমার স্বর্গই হতে পারে না। সে স্বর্গ কেমন তা আমার মনের ভিতর আসে না। আর তুমি ছাড়া যদি স্বর্গ থাকে, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি যে সে স্বর্গও আমি চাই না—আমি তোমার নরকই চাই।

রসিকমোহন স্তম্ভিত। একি তাঁহার সেই শরৎকুমারী! অনেকক্ষণের পর বলিলেন—"শরৎ, তুমি জান আমি অন্যাসক্ত, বারনারীগমন আমার দৈনিক কার্য্য, আমার নিজের কার্য্যে নিজের ঘৃণা হয়, আর তোমার এরূপ স্বামীকে ঘৃণা হয় না ?"

শরৎ। তোমায় ঘৃণা হবে কেন ? তোমার শতসহস্র দাসী যদি থাকে, তবে তাদের মধ্যে আমায় একজন বলে গণ্য করলেই আমি যথেষ্ট মনে করি। তোমার চরিত্রদোষ দেখতে আমি চাই না। কেউ যেন আমায় সে দোষ দেখাতে আসে না। যে দিন সে দোষ দেখবার আমার ইচ্ছে হবে, সেদিন যেন আমি অন্ধ হই। তোমার মুখে যে সকল কথা শুনছি, আমি এর বেশী কিছু আশা করি না। তবে যে তোমায় আমার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেম, তার অন্য কারণ আছে, আমার মাবাপ তোমায় দেখবার জন্য পাগল। তাঁরা অতি গরীব, তোমায় নিয়ে যাবার ক্ষমতা তাঁদের নাই, তুমি সঙ্গে গেলে তাঁরা কত আহ্লাদ করবেন।"

রসিক। স্ত্রীলোকের প্রণয় যে এতদূর নিঃস্বার্থ হতে পারে, তা আমার বিশ্বাস ছিল না। তা শরৎ, তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি যাবার এক সপ্তাহ পরেই আমি যাব, এখানে অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট আছে, আমি গিয়ে কিছুদিন সেখানে থাকবো, সুতরাং সে সকল না মিটিয়ে কি করে যাই।

শরৎ। তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর; আমি ছেলেমানুষ, আমি কি সকল কথা তোমার মতন বুঝতে পারি ?

সরলহৃদয়া বালিকা সরল মনে সরল কথাই কহিল। তখন কে জানে এই ঘটনাতেই পুনরায় গরল উঠিবে? সাবধান! শরৎকুমারী সাবধান! তোমার হারানিধিকে এ সময় আর চক্ষের আড়াল করিও না। কিন্তু আমাদের কথা শরৎকুমারী শুনিল না, সে স্বামীর অনুমতি পাইয়া প্রফুল্লমনে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। রসিকমোহন সেখানকার সমস্ত খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে পর কামিনীর ক্রোধের আর সীমা ছিল না, কারণ সে জন্য তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করা হয় নাই। কামিনীর এরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা জীবনে কখন হয় নাই। তাহার সেই অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব এতদিন পরে ক্ষুণ্ণ হইল, তাহার সেই অসাধারণ গর্ব্ব এতদিন পরে খর্ব্ব হইল। কামিনী স্বহস্তে আপন বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে, তত্রাচ এ সকল সহ্য করিতে পারে না। শরৎকুমারীর সেই বিষপান দিন হইতে কামিনীর হৃদয়ের ভিতর প্রবল ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু তাহার বাহ্য আকারে সে ভয়ঙ্কর ভাব কিছুই প্রকাশ হয় নাই। কামিনী একবারে কতকটা শুম্ হইয়া গিয়াছিল, মহা প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ শান্তভাব ধারণ করে, কামিনীর কয়েকদিনের বাহ্য ভাবও সেইরূপ।

যেদিন শরৎকুমারী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, সেইদিন প্রথম এই শান্তভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। প্রথম কামিনীর পিতৃশোক উথলিয়া উঠিল, পিতার উদ্দেশে অনেকক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কেহই তাহাকে আর সান্ত্বনা করিল না, কেবল যামিনী একবার মাত্র দুই একটী সান্ত্বনা বাক্য বলিয়াছিল। আর কতক্ষণ কাঁদিবে? বিনা সান্ত্বনায় নিজেই ক্ষান্ত হইল। তাহার পর কামিনী নিজ মূর্ত্তি ধরিল, কাহাকে কোন কথা না বলিয়া সাংসারিক দ্রব্যাদির উপর আপনার ক্রোধ মিটাইতে আরম্ভ করিল। ঘটি, বাটি, ঘড়া, থালা প্রভৃতি ভাঙ্গিতে লাগিল; চাউল, ডাউল, তৈল, লবণ প্রভৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে নানাপ্রকার অত্যাচার ঘড়িল,

আরম্ভ হইল। রসিকমোহন এই সমস্ত কথা শুনিলেন, তাঁহার এ সকল অত্যাচার তখন অসহ্য বোধ হইল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে হউক ইহার অন্যায় অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে এ সংসারের আর মঙ্গল নাই। সুতরাং তিনি কামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার এরূপ অন্যায় অত্যাচার আমরা আর সহ্য কর্‌তে পারি না।"

কামিনী সক্রোধে বলিল—"এখন তুই আমাকে আর দেখ্‌তে পার্‌বি কেন? এখন তুই যে মেগের বশ হয়েছিস্। তোকে নিশ্চয় অষুধ করেছে, সেই মড়ুইপোড়া মিন্সে তোর শ্বশুর—আর সেই বাগ্‌দিনী মাগী তোর শাশুড়ী, এরাই তোকে কি করেছে। তাদের একবার পাই ত ঝাঁটা মেরে সোজা করি।"

রসিক। দেখ, তুমি আমাকে যত পার গাল্ দাও, আমার স্ত্রীকেও যত পার গাল্ দাও, আমি কোন কথা বল্‌বো না, কিন্তু সে গরীব বুড়ো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বিনা অপরাধে অমন করে গাল্ দিও না। তাদের গাল্ দিলে তোমার ভাল হবে না।

কামি। ও কালামুখো—ও মাগমুখো—লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বসেছিস্। শ্বশুর শাশুড়ীর হয়ে ঝগড়া কর্‌তে কি তোর একটু লজ্জা হলো না? তুই একবারে গোল্লায় গেছিস্।—তুই ডাইনীর মায়ায় ভুলেছিস্। তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর্।

রসি। আমার এখনই গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত বটে, কিন্তু তার আগে তোর্ ও মরা উচিত। তুইত আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্, তোরই জন্য আমার্ ধর্ম্ম গেল, অর্থ গেল, সংসার গেল, সুখ গেল—সকলি গেল। তোর্ মরা আশু উচিত।

কামিনী। বটেরে পোড়ার মুখো—বটে। আজ তোর সংসারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি চল্লুম। দেখি, আমি গেলে তোর কত সুখ হয়।

তৎক্ষণাৎ যেন উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিরূপে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সঞ্চিত অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া এবং সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পাইল, সমস্ত নষ্ট করিয়া কামিনী গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেল। সে সময় সকলেই যেন হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, কেহ সেই সর্ব্বপ্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির নিকট যাইতে সাহসী হইল না!

সে দিন কামিনীর আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না, পর দিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, কামিনী তাহার মাসীর বাড়ী গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এই ঘটনায় রসিকমোহনের মন অত্যন্ত অপ্রফুল্ল হইল, সুতরাং সেই অপ্রফুল্ল মনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি পুনরায় বিনোদিনীর শরণাগত হইলেন। আবার সুরার স্রোত চলিল, আবার ইয়ার জুটিল, আবার শরৎকুমারীর কপাল ভাঙ্গিল। এক সপ্তাহ পরে রসিকমোহনের শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু একসপ্তাহের স্থানে চারি সপ্তাহ হইল, অদ্যাপিও রসিকমোহনের সে প্রতিজ্ঞা পালন হইল না। মধ্যে মধ্যে শরৎকুমারীর কথা যখন মনে হইত, তখন তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইত বটে, কিন্তু সে ক্ষণিক, সুতরাং ক্রমে ক্রমে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল। এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল, রসিকমোহনের আর শ্বশুরালয়ে যাওয়া হইল না।

ক্রমে পিতৃধন নিঃশোষিত হইয়া আসিতে লাগিল। নিজের ব্যবসায় এখন সেরূপ উপায় আর হয় না, কাজেই অর্থের বড় টানাটানি পড়িল। তখন আর ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান রহিল না। অনাটন হইলে চঞ্চলচিত্ত লোকের কি ধর্ম্মভয় থাকে? যে কোন উপায়ে হউক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে এখন রসিকমোহন সন্তুষ্ট হইতেন, এবং সেই টাকার দ্বারা কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতেন। তাঁহার মনে যেটুকু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে যদি রসিকমোহন বসন্তপুর ত্যাগ করিয়া শরৎকুমারীর সহিত তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া আসিতেন, তাহা হইলে ক্রমে তিনি কুসঙ্গ ছাড়িয়া পুনরায় সৎপথে আসিতে পারিতেন, কিন্তু দৈব ঘটনায় তাহা হইল না।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে রসিকমোহন ও অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইলেন। এমন সময় একদিন প্রাতে অকস্মাৎ চারিদিক হইতে পুলিশ আসিয়া রসিকমোহনের বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ একজন ইনিস্পেক্টার তিন চারি জন অন্য কর্ম্মচারীর সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। রসিকমোহন ও রামকুমার তখন বৈঠকখানাতেই ছিলেন, রামকুমার হঠাৎ পুলিশ কর্ম্মচারীর আগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বাহিরে আসিলেন। আর এই সময় রসিকমোহন পলায়নের সুবিধা দেখিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বৃথা হইল, পুলিশের লোকেরা একবারে বৈঠকখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া পড়িল,

এবং কম্পভাবে জিজ্ঞাসা করিল— [illegible]
মুখোপাধ্যায় কাহার নাম ?"

রামকুমারের মনে কোন পাপ ছিল না। তিনি নির্ভীক হৃদয়ে বলিলেন— "আমার নাম রামকুমার আর এই বাবুর নাম রসিকমোহন।"

ইনিস্পেক্টার বাবু তখন দুইখানি কাগজ বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন— "তোমাদের দুই জনের নামে গেরেপ্তারী ওয়ারেন্ট আছে।"

রামকুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অপরাধ ? ফরিয়াদী কে ?"

ইনিস্পেক্টার উত্তর করিলেন—"ফরিয়াদী গবর্ণমেণ্ট আর অপরাধ জাল করা। তোমরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একখানা হাজার টাকার চেককে দশহাজার টাকা জাল করে দশহাজার টাকাই বাহির করিয়া লইয়াছ।"

এতক্ষণ রসিকমোহনের মুখে কথা ছিল না, এইবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"মিথ্যা কথা। সে চেক দশহাজার টাকারই ছিল।"

ইনি। সত্য মিথ্যা বিচারে প্রমাণ হ'বে। এখন তোমরা আমার আসামী। আমি তোমাদের গ্রেরেপ্তার করলাম।"

রামকুমার অবাক্ হইলেন, রসিকমোহনের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া তাঁহার বড় সন্দেহ হইল। আজ এক সপ্তাহ হইল রসিকমোহনের নামীয় একখানা দশহাজার টাকার চেক তিনিই রসিদ দিয়া টাকা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। সে চেক জাল কি না সে সম্বন্ধে তখন তাঁহার কোন সন্দেহই হয় নাই। এই আকস্মিক বিপদে তিনি কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রসিকবাবুর ইয়ারবন্ধুগণকে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু সে দিন আর কেহই আসিল না, গ্রামের আত্মীয় বন্ধু সকলেও একটা না একটা ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে এখন তাহারা কেহই আসিতে পারিবে না।

যে পুলিশ কর্ম্মচারীরা ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা কলিকাতা পুলিশের অন্তর্গত, সুতরাং আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া তাহারা কলিকাতায় লইয়া চলিল। রসিকমোহন ও রামকুমার মোকর্দ্দমা চালাইবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিলেন না। এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, যামিনী তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নগেন্দ্র

ও খগেন্দ্র ... কুন্ত্র, তুমি জ্ঞানী—আমি মূর্খ, আর
পদ স্বচক্ষে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহা...
কিন্তু এই সময় রসিকমোহনের একজন ভৃত্য আসিয়া ...
াইয়া গেল। রসিকমোহন সেই ভৃত্যকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমার
ক্তির জন্য তোমারা কোন চেষ্টা করো না, কিন্তু আমার যাহা কিছু আছে,
র্ব্বস্ব বেচিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের মুক্তির চেষ্টা করবে।"

সেই দিন এই কথা লইয়া গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, রসিকমোহনের বাড়ী সে দিন আর হাঁড়ি চড়িল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা অনেকদিন শ্যামকুমার ও ক'নে বউয়ের সংবাদ লই নাই। াইবার সে সংবাদ লইব।

যখন মানুষের সময় ভাল হয়, তখন চারিকেই সুবিধা হইতে থাকে, আর ন্দ সময় পড়িলে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও চারিদিক হইতে অমঙ্গল ঘটে। 'নে বউ যে ধান কিনিয়া রাখিয়াছিল, পরবৎসর সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় াহার মুল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। কৃষিকার্য্যেও বিলক্ষণ লাভ দেখা গেল, াইরূপে সে বৎসর বাণিজ্যে ও কৃষিকর্ম্মে প্রায় দুই হাজার টাকা লাভ হইয়াছল। এখন মুখুয্যে পরিবারের আর কষ্ট নাই, আবশ্যক সংসার খরচ াদে প্রতিবৎসর সমস্ত টাকাই পুনরায় ব্যবসায় ও কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত হইতে াগিল। শ্যামকুমার এখন সম্পূর্ণ সংসারী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তত্রাচ রোপকার করিবার সুযোগ পাইলে কখনই সে সুযোগ ছাড়িত না। শ্যাম ।খন আর কোন নেশা করে না, এখন আর ভদ্রসমাজে যাইতে তাহার য় হয় না, গ্রামের মধ্যে এখন একজন মান্যগণ্য হইয়াছেন। ক'নেবউ ভতরে ভিতরে অনেক কাজই করিত, ব্যবসা এবং সাংসারিক সকল বিষয়েই আয়ব্যয় সম্বন্ধে সমস্ত হিসাব স্বহস্তে রাখিত, কিন্তু স্বামীর মানের লাঘব ইবে বলিয়া সে কথা কাহাকেও জানিতে দিত না। শ্যামকুমারের কোন ভিমান ছিল না, সুতরাং সে অম্লানবদনে স্ত্রীর নিকট সকল কার্য্য ানিত, এবং তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিত না।

ক'নে বউ গৃহিণীকে কিরূপে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, তাহা জানিতেন, সেই কারণ একদিনের জন্য তাঁহার সহিত কথান্তর হয় নাই। কেবল গৃহিণী কেন নিজ বাড়ীর এবং গ্রামে ছোট বড় ভদ্র ইতর কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ক'নে বউ জানিত, এই কারণে সকলেই তাহার প্রশংসা করিত।

একদিন বৈকালে শ্যামকুমার ক'নে বউকে বলিল—"সুশীলা, এইবার তোমার যে সকল গহনা নষ্ট হয়েছে সেগুলি তৈয়ার করতে দাও।"

ক'নে বউ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"কেন গহনা না পর্‌লে বুঝি আমায় দেখ্‌তে ভাল দেখায় না? বোধ হয় আমার নিজের রূপ তোমার আর ভাল লাগে না। সেই জন্য গহনার কাছে রূপ ধার কর্‌তে পরামর্শ দিচ্ছো।"

শ্যাম। না সুশীলা, সেজন্য নয়। তোমার যে রূপ আছে, তাই ভাল, আমি তার বেশী চাই না। তবে তোমার গহনা তুমি আমাদের জন্য নষ্ট করেছ, তাই এ কথা বল্‌ছি।

ক'নে। আমার যে রূপ আছে, তার বেশী রূপ যখন তুমি চাও না, তখন আমার গহনায় আর দরকার কি? গহনা গায় না থাক্‌লেওত তুমি ভাল বাস্‌বে?

শ্যাম। তোমায় ভালবাস্‌বো না সুশীলা, তবে ভালবাস্‌বো কাকে? তুমি আমার সকল সুখের মুল। তুমি আমার কেবল স্ত্রী নও, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, তুমি আমার অন্নদাত্রী, তুমি আমার শিক্ষয়িত্রী, তুমি আমার মন্ত্রী, তুমি আমার বন্ধু—তোমায় ভালবাস্‌বো না ত কা'কে ভালবাস্‌বো সুশীলা?

ক'নে বউ তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিল—"ছি ওসকল কথা কি বল্‌তে আছে, আমি তোমার আর কিছুই নয়, কেবল আমি তোমার দাসী। কিন্তু ভা'বনে আমি গদার মার মত দাসী নই, যে মনে কর্‌লেই ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে। আর আমাদের উভয়ের সুখদুঃখ, বিপদসম্পদ যখন একসূত্রে গাঁথা, তখন তুমি আমি সকল বিষয়ে এক না হলে সংসার চল্‌বে কেমন করে? তুমি নীচে থাক্‌লে আমি তোমায় হাত ধরিয়া আমার কাছে তুলিয়া লইব; আমি নীচে নামিয়া গেলে তুমি আমার হাত ধরিয়া তোমার কাছে তুলিয়া লইবে। তা হ'লেই তোমায় আমায় এক হইয়া যাব। তোমায়

আমার এক বটে, তত্রাচ তুমি বড়—আমি ক্ষুদ্র, তুমি জ্ঞানী—আমি মূর্খ, আর তুমি প্রভু—আমি দাসী।"

শ্যাম। তুমি যাই বল, আমি তোমার কাছে যে উপকার পেয়েছি, তা কি কখন ভুল্‌তে পারি?

ক'নে বউয়ের অধর প্রান্তে ঈষৎ বৈদ্যুতিক হাসি খেলিয়া গেল, কিন্তু সে হাসি অর্থশূন্য নয়, কারণ ক'নে বউ তৎক্ষণাৎ বিষণ্ন ভাবে বলিল—"তবে কি আমি কোন উপকার করেছি বলে, তাই আমায় ভালবাস? স্ত্রী বলে ভাল-বাস না?"

শ্যাম। না সুশীলা তা নয়। পূর্ব্বে তোমায় ভাল বাস্‌তাম না, বরং ভয় কর্‌তাম, তোমার নাম শুনলে আমার বুক দুড়্‌দুড়্‌ কর্‌তো, আর প্রাণে কেমন ভয় হতো। তার পর যখন এখানে এলে, তখন ভয় একবারে গেল, বরং তোমার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হলো। তারপর তোমার কি মোহিনী শক্তি আমি জানি না, এখন দেখ্‌ছি তুমি ছাড়া আমি কিছুই নয়, এক মুহূর্ত্ত আর তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারি না।

ক'নে। ঈশ্বর করুন, অনন্ত জীবনেও যেন এ ছাড়াছাড়ি না হয়।

এই সময় বাহির হইতে "শ্যামবাবু—শ্যামবাবু" বলিয়া কে ডাকিতেছিল, শ্যামকুমার বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু শ্যামকুমার বাহিরে যাইতে না যাইতেই গৃহিনী ও শরৎকুমারী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। শরৎকুমারীর পিত্রালয় যে কাপড়পুর সে কথা পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

গৃহিনী আসিয়া অমনি তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল—"দেখ মা, ওপাড়ার বিন্দুর একটি সোনারচাঁদ ছেলে হয়েছে, আমার বড় সাধ মা, তোর কোলে তেম্নি একটি দেখে মরি, তোর মা সবই ভাল, এখন একটি ছেলে বিইয়ে দেনা মা।"

ক'নে। কেন মা, আমার কি ছেলে নাই?

গৃহি। সে কি মা! তোর আবার ছেলে কই—তুই না বিইয়ে কামায়ের মা হয়েছিস্‌ না কি?

ক'নে। কেন নগেন খগেন কি আমার ছেলে নয়?

গৃহিণী তখন একটু অপ্রস্তুত হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—"তারা প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাকুক, তারা তোমার ছেলে বটে, তবু তত্রাচ আর মা বলে ডাক্‌বে না?"

ক'নে। মা বলে ডাক্‌বার জন্য যদি ছেলের আবশ্যক হয়, তবে নফর-চন্দ্রত আছে মা।

ক'নে বউয়ের এই কথা শুনিয়া গৃহিণীর আর আনন্দের সীমা নাই, তৎক্ষণাৎ—"নফরকে এ কথা বলিগে—" বলিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী নফরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এখন আর সে গৃহিণী নাই, তাহার চক্ষুরূপ প্রস্রবণ অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার জিহ্বারূপ মেশিন এখন আর দিবারাত্র চলে না। এমন কি গৃহিণীর মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এ মূর্ত্তি আনন্দময়ী!

গৃহিণী চলিয়া গেলে পর ক'নে বউ শরৎকুমারীকে বলিল—"তুমি আজ অত বিষন্ন কেন বোন্?"

এখানে আসিয়া অবধি শরৎ প্রায়ই ক'নে বউয়ের নিকট থাকিত, এবং প্রাণের সকল কথাই তাহাকে বলিত, কারণ তাহাকে প্রাণের কথা বলিলে যেন অনেকটা সুখবোধ হইত। শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কি জানি কেন আমার প্রাণ আজ সকাল থেকে বড় ব্যাকুল হয়েছে। কোন কাজ আজ আর ভাল লাগে না, তাই দিদি, তোমার কাছে এলাম। হাঁ দিদি, প্রাণের ভিতর এমন করে কেন বলতে পারো?"

শরৎকুমারীর চক্ষু দুইটী ছল ছল করিতে লাগিল, দুই বিন্দু অশ্রু পতনোন্মুখ হইল। শরৎ সেই বিষণ্ণ মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইল, সে দৃশ্য দেখিয়া ক'নে বউয়ের হৃদয় ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু ক'নে বউ সে ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"রসিক বাবু আসেন না বলে কি তোমার প্রাণের ভিতর এমন কচ্ছে? কিন্তু বোন, তুমিত তাঁকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে সর্ব্বদাই পূজা কর, তবে তিনি নাই বা এলেন, তুমি কেন মনে মনে সেই-রূপ ধ্যান কর না। দেবতাকে কি আমরা পাপ চক্ষে দেখ্‌তে পাই?"

শরৎ। হাঁ দিদি, তবে স্বামী কি দেবতা নয়?

ক'নে। স্বামী দেবতা বটে, কিন্তু এ দেবতাকে কেবল মনে মনে পূজা আর ধ্যান করে তৃপ্তি হয় না। তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আবশ্যক হয়। আর অনেক সময় তাঁকে আবার মেজেঘসে দেবতা করেও নিতে হয়। তোমার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য নাই। এ সকল দেবতার চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি না রাখলে অনেক সময় দেবদর্শন ঘটে না, তাই প্রাণের ভিতর কেমন করে।

শরৎ। হাঁ দিদি, আমার সে বিষয় দেখ্‌বার দরকার কি?

ক'নে। এই দর্শনলাভের দরকার থাক্‌লেই সে বিষয় দেখ্‌বার দরকার হয়, তা নহিলে আর কিসের দরকার বোন্? আচ্ছা শরৎ, তুই ভাই, সত্যি করে বল্ দেখি, রসিক বাবুকে দেখ্‌বার জন্য তোর প্রাণ কাঁদে কি না?

শরৎকুমারীর চক্ষু দুইটি আবার শিশিরসিক্ত প্রভাতকমলের ন্যায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। মুহূর্তের মধ্যেই দুই একটি মুক্তাফল নয়নপ্রান্ত হইতে গণ্ডদেশে পড়িল। এই পবিত্র শোকাশ্রুই ক'নে বউয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, শরৎকুমারীকে আর কোন উত্তর দিতে হইল না। ক'নে বউ আপন অঞ্চলে সে অশ্রু মুছাইয়া দিল। শরৎকুমারী একটু সুস্থির হইয়া বলিল—"দিদি প্রাণ দিলেও কি এখন একবার দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?"

বলিতে বলিতে শরৎকুমারী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। ক'নে বউ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি চুপ কর, তোমার মতন সতীলক্ষ্মী কখনই কষ্ট পাবে না, তোমার যেরূপ পতিভক্তি এরূপ পতিভক্তি আমি কখন দেখি নাই, তোমার স্বামী বারস্ত্রীগমন কর্‌লেও যখন তোমার কোন কষ্ট হয় না, ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাক্‌লেও যখন তুমি তাকে দেবতাস্থানে পূজা কর্‌তে পার, তখন তোমার পতিভক্তির তুলনা কোথায়? এরূপ পতিভক্তি যার —বিধাতা কি তাকে পতিসুখে বঞ্চিতা রাখ্‌তে পারেন? তুমি নিশ্চয় জেনো, দুদিন পরেই হউক, আর দুমাস পরেই হউক, তোমার রসিকমোহন তোমারই হবে। তবে যে কদিন অদৃষ্টের ভোগ আছে, সে ক'দিন ভুগ্‌তে হবে।"

ক'নে বউয়ের এইরূপ সান্ত্বনায় শরৎ অনেকটা সুস্থির হইল, এই সময় শ্যামকুমার একখানি পত্র হস্তে বিষণ্ণ মনে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্যামকুমারের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ক'নে বউ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ তোমার মুখ এত বিষণ্ণ হলো কেন? কোন অশুভ সংবাদ আছে না কি?"

শ্যামকুমার এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কেবল পত্রখানি স্ত্রীর হস্তে দিল, এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। ক'নে বউ পত্রখানি কম্পিত হস্তে ও কম্পিত হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

শ্রীচরণেষু—

সেবকের নিবেদন এই—আমরা বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া মহাশয়কে জানা-

হতেছি যে অদ্য প্রাতে পুলিশের লোকে বাড়ী ঘেরিয়া পিতা মহাশয় ও মাতুল মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, তাঁহাদিগকে কোন জালিয়াতি মোকর্দ্দমার আসামী করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট-লোকের চক্রান্তে পড়িয়া তাহারা এই ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। এখানে আমাদের কোন অর্থবল কিম্বা লোকবল নাই, আমরা নিতান্ত বালক, এ বিপদে যাহা কিছু ভরসা সকলই আপনি। এখন আপনাকে জানাইলাম, যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। এই লোকমুখে বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পুঃ। মাতুলানী ঠাকুরাণীকেও এ সংবাদ দিবেন, এবং তাঁহার পিতাকে একবার এবাটীতে পাঠাইয়া দিবেন।

পত্র পাঠ করিয়া ক'নে বউ একবারে স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তিনি সে সময় কোনরূপ ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া স্থিরচিত্তে বলিলেন—"এ নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোকের চক্রান্ত! ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হবে। এখন মোকর্দ্দমার ভালরূপ তদ্‌বির কর্‌লেই বিচারালয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ হবে। এর জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে সময় নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে না, যে লোক এ'সেছে, তাকে শীঘ্র ডেকে আন, আমি একবার ভাল করে শুনি।"

শ্যামকুমার তৎক্ষণাৎ সেই লোককে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল। এতক্ষণ শরৎকুমারী অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, তাহার প্রাণের ভিতর যে যন্ত্রণা ভোগ হইতেছিল, তাহাতেই তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, তত্রাচ এখনও শরৎকুমারী জানিতে পারে নাই, যে তাহারই সর্ব্বস্বধন এখন পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। কাহার একটা কোন বিপদ হইয়াছে, এতক্ষণ শরৎকুমারী এইমাত্র বুঝিয়াছিল, কিন্তু সেই ভৃত্যকে দেখিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, ভৃত্য তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বর্ণন করিল।

শরৎকুমারী অগ্রে স্থির হইয়া সমস্ত কথা শুনিল, মুখে কোন কথা নাই, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পাইল না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক যত্নে শরৎকুমারীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তখন ক'নে বউ তাহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিল—"তাঁহারা যদি পাপী না হন, তাহলে কোন ভয়ই নাই। আর যখন কলিকাতায় এই মোকর্দ্দমা, তখন আমার বিলক্ষণ সাহসও হয়েছে, আমি তাঁহাদের উদ্ধার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করবো, আর আমার বিশ্বাস আছে যে আমি ইহাতে কৃতকার্য্য হব।"

সকলেই অবাক্ হইয়া ক'নে বউয়ের মুখের প্রতি চাহিল। শ্যামকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমি স্ত্রীলোক, তুমি কিরূপে চেষ্টা করবে? তোমার এ প্রবোধবাক্যে কিরূপে আশ্বস্ত হব?"

ক'নে বউ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"কেন আমরা স্ত্রীলোক ব'লে কি এতই অকর্ম্মণ্য? অবশ্য পুরুষের অপেক্ষা নানা কারণে আমরা হীনবল, কিন্তু তা বলে কি আমরা কোন বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা করবার উপযুক্তও নই?"

শ্যামকুমার স্ত্রীর নিকট একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আমি তোমার বুদ্ধি—তোমার ক্ষমতা সব জানি, কিন্তু এ বিপদের তুমি কি সাহায্য করবে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

ক'নে বউ। বিপদের সময় সকল কথা ভুলে যাও কেন? আমার মামা যে কলিকাতার একজন প্রধান উকিল তা কি তোমার মনে নাই? আমি তাঁর দ্বারা এ বিপদ হতে উদ্ধার হবার চেষ্টা করবো। আমি নিজে না গেলে কোন ফল হবে না। কাল ভোরে তোমায় আমায় কল্‌কেতায় রহনা হব।

এই সময় গৃহিণী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রের এই বিপদের কথা শুনিয়া একবারে শোকে আকুল হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। অনেক দিন হইল, গৃহিণীকে কেহ ক্রন্দন করিতে দেখে নাই।

ক'নে বউ তাঁহাকে নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিল। গৃহিণী যখন শুনিলেন যে ক'নে বউ তাঁহার পুত্রের উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় যাইতেছে, তখন তাঁহার মনে কেমন বিশ্বাস জন্মিল যে তাঁহার পুত্র তবে এ বিপদ হইতে

নিশ্চয় উদ্ধার পাইবে। শ্যামকুমার যে বিশ্বাস মনে স্থান দিতে পারে নাই, সুশীলার শুনিবা মাত্র সে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। শরৎকুমারীকেও নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে শ্যামকুমার ক'নেবউকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। কলিকাতায় বৌবাজারে তাহার মাতুলালয়। হঠাৎ সুশীলাকে ও শ্যামকুমারকে পাইয়া তাঁহার মাতুল ও মাতুলানী বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে মাতুলের চরণে জড়িয়া বলিল—"মামা, আমাদের বড় বিপদ, তুমি রক্ষা না করলে আর অন্য উপায় নাই। আমরা আজ বড়ই বিপদগ্রস্ত হয়ে আপনার শরণাগত হয়েছি।"

এই বলিয়া শ্যামকুমার ও রসিকবাবু সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তাঁহার মাতুল কালীনাথ বাবু সুশীলাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"তুমি এর জন্য আমায় এত করে কেন বল মা? এ বিপদ তোমার যেমন আমারো সেইরূপ। প্রাণপণে তাঁদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করবো।"

সেই দিনই পুলিশে গিয়া তিনি মোকর্দ্দমার সমস্ত অবস্থার বিবর জানিলেন; এবং আসামীদ্বয় যাহাতে জামিনে খালাস হইতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কালীনাথ বাবুর চেষ্টা বৃথা হইল, তিনি স্বয়ং জামীন হইতে স্বীকার করিলেও ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে জামীনে খালাস দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে আসামীগণের স্বপক্ষে কালীনাথ বাবু যাহাতে মোকর্দ্দমার প্রতিবাদ ভালরূপ করিতে পারেন, তাহার জন্য যথেষ্ট সময় দিলেন। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল, প্রথম ব্যাঙ্কের ২।৩ জন কর্ম্মচারী এবং যে ব্যক্তি সেই চেক দিয়াছিলেন—তাহাদের এজাহার হইল, সেই এজাহারে এতদূর প্রমাণ হইয়া গেল, যে ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা সেশনে দিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। কালীনাথ বাবু মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া তাহাতেই রাজী হইলেন। তখন সেশন খুলিবার দুইদিন মাত্র বিলম্ব ছিল, সুতরাং আসামীদ্বয়কে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।

সেশনেও পুলিশের সেই সকল সাক্ষীর পুনরায় এজাহার হইল, এবার কালীনাথ বাবু তাঁহার একজন বন্ধু ব্যারিষ্টারের দ্বারা এরূপ জেরা করাইলেন, যে সমস্ত সাক্ষী জেরায় গোলমাল করিয়া ফেলিল, আসামী পক্ষের

সমস্ত লোকের মন বড়ই প্রফুল্ল হইল। জুরীরা একবাক্যে নির্দ্দোষ বলি-লেন। কেবল জজের রায় প্রকাশ হইতে বাকি। এমন সময় রসিকমোহন ইংরাজীতে জজকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"ধর্ম্মাবতার ও জুরীমহাশয়গণ। আমার এক নিবেদন আছে। আপনাদের চক্ষে আমি নির্দ্দোষ হইলেও ঈশ্বরের নিকট আমি সম্পূর্ণ দোষী। আমার বিজ্ঞ কৌন্সলী যদিও আপনাদিগের চক্ষে ধূলি দিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্ব-রের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন না। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমি এ অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু আমার সঙ্গী এই রামকুমার বাবু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাঁকে অন্যায় কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। আমি সে চেক ইহাঁকে ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলাম, ইনি ভাঙ্গাইয়া সমস্ত টাকা আমায় দিয়াছিলেন, সুতরাং এ অপরাধের যাহা কিছু দণ্ড বিচারে হয়, সে দণ্ড আমারই উপর আজ্ঞা হউক।"

রসিকমোহনের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আদালতগৃহস্থিত সমস্ত লোক একবারে স্তম্ভিত হইল। কৌন্সলী সাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি দুই তিনবার নিবৃত্ত করিবার জন্য রসিকমোহনের কথায় বাধা দিয়া-ছিলেন। কিন্তু রসিকমোহন সে বাধা মানিল না। অবশেষে কৌন্সলী উঠিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আসামীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে এই মাত্র পাগলের ন্যায় যে সকল কথা বলিল, সে সকল তাহার অপরাধস্বীকার বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ পুলিশ কর্ত্তৃক এরূপ অপমানিত হইলে ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের ঠিক্ থাকে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সুযোগ্য বিচারপতি বিচারকালে এই সকল প্রলাপবাক্যের প্রতি কোনরূপ আস্থা দেখাইবেন না।"

কিন্তু কৌন্সলী সাহেব আসন গ্রহণ করিবামাত্র আসামী রসিকমোহন বলিয়া উঠিল—"আমার কৌন্সলী ভুল বলিতেছেন, আমার মস্তিষ্কের কোন বৈলক্ষণ্যই হয় নাই। তিনি আমাকে মুক্ত করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও যোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু আমি তাঁহার পরিশ্রমের ফলের প্রার্থী নই। আমি মহাপাপী, কেবল যে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা নহে, আমি নানারূপ পাপে লিপ্ত হইয়া নিজের চরিত্র নষ্ট করিয়াছি, আমার বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত না হইলে চরিত্রসংশোধন

হইবে না, সেই কারণ আমি বিচারকের চক্ষে ধূলি দিয়া এই পাপময় জীবন বহন করিতে আর ইচ্ছা করি না। ভাই শ্যামকুমার! তুমি তোমার দাদাকে লইয়া গৃহে যাও, আমার সংস্পর্শে ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে অপমানিত হইতে হইয়াছে। আমি তোমার এবং তোমার মাতুল মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়, অবায়ুসঞ্চালিত গভীর জলধির ন্যায়, প্রবলঝঞ্ঝাবাতের পূর্ব্ববর্ত্তীসময়ের নিস্তব্ধ প্রকৃতির ন্যায়—বিচারালয়ের সমস্ত লোক কিছুক্ষণ নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাহারও মুখে একটি কথা আর শুনা গেল না। সকলেই অবাক্! শেষে জুরিদিগের মত ফিরিয়া গেল, বিচারপতির মতও তাহার সহিত এক হইল। তখন বিচারপতি রায় দিলেন—রসিকমোহনের এক বৎসরকাল সপরিশ্রম কারাদণ্ড আর রামকুমারের মুক্তিলাভ!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামকুমার মুক্তিলাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আসিয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুখে কোন কথাই আর বলিতে পারিলেন না। ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই আলিঙ্গন বড়ই সুখের হইল। শ্যামকুমারেরও তখন চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের আনন্দাশ্রু মুছাইয়া দিল, এবং সকলে একত্র হইয়া ক'নে বউয়ের মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামকুমার ভ্রাতাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যেরূপ আনন্দিত, রসিকমোহনকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া আবার ততোধিক দুঃখিত। তিনি সেই বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিলেই ক'নে বউ দৌড়িয়া আসিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। শ্যামকুমার বলিলেন—"অর্দ্ধেক মঙ্গল, দাদা খালাস হ'য়ে এসেছেন, কিন্তু রসিক বাবুর এক বৎসর মেয়াদ হয়েছে।"

ক'নে বউ বলিলেন—"তবে কি রসিক বাবুর জন্য মামা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই?"

শ্যামকুমার তখন আগাগোড়া সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উভয়ের জন্য সমান চেষ্টাই করা হইয়াছিল, কিন্তু রসিক বাবু ইচ্ছা করিয়া জেলে গিয়াছেন। ক'নে বউ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমি শরৎকে

ক'নে বউয়ের পরিচয় পাইয়া এবং বড়কে তাহার সাংসারিক ও [illegible] বন্দোবস্ত দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়াছেন। বিশেষ ক'নে বউয়ের [illegible] তাহার ভ্রাতার এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দেখিয়া এখন ক'নে বউ দেবী না মানবী এই মীমাংসার জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। সংসার এখন তাঁহার বিবেচনায় স্বর্গ হইয়াছে। এই সময় ক'নে বউ বড়বধূকে আনিবার জন্য রামকুমারকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল, রামকুমার তখন মনে মনে ভাবিল—"এ স্বর্গধামে বাস কর্‌বার উপযুক্ত ত বড় বউ নয়, তবে কেন তা'কে এখানে এনে এ স্বর্গকে পুনরায় শ্মশান কর্‌বো?"

সুতরাং রামকুমার ক'নে বউকে বলিয়া পাঠাইল—"বড় বউকে এখন আন্‌বার কোন প্রয়োজন নাই, তবে নগেন আর খগেনকে আন্‌বার জন্য আমি আজই লোক পাঠিয়ে দিতেছি।"

ক'নে বউ একথায় কোন মতেই রাজী হইল না, গৃহিণী ও শ্যামকুমার আসিয়াও অনুরোধ আরম্ভ করিল। তখন অগত্যা রামকুমার রাজী হইল। [illegible] দিয়া গদার মা ও নফরচন্দ্রকে বসন্তপুরে পাঠান হইল। যাইবার [illegible] হয়েছে [illegible] ক'নে বউয়ের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"মা, তারই [illegible] যাও, আমি খোকা বাবুদের আন্‌তে যাই, আর সেখানে যে বড় [illegible] তিনি যদি বাছা তোমার মতন মা না হন, তা হ'লে কিন্তু তাঁকে কি [illegible] ডাক্‌বো না, আমার মনে এই কথা ঠিক রইলো বল, তবে আমি করে [illegible]বো।"

[illegible] বউ হাসিয়া বলিলেন—"পাগল ছেলে আমার, ওরে তিনি বড়, আমার [illegible]লেম ছোট, তোর সে মা আমার চেয়েও ভাল হবে যে।" নফর উত্তর কা[illegible]—"বস, দুই মাকে একত্র করি, তখন বুঝে নেব। আমি জানি, আমার রাম[illegible] মতন মা পৃথিবীতে আর দুটী নেই।"

নফ[illegible]রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া আসিল। গদার মা এখন এই বাড়ী-দিয়া[illegible] থাকিত, বড়বধূকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসা অবধি তাহার মনে বড় [illegible]ল, আজ তাহাকে যখন আনিবার ভার হইয়াছে, তখন আর তাহার আনন্দ ধরে না, সদর বাড়ী হইতেই "দিঠাকুরোণ, দিঠাকুরোণ," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহিণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং [illegible] গদার মা আরম্ভ করিল—"এতদিন দিঠাকুরোণ,

সে কথা পেরকাশ করিনি। সে কি কম ঘেন্নার কথা গা? ভদ্দরঘরের মেয়ে হ'য়ে মিছা কথা! মোর বাকুল্‌কে এসে বল্লে কি না 'বাপের ব্যামো সেই ঘরকে আমায় সাথে করে নিয়ে চল্।' আগে [illegible] আমি, দিঠাক্‌রোণ, তার পর সে কথা বোঝাপড়া। সে দিনের সে কথা যেন মোর বুকের ভেতর কুল্‌কাঠের আঙ্‌রা জ্বলতে লেগেছে।"

গদার মা এইবার কান্নার পালা আরম্ভ করিবার উপক্রম করিল, গৃহিণী কিন্তু তখন তাহাকে দুই চারি কথা বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিলেন।

বড়বধূ এবার কাপড়পুরে আসিতে কোন আপত্তি করিল না, মোকদ্দমার সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল। রামকুমার বসন্তপুরে না আসিয়া কলিকাতা হইতে একবারে কাপড়পুর যাওয়াতে যামিনী বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থায় সেই দুঃখের সঙ্গে অভিমান আসিয়া যোগ দিল না, সুতরাং যামিনী গদার মা ও নফরচন্দ্রের সহিত কাপড়পুরে আসিল।

গৃহিণী নগেন্দ্র ও খগেন্দ্রকে পাইয়া আনন্দে অধীরা হইয়া পড়িলেন, গাড়ি হইতে নামিয়াই দুইজনে একত্র ঠাকুরমাতার বে[illegible] উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইল, তিনিও কাহাকে রাখিয়া কাহাকে কোলে লইবে[illegible]বিয়া অস্থির হইলেন, এমন সময় ক'নেবউ খগেন্দ্রকে কোলে তুলিয়া লইল [illegible]র নগেন্দ্র ঠাকুরমাতার কোলে উঠিল। নগেন্দ্র মনে মনে ভাবিল যে ঠা[illegible]মাতা তাহাকেই অগ্রে কোলে লইয়াছেন, সুতরাং তাহারই জয় হইয়াছে। এখন নগেন্দ্রের মুখে আর হাসি ধরে না। ক'নে বউ বড়বধূকে প্রণাম করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিল। গৃহিণীকে বড়বধূ প্রণাম করিবামাত্র গৃহিণীও আদর অভ্যর্থনা করিলেন। বড়বধূর সকল অপরাধ আজ গৃহিণী ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি এখন নগেন ও খগেনকে লইয়া মহাহ্লাদে তাহাদের জলযোগের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ক'নে বউ পিত্রালয় হইতে আসিলে যেরূপ গ্রামের সকলে তাহাকে আহ্লাদের সহিত দেখিতে আসিয়াছিল, বড়বধূর আগমনে কিন্তু কেহই তাহাকে সেরূপ দেখিতে আসিল না।

বড়বধূকে গৃহে আনিয়া বসাইয়া ক'নে বউ বলিল—"দিদি, আমি ছেলেমানুষ, আমার ঘাড়ে সংসারের ভার দিয়ে তুমি এতদিন কি করে নিশ্চিন্ত ছিলে?"

বড়বধূ বলিল—"মা আমায় দেখ্‌তে পারেন না, আমি এলে তিনি জ্বালাতন হন, এতে আমি কি করে আসি?"

ক'নে। মার কথা ছেড়ে দাও, তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কথায় কি রাগ কর্‌তে আছে?

বড়বধূ। বিনা দোষে দশ কথা বল্লে কার না রাগ হয়? তোমায় তিনি ভালবাসেন তাই কিছু বলেন না, আমার মতন তোমায় যদি বকেন, তাহ'লে কি তুমি এখানে থাক্‌তে পার?

ক'নে। দিদি, আমরা দুজনে যদি তাঁর মনের মতন হয়ে চলি, তাহ'লে তিনি কেন বক্‌বেন? আর তিনি দশ কথা বল্লেই বা আমরা সে কথার উত্তর কর্‌বো কেন? এখন একথা থাক্ দিদি, তুমি একটু জল খাবে চল।

ক'নে বউ বড়বধূর জলযোগের আয়োজন করিয়া দিল, বড়বধূ দেখিল যে এখন সংসারে কোনরূপ কষ্ট নাই, এখন আর কোন দরিদ্রতার লক্ষণ নয়নগোচর হয় না—যে দিকে চাহিয়া দেখ সেই দিকই যেন স্বচ্ছলতার পরিচয় দিতেছে। বড়বধূ কিন্তু এ অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বরং ঈর্ষানলে জ্বলিতে আরম্ভ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক'নে বউ এইবার বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সমস্ত কৃষি ও বাণিজ্যের ভার রামকুমারের হস্তে অর্পণ করিল, এবং শ্যামকুমার তাঁহার সহকারী রহিল। এখন ক'নে বউ সাংসারিক কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিল। গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি সকল কর্ম্মের ভার এখন হইতে ক'নে বউয়ের স্কন্ধে অর্পিত হইল। বড় বউ যে কোন কর্ম্মই করিত না, একথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। ক'নে বউ সাংসারিক কর্ম্ম করিত, বড় বউও সাংসারিক কর্ম্ম করিতে আসিয়া আপনার স্বামী, পুত্র ও নিজের ভালরূপ আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া লইত। ক'নে বউ অবসর পাইলেই রামায়ণ,

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকগণকে শোনা-ইত, বড় বউও দেখাদেখি নানারূপ কুৎসিত নাটক নবেল পড়িয়া পাড়ার ইতর স্ত্রীলোকগণের নিকট আপনার বিদ্যার পরিচয় দিত। ক'নে বউ নগেন ও খগেনকে লেখা পড়া শেখাইত, বড় বউ সে সময় নিজে কবিতা লিখিতে বসিত। ক'নে বউ যখন ছুঁচসুতা লইয়া বালিশের ওয়াড় হইতে পিরাণ কোট পর্য্যন্ত শেলাই করিতে বসিত, বড় বউ সে সময় উলের শ্রাদ্ধ করিত। সুতরাং গৃহিণী যে কেন বড় বউকে অলস বিশেষণে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, আমরা তাহার কোন প্রমাণই পাই নাই। আর এক কথা বড় বউকে এসকল ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম বলিলেও যে সে করিত না, সত্যের অনুরোধে আমরা একথা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নই। কারণ, বড় বউকে কেহ এক গেলাস জল আনিতে বলিলে বড় বউ তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া দিত, তবে সেই এক গেলাস জল গড়াইতে গিয়া মেজেতে এক কলসী জল ঢালিয়া ফেলিত। কোন দিন রন্ধন কার্য্যের সাহায্য করিতে বলিলে বড় বউ কখনও অসম্মত হইত না, তবে সে দিন অন্নব্যঞ্জন সমস্তই আঁকিয়া পুড়িয়া যাওয়ায় পুনরায় সে সকল রন্ধন করিতে হইত। ফল কথা ক'নে বউ যাহা গড়িত, বড় বউ তাহা ভাঙ্গিত, তবে আমরা কিরূপে গৃহিণীর সঙ্গে বলিব যে বড় বউ অলস—বড় বউ কোন কর্ম্মই করে না?

সে যাহা হউক, এই সকল কারণেও সংসারে কিন্তু কোনরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই, কারণ ক'নে বউ সকল দিক সাম্‌লাইয়া লইয়া চলিত। এমন কি বড় বউ কোন দোষ করিলে সে দোষ ক'নে বউ আপনি ঘাড়ে করিয়া [illegible] ইহাতে গৃহিণী বড় বউকে আর কোন কথা বলিতে পারিতেন না। [illegible] প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল, একদিনের জন্য কাহার সহিত কোন [illegible] বিসম্বাদ ঘটে নাই। রামকুমার এখন বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া [illegible] গৃহে বসিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। এই সময় একদিন বৈকালে বড় বউয়ের বড় ভগিনী কামিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। কামিনীর আগমনে বড় বউ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইল। ক'নে বউ বিশেষ যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিল। ভগিনীর দুরবস্থা দেখিয়া বড় বউয়ের মনেও বড় কষ্ট হইল, বড় বউও তাহার বিশেষ যত্ন ও আদর করিল। সে দিন তখন পর্য্যন্ত কামিনীর আহারাদি হয় নাই, ক'নে বউ তাড়াতাড়ি আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল।

আহারাদির পর যামিনী [illegible] ...জিল মাসী [illegible]
করিল—"হাঁ দিদি, মাসী আর তাঁর বাড়ীর সকলে ভাল [illegible]
কামিনী উত্তর করিল—"মাসীর মুখে আগুন, সে মাসী ভাল থাকবে না
ত ভাল থাকবে কে? তার কি মরণ আছে?"

যামিনী। মাসীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তা ঝগড়া হলো
কেন দিদি?

কামিনী। সে অনেক কথা—তাঁর বৌব্যাটার ঝগড়া হলেই দোষ হয় আমার। আমি যেন ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো। আর তাঁর ষণ্ডা ব্যাটার ব্যবহার দেখবে?

এই বলিয়া কামিনী আপনার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্থানে স্থানে প্রহারের দাগ দেখাইল। সে দাগ দেখিয়া যামিনী শিহরিয়া উঠিল, এবং চুপি চুপি বলিল—"এ তোমার কুটুম্ববাড়ী, এখানে যেন একথা প্রকাশ না হয়। তা'হলে মুখ দেখান ভার হবে।"

কামিনীর এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া যামিনীর হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। যে কামিনী কাহার কথার আঁচ সহ্য করিতে পারিত না, সেই আজ এরূপ ভয়ানকরূপে প্রহারিত ও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাহার আশ্রয়ে আসিয়াছে, সুতরাং যামিনী কি এখন কামিনীকে যত্ন না করিয়া থাকিতে পারে? এক মাস বেশ সুখে কাটিয়া গেল, সকলেই কামিনীকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। তবে কামিনী আসা পর্য্যন্ত শরৎকুমারীর দুঃখের আর সীমা ছিল না, কামিনীকে দেখিয়াই তাহার গায়ের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। শরৎ সেই অবধি ভয়ে প্রায় আর মুখুর্য্যেদের বাড়ী আসিত না। তবে কোন কোন দিন অতি গোপনে এবং ভয়ে ভয়ে কেবল ক'নে বউয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিত। কামিনীর যখন গায়ের বেদনা আরাম হইয়া গেল, আর যামিনীকে যখন তাহার সম্পূর্ণ বশীভূত মনে করিল, তখন কামিনী পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধরিল। একদিন দুই ভগিনীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

কামিনী। হাঁ যামিনী, তোর শাশুড়ী ক'নে বউ—ক'নে বউ করেই সারা হয় যে। কই তোকেত একটুও যত্ন করে না!

যামিনী। ঠিক্ বলেছিস্ দিদি। মাগী বড় একচোকো।

[illegible]

যামি। কি কর্‌বো দিদি, ঘরের কর্ত্তাটিরও ভেয়ের দিকে জোর্‌পো টান।

কামি। তবে কি আপনার স্ত্রীপুত্র ভাসিয়ে দিয়ে ভাই নিয়ে থাক্‌বে না কি?

যামি। কি জানি দিদি, আমি তার রকম দেখে আর কোন কথা বলি না, মনের দুঃখ মনেই থাকে।

কামি। আমি মুখুর্য্যেকে যা ভাব্‌তুম তা নয়। লেখাপড়া জান্‌লে কি আপ্‌নার হিতাহিত বুঝ্‌তে পারে না?

যামি। সকলই দিদি, অদৃষ্টের ফল। এই দেখ না ক'নে বউয়ের সুখ্যাতি গ্রামে ধরে না, কিন্তু পোড়া লোকের আমি যে কি সর্ব্বনাশ করেছি তা জানি না, আমার নাম শুন্‌লে তাদের যেন গা জলে উঠে।

কামি। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে—দেখ্ যামিনী, ক'নে বউ যে তোর সংসার ভাসিয়ে দিতে বসেছে, তা বুঝ্‌তে পেরেছিস্ কি? তার ছেলে পিলে হয় নাই বলে এই দ্যাখ্ না, পূজো করে, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে—অতিথি কাঙ্গালি খাওয়াইয়ে সব টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। আহা! তোর দুটুকু গুঁড়ো হয়েছে, কিছু থাক্‌লে তাদেরই থাক্‌বে—তা কি ক'নে বউয়ের প্রাণে সয়? তাই সব উড়িয়ে দিচ্ছে।

যামি। দিদি, তুই ঠিক্ বলেছিস্। আমায় সে দিন বল্লে কিনা—সংসারে থাক্‌তে হলে এ সকল কর্ম্ম করা চাই। এখন তোর কথায় আমার জ্ঞান হ'লো। এর উপায় কি বল্‌দেখি?

কামি। উপায় বল্‌বো?—তুই পৃথক্ হ'। এই দেখ, তোর সোয়ামী বিদ্বান, তার সোয়ামী মুখ্যু বইত নয়—এক সঙ্গে থাক্‌লে তোরই ক্ষতি।

যামি। তা জানি—কিন্তু তোমার মুখুয্যে মহাশয় রাজী হবেনে যে। তুই দিদি বিদ্বান বলিস্, কিন্তু আমি বলি—ও একজন লেখাপড়া জানা নিরেট মুখ্যু।

কামি। দেখ্, তুই এক কর্ম্ম কর্। তোর শাশুড়ী আর ক'নে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে আরম্ভ কর্। তা হ'লেই একটা বিভ্রাট বেধে যাবে, তখন সুবিধে হবে। এমন হেসে খেলে দিন কাটালে কি কাজ হয় বোন?

তখন দুই ভগিনীতে গোপনে কি একটা পরামর্শ স্থির হইল। পরদিন হইতেই দেখা গেল, গৃহিণী আর বড় বউয়ে কোন্দল আরম্ভ হইয়াছে।

বলিয়াই সেস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কামিনী একটু সুস্থির হইল, কিন্তু এই ঘটনায় সর্ব্বাপেক্ষা ক'নে বউয়ের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মিল, এক্ষণে সেই ক্রোধের প্রতিশোধের জন্য কামিনী পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামকুমারের বাড়ীতে আজ বড়ই বিভ্রাট। আহারান্তে হঠাৎ তাঁহার দুই পুত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে আহারের সহিত কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করায় এরূপ হইয়াছে। এখন পরিবারস্থ সমস্ত লোক এই বালকদ্বয়ের জন্য উদ্বিগ্ন, এই আকস্মিক বিপদে সকলেরই মন বিষণ্ণ। শ্যামকুমার তাড়াতাড়ি ঔষধ আনিয়া সেবন করাই-তেছে। গৃহিণী ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বড় বউ ক্রোন্দনের রোলে গগণ ফাটাইতেছে, ক'নে বউ ডাক্তারের উপদেশানুসারে বালকদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতেছে, কামিনী এরূপ সর্ব্বনাশ কে করিল বলিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতেছে। রামকুমার একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন।

এই সময় যে ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল, তাহার ফল দেখা দিল, বালক-দ্বয় ক্রমাগত বমন আরম্ভ করিল। তখন সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল, আর যখন ডাক্তার পুনরায় আসিয়া পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, তখন সকলের সে আশা বলবতী হইল। বালকদ্বয় আরোগ্য লাভ করিলে, আহারের সঙ্গে কি বিষ খাইয়া তাহারা অজ্ঞান হইয়াছে, ডাক্তারের এই বিষয় জানিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। তখন সেই বমিত পদার্থ লইয়া ডাক্তার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সকলেই আহার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল এই বালক দুইটির আহারীয় দ্রব্যে কোথা হইতে কিরূপে বিষ আসিল, সকলেই সে বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে কোন বিষাক্ত শাকসব্জী কিম্বা অন্য কোন দৈব ঘটনার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাকে তিনি বিস্মিত হইলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, বমিত পদার্থের সহিত মরফিয়া মিশ্রিত রহিয়াছে। কেহ মিশাইয়া না দিলে আহারীয় দ্রব্যের সহিত মরফিয়া কিরূপ

আসিবে? তিনি সকলকে বলিলেন—"কোন দুষ্টলোক আহারের দ্রব্যের সঙ্গে মরফিয়া মিশাইয়া দিয়াছে, অবশ্য তার উদ্দেশ্য ভাল ছিল না, যা হ'ক আহারের পরেই বমির ঔষধ পড়ায় উপকার হইল, নচেৎ নিশ্চয়ই প্রাণ সংশয় হইত।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, এরূপ কর্ম্ম কে করিতে পারে তখন এই কথাই সকলের মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। এই সময় অনেকগুলি প্রতিবাসীও সে গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"এরাত নিতান্ত শিশু নয় যে, চিনি বলে মরফিয়া খাবে, নিশ্চয় কেউ মিশিয়ে দিয়েছে।" এই সময় ডাক্তার বলিলেন—"মরফিয়াই বা এরা পাবে কোথা? বাড়ীর কেহ কি মরফিয়া খান্?"

তখন সকলেই সে কথা অস্বীকার করিল। ডাক্তার তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তবে যিনি রন্ধন করিয়াছেন, কিম্বা যিনি বালকদের খাওয়াইয়া দিয়াছেন, তাঁর দ্বারাই এই কার্য্য সম্ভব।"

সেদিন কে রন্ধন করিয়াছে কিম্বা কে বালকদ্বয়কে খাওয়াইছে তৎক্ষণাৎ এই কথা প্রশ্ন উঠিল। প্রশ্ন উঠিবামাত্র কামিনী তাড়াতাড়ি উত্তর করিল—"ক'নে বউ।"

ক'নে বউও সে কথা অস্বীকার করিল না, কারণ বাস্তবিক ক'নে বউ সে দিন রন্ধন করিয়াছিল, এবং সেই রন্ধন শেষ করিয়া প্রথমেই বালকদ্বয়কে স্বহস্তে আহার করাইয়াছিল। এখন একথাটা বড়ই গুরুতর হইল, ক'নে বউও সেখানে ছিল, তাহার মুখে একটি কথাও কেহ শুনিতে পাইল না। সকলেই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর রামকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমার স্ত্রী ও তাহার ভগিনী বউমার নিকট অনেক বিষয়ে দোষী হতে পারে, কিন্তু আমি কি আমার বালক দুটী বউমার কাছে কোন দোষেই দোষী নয়, তবে আমার এমন সর্ব্বনাশের চেষ্টা বউমার করবার কারণ কি?"

কথাটা ক'নে বউয়ের প্রাণে বড়ই বাজিল, ইহা অপেক্ষা যদি তৎক্ষণাৎ মস্তকে বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ক'নে বউয়ের প্রাণে এত আঘাত লাগিত না। রামকুমারের কথায় অন্যান্য সকলেও বিস্মিত হইয়া মনে মনে 'অসম্ভব—অসম্ভব' বলিতে বলিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এই সুযোগ কামিনী ও যামিনী ছাড়িল না, অনেক দিনের পর তাহাদের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তাহারা এই সম্বন্ধে নানা কথা নানা অলঙ্কারের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল। কামিনীর আজ আর আনন্দের সীমা নাই, সে অনেক সময় আনন্দ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। আজ যদি এই ঘটনায় বালকদ্বয়ের মৃত্যু হইত, তাহা হইলেও কামিনীর ইহা অপেক্ষা অল্প আনন্দ হইত না। এখন দুই ভগিনী মিলিয়া যাহাতে সে সংবাদ গ্রামময় প্রচারিত হইয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। রামকুমার বিষণ্ণ মনে সদর বাটীতে চলিয়া গেলেন। সেদিন সেই মনোকষ্টের দরুণ আর অন্দরে আসিলেন না। শ্যামকুমার আজ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ক'নে বউয়ের অশ্রুপ্লাবিত মুখের প্রতি চাহিতেছে, আর অধিকতর বিস্মিত হইতেছে। এই সময় বড়বউ তাড়াতাড়ি আসিয়া ক'নে বউকে কহিল—"তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না বলে কি এখন এখানে কাঁদ্‌তে বসেছ? পেটে পেটে এত বুদ্ধি তা কে জানে?"

এই কথা বলিয়া বড়বউ ক'নে বউকে আপনার পুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে উঠাইয়া দিল, ক'নে বউ সে স্থান হইতে উঠিয়া শাশুড়ীর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা, তোমার কি এ কথায় বিশ্বাস হয়?"

গৃহিণী তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"না মা! আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেও একথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।"

ক'নে বউ এইবার আর থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"তবে বল্ মা,—আমার এ কলঙ্ক কিসে যাবে বল মা।"

গৃহিণী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"তোমার মতন বুদ্ধিমতী মেয়ে কেহ কখন দেখে নাই, তবে তুমি এর জন্য কেন এত অধৈর্য্য হও মা। তোমাকে আমি কি বুঝাব? এ কথা কেউ কি কখন বিশ্বাস কর্‌তে পারে? তোমাতে কি এমন কলঙ্ক কখন সম্ভব? আমি সব জানি—এ ঐ কালা-মুখীরই কাজ, ঐ এসে আমার সোণার সংসার ছারখার করতে বসেছে।"

তখন ক'নে বউয়ের দেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল, একটু সুস্থির হইয়া এইবার স্বামীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি বিশ্বাস?"

শ্যামকুমার বলিল—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ কাজ কামিনীর। এক কামিনী ছাড়া এরূপ কাজ কর্‌তে পারে এমন স্ত্রী বা পুরুষ যে পৃথিবীতে নাই, এ কথাও আমি শপথ করতে পারি। কিন্তু তোমার সে ধৈর্য্য এখন কোথায়

গেল? দাদা তোমায় যে কথা বলেছেন, সে কথা আমার হৃদয়ে যেন শেল-বিদ্ধ হয়ে আছে, তুমি এত অধৈর্য্য হও কেন? সত্য কখনই গোপন থাক্‌বে না।"

ক'নে। সত্য কখনই গোপন থাক্‌বে না—তোমার কথাই আমার বেদ। আর আমি অধৈর্য্য হবো না।"

কিন্তু কথাটা সহজে মিটিল না। রামকুমারের মনের সন্দেহ কিছুতেই গেল না। কারণ মাসী হইয়া স্বহস্তে বোন্‌পোদিগকে বিষ খাওয়াইতে পারে না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। আর বড়বউও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাঁহার সে বিশ্বাস বজায় রাখিয়াছিল। রামকুমার শেষে কুমন্ত্রণায় পড়িয়া পৃথক হইবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিল, তখন ক'নে বউ পৃথক হইতে না দিয়া বরং নিজে চিরজন্মের জন্য পিত্রালয়ে যাইতে সম্মত হইল। গৃহিণী কিন্তু সে কথায় সম্মত হইলেন না। তখন ক'নে বউ বলিল—"তুমি অনেক কষ্টে যে সংসার পাতিয়াছ, সে সংসার একবার ভাঙ্‌লে আর গড়া যাবে না। আমি কে মা? তুমি আমার জন্য সংসার ভাঙ্‌বে কেন মা? এতে আমার অন্য দুঃখ নাই, তবে দুঃখ এই যে তোমাদের সেবা করতে পেলেম না।"

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি সংসারের কে মা?—তুমিই এ সংসারের লক্ষ্মী। তোমায় হারালে এ সংসার যে তখনই ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। মা, এখন আমি আর সংসার চাই না, আমি কেবল তোমায় চাই।"

গৃহিণী এইবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। আর কথা বলিতে পারিল না। সে কান্না শুনিয়া শ্যামকুমার সেখানে আসিয়া বলিল—"মা, সত্য কখন গোপন থাক্‌বে না, এমন দিন আস্‌বে যে দিন দাদাকে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে। এখন এখানে এর থাকা আর ভাল দেখায় না, দুদিন বা দুমাস পরেই হউক, সত্য স্বইচ্ছায় প্রকাশ হবে, তখন আবার ক'নে বউকে নিয়ে এসো। দাদার সঙ্গে পৃথক হওয়া অপেক্ষা ক'নে বউ বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুক।"

তখন কাজেই সে কথায় গৃহিণী সম্মত হইলেন। ক'নে বউ সেই দিনই জন্মের মত পিত্রালয়ে যাওয়া স্থির করিল, গাড়িতে উঠিবার সময় অনেক কাঁদাকাটির পর একবার নগেন খগেনকে কোলে লইবার জন্য নিকটে আনাইয়াছিল, কিন্তু কোলে করিতে যাইবে কামিনী এমন সময় বাঘিনীর ন্যায় দৌড়িয়া

আসিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে লইয়া গেল। ক'নে বউ সজল নয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিতে চাহিতে গাড়িতে উঠিল। শ্যামকুমার রাখিয়া আসিতে সঙ্গে গেল। আর গেল নফরচন্দ্র। নফরচন্দ্রের যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। গৃহিণী, রামকুমার প্রভৃতি সকলেই তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আজ কাপড়পুরের নিকট ক'নে বউ জন্মেরমতন বিদায় গ্রহণ করিল। শত্রুর উপকারের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিল। ধন্য ক'নে বউ! ধন্য তোমার উন্নত মন!

গাড়ি চলিয়া গেলে পর আনন্দে বিহ্বল হইয়া কামিনী যামিনীকে প্রণাম করিয়া ফেলিয়াছিল!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক'নে বউ পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে পর গৃহিণী তিনদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এ তিনদিন তিনি আহার পর্য্যন্ত করেন নাই। রামকুমার মাতৃঠাকুরাণীকে আহারাদি করাইতে প্রথমে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় শেষে তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না, দুই চারিটা রূঢ় কথা পর্য্যন্ত শোনাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহিণী এখন সংসারের আর কোন কাজ কর্ম্ম দেখেন না, দিনান্তে একবার আহারাদি করিয়া কেবল পাড়ায় পাড়ায় কাঁদিয়া বেড়ান। বড় বউ ও কামিনীই এখন মুখুর্য্যে পরিবারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। রামকুমার এখন স্ত্রীর পরামর্শে পুনরায় কণ্ট্রাক্টের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং অনেক সময় তাহাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইত। অর্থের ও সহধর্ম্মিণীর মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়া তিনি পূর্ব্বের কথা এখন সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন, তবে মূর্খ ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থের অংশ লইয়া যে ঋণী হইয়াছেন, নিজ বুদ্ধিবলে সেই অর্থ বর্দ্ধিত করিয়া ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার বলবতী ছিল। শ্যামকুমারের কোন কার্য্যেই এখন আর সেরূপ উৎসাহ নাই। তবে ভ্রাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত না। ভ্রাতা যখন যাহা বলিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিত। শ্যামকুমারের এসংসারে থাকিতে ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল জননী ও ভ্রাতার সন্তোষার্থে শ্বশুরালয়ে যাইত না।

লোকে যাহা বলিল, ক্রমে তাহাই ঘটিল, ক'নে বউয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেন

মুখুর্য্যেদের গৃহলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তাহা এখন বন্ধ হইয়া গেল, অতিথির আর সেবা হয় না, ভিখারী আসিলে আর ভিক্ষা পায় না, বাড়ীঘরের এখন আর সে শ্রী পর্য্যন্ত নাই। এই সময়ে আবার কণ্ট্রাক্টের কাজে রামকুমারের অনেক টাকা লোকসান হইয়া গেল। তখন মান সম্ভ্রম লইয়াও টানাটানি পড়িল।

একদিন শ্যামকুমার কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার তিন দিন পরে রসিকমোহনকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। রসিকমোহন কাপড়পুর আসিয়া প্রথমে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রামকুমারের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেন, রামকুমার তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু রসিকমোহন সে সকল প্রশ্নে বাধা দিয়া বলিলেন—"রামকুমার বাবু, আমি তোমার ভেয়ের কাছে যে সকল কথা শুনেছি, আগে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা তোমায় না জিজ্ঞাসা করে, থাক্‌তে পাচ্ছি না। নগেন্দ্র খগেনকে কে মরফিয়া খাওয়াইয়াছিল, তুমি নাকি সে জন্য ক'নে বউকে সন্দেহ করেছো?"

রামকুমার স্থির হইয়া বলিল—"ঘটনা যেরূপ শুনেছিলাম, তা'তে বউমাকে সন্দেহ না করে থাকা যায় না।"

রসিক। আমি বড় আশ্চর্য্য হলেম, যে তুমি সমস্ত জেনে শুনেও তাহার পূর্ব্বের ঘটনার প্রতি কোন সন্দেহই কর নাই। যে দিন তুমি দিদিকে এবাড়ীতে স্থান দিয়েছ, সেই দিনই যে তুমি সকল সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করেছো। দিদির উপস্থিতে যখন এ ঘটনা হয়েছে শুনেছি, তখনি আমি দিদিকেই সন্দেহ করেছি। আর আমার এ সন্দেহ করবার বিশেষ কারণ আছে।

রাম। দিদির চরিত্র আমি ভালরূপ জানি বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে সন্দেহ হবার আমিত কোন কারণ দেখি না।

রসিক। অন্য কোন বিষ খাওয়ালে আমার কেবল সন্দেহ হতো বটে, কিন্তু যখন শুনলেম মরফিয়া, তখন সে সন্দেহ নাই, আমি নিশ্চয় বলছি, এ আমার দিদিরই কাজ। তুমি কি জান না, যে বাবা মরফিয়া খাইতেন, ও সর্ব্বনাশী সেই সময় হতে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু খেতে শিখেছিল,

এ কথা কেবল বাবা জান্‌তেন, আর এখন আমি জানি। তুমি সেই নিষ্কলঙ্ক সাধ্বীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করেছ।

এই কথায় রামকুমারের মনের গতি ফিরিল, হঠাৎ চক্ষের ধাঁধাঁ কাটিয়া গেলে যেমন হয়, রামকুমারেরও ঠিক্ এই অবস্থা ঘটিল, রামকুমার এখন যেন সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এই সময় রসিকমোহন পুনরায় বলিলেন—"এখনও যদি অনুসন্ধান করা হয়, তবে আমি নিশ্চয় বল্‌ছি যে দিদির কাছ-থেকে মর্‌ফিয়া বেরুতে পারে।"

রামকুমার কি মনে করিয়া রসিকমোহনকে সেইখানে বসিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে সাদাগুঁড়াপূর্ণ একটা শিশি আনিয়া বলিলেন—"এই শিশিটায় কি আছে, দেখুন দেখি।"

রসিকমোহন সে শিশি লইয়া বলিলেন—"এই মর্‌ফিয়া।" রামকুমার তখন বলিল—"ভাই, তোমার কথাই ঠিক্। আমি বউমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করে বড়ই গর্হিত কর্ম্ম করেছি।" রসিকমোহন বলিলেন—"এখন সত্য কথা প্রচার হ'ক।"

রসিকমোহন এই কথা বলিয়াই শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে সত্য কথা প্রচার হইয়া গেল, গৃহিণী আহ্লাদে মানসিক পূজার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় যামিনী কামিনীকে ভয়ানক তিরস্কার আরম্ভ করিল। যখন কামিনীর বাক্স হইতেই সেই মরফিয়ার শিশি বাহির হইয়াছে, তখন কামিনীর আর মুখ নাই। যামিনী তৎক্ষণাৎ আপন পুত্রের যমস্বরূপিণী ভগিনীকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতেছিল, কিন্তু শ্যামকুমার আসিয়া নিষেধ করিল।

এদিকে রসিকমোহন শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে শরৎকুমারীকে দেখিতে পাইল। শরৎকুমারী রসিকমোহনকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় রসিকমোহনের হৃদয়ে বিষাদ হইল। রসিকমোহন শরৎকে শয্যায় শয়ন করাইয়া অনেক যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। শরৎকুমারী প্রথম চক্ষু উন্মোচন করিয়াই সম্মুখে রসিকমোহনকে দেখিতে পাইল, তাহার পর একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া পুনরায় রসিকমোহনের মুখের প্রতি চাহিল। তৎক্ষণাৎ আবার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। এই সময় রসিকমোহন [illegible]

শরৎ শিহরিয়া উঠিল। এইবার চক্ষু চাহিয়া বলিল—"একি স্বপ্ন?" রসিকমোহনের তখন কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। শরৎ এইবার করুণস্বরে বলিল —"যদি স্বপ্ন হয়, তবে কেউ যেন আমার এ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ না করে।" রসিকমোহন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"শরৎ, এ স্বপ্ন নয়, আমি যথার্থই তোমার সেই নিষ্ঠুর স্বামী; তুমি ক্ষমা না কর্‌লে আর আমার অন্য উপায় নাই, তাই তোমার কাছে আজ ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি।"

শরৎকুমারী শুইয়াছিল, এইবার উঠিয়া বসিল। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে, স্বামীর চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"জীবিতেশ্বর, এতদিন পর কি আমায় মনে হয়েছে?"

রসিকমোহন এ প্রশ্নের উত্তর মুখে আর কি দিবে? তাঁহার অবিশ্রান্ত চক্ষের জল সে প্রশ্নের কতক উত্তর দিল, শরৎকুমারী ও স্বামীর পদতলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রসিকমোহন এইবার পত্নীকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তখন সেই পতিপত্নীর অশ্রু একত্র মিলিল। অশ্রুর এ মিলন কি সুখের! উভয়ের কেহই আজ স্বর্গ সুখের সহিত এ সুখের বিনিময় করিতেও প্রস্তুত নয়।

কিছুক্ষণ পর শরৎকুমারী বলিল—"এতদিন এসো নাই কেন?" রসিকমোহন বলিল—"তুমি কি জান না শরৎ, এতদিন আমি জেলে ছিলাম।"

শরৎ বিস্মিতনেত্রে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল। রসিকমোহন সে চাহনির অর্থ বুঝিল। পুনরায় বলিল—"তোমার কাছে কোন কথা গোপন রাখ্‌ব না, আমি একবৎসর জেলে থেকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। আর আমি কুপথে যাব না। বল শরৎ বল, এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

শরৎ। তোমার কথায় কি আমার অবিশ্বাস হ'তে পারে! তবে তুমি যে কখন কোন পাপ করেছ, এ কথা কেমন আমার মনে স্থান পায় না।

এই সময় শ্যামকুমার আসিয়া রসিকমোহনকে ডাকিল। রসিকমোহন অগত্যা পত্নীকে বক্ষ হইতে নামাইয়া গৃহের বাহিরে আসিল। শ্যামকুমার বলিল—"রসিকবাবু, আপনার ঋণ কখন আমি ভুল্‌তে পারবো না। আপনি আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করেছেন। একটি সংসারকে রক্ষা করেছেন। এখন দাদা আপনাকে ডাক্‌ছেন—একবার আসুন।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রসিক। তোমার কোন্ কথা আমাকে বল্‌তে হবে না। তোমাদের [illegible] কিছু অনিষ্ট সে কেবল আমাদের দ্বারাই হয়েছে। রায় বাবু [illegible] চল শুনে আসি।

কিন্তু রসিকমোহনকে আর যাইতে হইল না, কারণ এই সময় রায়বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই রায়কুমার বলিল—"আমরা এখনি সকলে ক'নে বউকে আন্‌তে যাব, আমি যে অন্যায় কাজ করেছি, তার কতক প্রতিবিধান না করে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।"

রসিকমোহন বলিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সেখানে আমার বউঠাকুরাণীর কাছে যে অপরাধ করেছি সে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করবো, আর যেরূপে পারি তাঁকে অনুনয় করে বসন্তপুরে নিয়ে এসে আবার নূতন সংসার পাতবো। আর তোমাদেরও সকল গোলযোগ মিটিয়ে যাব।"

শ্যাম। তবে আর দেরি করে কাজ নাই। মা, শ্যাম ও আমার স্ত্রী পুত্র সকলকেই আমি সেখানে নিয়ে যাচ্ছি, যে কাজ করেছি, একলা যেতে আমার সাহস হয় না, একলা সেখানে কি করে মুখ দেখাব।

রসিক। তবে আমিও শরৎকুমারীকে রাখিয়া যাইব না।

সেইদিন সকলে ক'নে বউকে আনিতে গেল। রায়কুমারের গৃহে গদার মা, একজন ভৃত্য আর কামিনী রহিল।

* * * *

যামিনীর উপর কামিনীর যে একটু প্রতিপত্তি হইয়াছিল, আজিকার ঘটনায় সে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপন ভগিনীর পুত্রদ্বয়কে স্বহস্তে বিষ খাওয়াইয়া কামিনী যে সুখসাগরে ভাসিতেছিল, হঠাৎ সে সাগরে আজ বিষাদের তরঙ্গ উঠিয়াছে। সুতরাং সহজেই কামিনীর বর্ত্তমান মনের অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। এখন যে প্রতিহিংসানলে তাহার হৃদয় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কামিনী তাহার প্রতিশোধ না লইয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে?

সেইদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় কামিনীর চক্ষে নিদ্রা নাই! কামিনী সেই গভীর রাত্রে উন্মাদিনীবেশে গৃহ প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ আর গৃহে কেহ নাই, আজ কামিনী যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। কামিনীর প্রকৃতি যেরূপ তাহাতে সে এ সুযোগ ছাড়িতে পারে কি? তবে এককথা

—কিরূপে তাহার প্রতিহিংসানলের নির্ব্বাণ হইবে, কামিনী এখনও তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। সেই কারণ সে এখনও অস্থির হইয়া প্রাঙ্গণে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ ধান্যের গোলার প্রতি কামিনীর দৃষ্টি পড়িল, তৎক্ষণাৎ কামিনী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সেই নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে কামিনীর সেই বিকট অট্টহাস্য কি ভয়ানক!

কি মনে করিয়া কামিনী একবার গৃহের মধ্যে দৌড়িয়া গেল। তাহার পর একটী প্রজ্বলিত মশাল হস্তে আবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। একি! আবার অট্টহাসি!

মশালের আলোতে মানুষের মুখ কি এত ভীষণ দেখায়? ঐ আলোর সঙ্গে সঙ্গে আবার কামিনীর চক্ষু জ্বলে কেন? কি ভীষণ—সে মূর্ত্তি কি ভীষণ!! এ আলো নিবিয়া যাউক, এ ভীষণমূর্ত্তি আর দেখা যায় না। হে অন্ধকার, তুমি একবার আসিয়া এ মুখ ঢাকিয়া ফেল। কিন্তু কই সে আলো নিবিল না, অন্ধকার আর আসিল না! দেখিতে দেখিতে কামিনীর দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ মশাল ধানের গোলায় গিয়া স্পর্শ করিল। একি! অন্ধকারের পরিবর্ত্তে আরো আলো! ধান্যের গোলা জ্বলিয়া উঠিল, প্রাঙ্গণে আলো আর যেন ধরে না। সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে আবার বিকট হাসি! শ্মশানে প্রজ্বলিত চিতার চারিদিকে পিশাচী যেমন অট্টহাস্যে নৃত্য করে, এ যে দেখিতেছি—সেই চিতা! সেই পিশাচী!! সেই অট্টহাস্যে নৃত্য!!

অগ্নিনির্ব্বাণ হইবার যখন আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, তখন সেই পিশাচী কি মনে করিয়া শয়নগৃহে গিয়া কপাট অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। এখন অগ্নি যত হুঙ্কার শব্দে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পিশাচীর আনন্দোচ্ছ্বাসও তত ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল। ধান্য অগ্নি সংযোগে চটাপট্ শব্দে যত দিকদিগন্তর কম্পিত করিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পিশাচীর বিকট হাস্যও সমভাবে মিলিত হইতেছিল। ক্রমে অগ্নির তেজ যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পিশাচীর আনন্দের তেজ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। একি! এ অন্ধকার গৃহ ক্রমে আলোকিত হইল কেন? আবার সেই পিশাচীর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতে হইল! সেত আজ শয্যায় শয়ন করে নাই। এই যে সেই ভীষণ মূর্ত্তি এখন গৃহ মধ্যে আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। একি! হঠাৎ সে নৃত্য আবার থামিল কেন? অগ্নির উত্তাপ কি এতই বৃদ্ধি

য়াছে। পিশাচী কি ভাবিয়া সেই অর্গলাবদ্ধ কপাট একবার খুলিল, [illegible]
ষণ অগ্নিরাশি সর্ব্বসংহারক কালের ন্যায় লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া [illegible]
ম্মুখে উপস্থিত হইল। পিশাচী [illegible] কম্পিতহস্তে [illegible]
রিয়া দিল। কিন্তু অগ্নি থামিল না—বিকটভাবে পিশাচীর অর্গলাবদ্ধ দ্বার
াক্রমণ করিল। হায়! এ আবার কি হইল? এ যে আবার আনন্দের সাগরে
যাদের তরঙ্গ উঠিল। আমরা কি করিব? সকলই বিধাতার খেলা।

এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু আর পারি না, সেই পিশাচীর বিপুল আনন্দের
াভাস আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে দিয়াছি, কিন্তু তাহার সেই অনন্ত যন্ত্রণা
র্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এখন তাহার চারিদিকে কেবল অগ্নি-
াশি! গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইবার ক্ষমতা তাহার আর নাই। যে কামিনী
তক্ষণ মনের আনন্দে ঘরের মধ্যে নৃত্য করিতেছিল, সেই কামিনী তাহার
র মুহূর্ত্তেই প্রাণের দায়ে ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।
ৎকালে তাহার সেই ব্যাকুল ভাব, আর বিশেষত তাহার সেই বিষম যন্ত্রণা,
স পাপহৃদয় চিরিয়া না দেখাইলে বর্ণনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করান যায় না।
াহো! সে যন্ত্রণা যে অসীম, কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবে?

পিশাচীর হৃদয় চিরিয়া দেখাইতে পারিলাম না, কিন্তু এখনও তাহার
বিকট চীৎকার আমাদের কর্ণ বধির করিয়া তুলিতেছে। "রক্ষা কর—রক্ষা
কর" রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু এই প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে
আপনার জীবনকে নিক্ষেপ করিয়া কে এই পিশাচীকে রক্ষা করিবে? কেহ
রক্ষা করিল না, সে কোন সাহায্যই পাইল না। ক্রমে সেই অস্থির মূর্ত্তি স্থির
হইয়া আসিল। তখন সে মূর্ত্তি কিরূপ? ক্রোধে জ্ঞান শূন্য, দেহ পরিধান
বস্ত্রশূন্য—মস্তক কেশশূন্য—ঊর্দ্ধ বাহু মুষ্টিবদ্ধ—দন্তে দন্তসংলগ্ন—এইরূপ
একটি ভীষণ মূর্ত্তি তখন বিকটনেত্রে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। আর সেই
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি!—এখন চারিদিকেই অগ্নি। অগ্নি এখন কোথায় নাই?

কিন্তু মূর্ত্তি অধিকক্ষণ এ অবস্থায় রহিল না, দেখিতে দেখিতে ভূতলে
পড়িয়া গেল। চারিদিগের অগ্নিরাশি তখন হুঙ্কার করিয়া উঠিল। সেইস্থানে
স্বহস্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে কামিনীর পাপদেহ ভস্মীভূত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক'নে বউ পিত্রালয়ে আসিয়া এখন সুশীলা হইয়াছে, আমরাও এখানে তাহাকে সুশীলা বলিয়াই ডাকিব। আজ সন্ধ্যার পর সুশীলা ও তারাসুন্দরী কক্ষে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছে। সুশীলার মুখখানি আজ বড়ই বিষণ্ণ, সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"শুনেছি, সধবা স্ত্রীলোকে স্বামী ছেড়ে বাপের বাড়ী থাক্‌লে না কি স্বামীর অকল্যাণ হয় ?"

তারাসুন্দরী বলিল—"তবে এলি কেন ?"

সুশী। দিদি, কেবল কি নিজের সুখ—নিজের কল্যাণের দিকেই দেখ্‌বো ?

তারা। তবে তোর চখে জল কেন ?

সুশী। নিজের চখের জল না ফেল্লে কি অন্যকে সুখী করা যায় ?

তারা। নিজের চখেরত অনেক জল ফেলেছিস্—আর কেন ? এইবার সেখানে যা'।

সুশী। না দিদি, যতদিন বড়ঠাকুরের আমার উপর সন্দেহ থাকবে—যতদিন সত্য কথা প্রকাশ না হবে, ততদিন আমার এ চখের জল বন্ধ হবে না। আচ্ছা, আমি দেবতার কাছে এত মাথা খুঁড়ি, তবু তাঁদের দয়া হয় না কেন ?

তারা। অদৃষ্টে ভোগ থাক্‌তে কি দয়া হয় বোন ?

সুশী। আচ্ছা দিদি, তুমিত সমস্ত দিন একটু জলও মুখে দাও না, কেবল পূজা, আহ্নিক আর ধ্যান নিয়েই থাক। তারপর রাত্রে একটু গঙ্গাজল আর একটি মাত্র ফল খাও, লোকের বিশ্বাস দেবতারা তোমার সঙ্গে কথা ক'ন, তুমি বল্‌তে পার কত কাল আমি স্বামীসুখে বঞ্চিত থাক্‌বো ?

তারা। সুশীলা, তুই পাগল হ'লি নাকি ? আমি কি তোর গণক ঠাকুর ? তবে আশীর্ব্বাদ করছি, শীঘ্রই তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সুশী। তবে সকলে বলে যে, ঠাকুরপূজা করে করে তুমি নাকি কি বর পেয়েছ ? সেই জন্যই আহার ত্যাগ করেও তোমার শরীর বেশ আছে।

তারা। ঠাকুর আর কি পাবো বোন ? তবে একদিন স্বপ্নে মাত্র বৈকুণ্ঠ-